জজ

দিগম্বর বিশ্বাস।

(জীবন-চরিত।)

অম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত

ও

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

১৯২৩

---

১২ নং হরীতকী বাগান লেনস্থ শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় হইতে
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৩০ নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা,
পশুপতি প্রেসে
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাসের পিতৃদেব। "জয় কৃষ্ণচরিত" "মাঢ়ের ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা ভাঙ্গামোড়ানিবাসী সাহিত্যিক স্বর্গীয় অম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। ১২৯৪ সালের "অনুরঞ্জিনী" পত্রিকায় তাহার অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপরে "প্রজাপতি" "দীপিকা" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আরও কতকাংশ প্রকাশিত হয়। অম্বিকা বাবুর ইচ্ছা ছিল যে, সেই গুলি বিশদভাবে লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন, আর তাহার সহিত তাঁহার প্রিয়বন্ধু তারক-বাবুর জীবনকাহিনী লিখিবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়।

মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে অম্বিকাচরণ স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়ের জীবনীর সংগৃহীত উপাদানাবলী ও তাঁহার "আত্মনিবেদন" নামক একটী প্রবন্ধ তারক-বাবুকে রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠাইয়া দেন এবং বিষাদভরা প্রাণে যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল—"আমার দিন যেন নিকট হইতে নিকট-তর হইয়া আসিতেছে। জীবন আর মায়াবদ্ধ নহে। পূর্ব্বে ভাবিতাম মরিলে আমার বিধবা স্ত্রী ও কন্যাকে কে দেখিবে। এখন আর সে চিন্তা নাই। এখন আমার আপনার বলিতে যেন কে একজন আছেন বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তাই আশান্বিত প্রাণে তাঁহারই চরণতলে আমার বর্ত্তমান আত্মীয়-স্বজন সহ আমার সারা জীবনের দুর্দ্দিসহ আশা, যন্ত্রণা,

মনোবেদনা, মনস্তাপ, পাপ ও পুণ্য, পূর্ণমাত্রায় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তোমার পিতৃদেবের জীবন-চরিত প্রকাশ করিতে না পারায় মনস্তাপ রহিয়া গেল। তবে ফুল গুছাইয়া রাখিয়াছি, কেবল মালা গাঁথিয়া শেষ করিতে পারি নাই। আমার কাছে যাহা আছে কুড়াইয়া গুছাইয়া পাঠাইয়া দিলাম। মালাটা নিজে পার বা তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও দিয়া গাঁথাইয়া লইও, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ। তাহার সহিত আমার "আত্ম নিবেদন" প্রবন্ধটী সংযোগ করিতে ভুলিও না।"

তারক বাবু এই পত্রখানি অম্বিকাবাবুর সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হন, কিন্তু তিনি রাজকীয় কার্য্য ব্যপদেশে ও নানা বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকা নিবন্ধন অম্বিকাবাবুর প্রেরিত কুসুমরাজির মালা গ্রন্থন হয় নাই। এতদিনের পরে আমাকেই মাল্যকর স্থির করিয়া সেই কুসুমগুলি ও তাঁহার নিজের সংগৃহীত বহু ফুল আমার নিকট আনিয়া দেন। আমি তাহাতে আমার বন্ধুর পিতৃদেবের মধুর পরিমল বহিতেছে অনুভব করিয়া, সেই কার্য্যভার সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, তবে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। অম্বিকাচরণ বাবু পুস্তকের নাম করণ করিয়াছিলেন, "৺দিগম্বর বিশ্বাস" আমি তৎপরিবর্ত্তে নাম দিয়াছি "জজ দিগম্বর বিশ্বাস"—বোধ হয়, তাহাতে অম্বিকাবাবুর স্বর্গীয় আত্মা অসন্তুষ্ট হইবেন না।

তারকবাবুর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, তাঁহার পিতৃজীবনী বহু পূর্ব্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইত, কিন্তু অম্বিকাবাবুর সংগৃহীত সমস্ত অংশ তাঁহার স্বদেশ ভাঙ্গামোড়ার ভীষণ বন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর যে কয়েক সংখ্যা "আর্য্যাবর্ত্তে" তাঁহার পিতৃজীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাওয়া যায় না, সুতরাং এই জীবনী প্রকাশের সমস্ত আশাভরসা

বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। শেষে বহু কষ্টে উক্ত ১২৯৪ সালের "আর্য্যদর্শন" ও অন্যান্য মাসিক পত্রিকা সংগৃহীত হইলে অম্বিকা বাবু আবার লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহারই ফলে অদ্য এই পুস্তকের প্রচার।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে দিগম্বর বাবুর একটী ফটো চিত্রও নাই, সুতরাং তাহা দিতে পারিলাম না। তবে পর পৃষ্ঠায় তাঁহার ইংরাজি ও বাঙ্গালা হস্তলিপির আদর্শ প্রদত্ত হইল।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত প্রুফ তারকবাবুর প্রিয় বন্ধু অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ রায় দীননাথ দে বাহাদুর এবং বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাই লাল দে মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন এবং এই পুস্তকখানির প্রচার কল্পে তাঁহারা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

১২নং হরিতকী বাগান লেন
কলিকাতা।
২রা নভেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

হস্তলিপি।

[illegible]

[illegible]

হস্তলিপি।

My dear Tarachnath

I am in receipt of your letter of the 28th Inst.

* * * * * * * * *

Yours affectly

Rajnarain Bose

জজ

দিগম্বর বিশ্বাস।



প্রথম অধ্যায়।

বাল্যজীবন।

যে জাতি আত্মীয়-স্বজনের শোক-সন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া অস্থি চর্ম্ম সার করিতে জানে, সে জাতি তাহার স্মৃতি-রক্ষা করিতে জানে না, ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে বিধাতার সৃষ্টিতে সুধাকর চন্দ্র কলঙ্কিত, সুন্দর গোলাপ কণ্টকে অবস্থিত, সুকণ্ঠ কোকিল রূপসৌন্দর্য্যে বঞ্চিত, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা অপবাদগ্রস্ত, সে বিধির জগতে যে কিছুরই পূর্ণত্ব না থাকিবে, ইহা আবার বিচিত্র কি? জাতীয়-অদৃষ্টে বিধাতার সেই সুকৌশলময়ী লেখনীর ব্যভিচার কেন ঘটিবে? যদি না ঘটে, তবে ভারতীয় আর্য্যগণের জীবন-চরিতের অভাব হইবে কেন?

আমরা আত্মীয়-স্বজনের বিরহে মন-প্রাণ খুলিয়া,ডাক ছাড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে জানি, সেই কান্নায় অসম্পর্কিত অপর সাধারণকেও কাঁদাইতে পারি, তাহার মর্ম্মভেদী দুঃখের গুরুত্বও বুঝি, সময়ে সময়ে আবার তাহাতে আত্মহারা হই, আপনার

শারীরিক সুখ-দুঃখের, স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যের দিকে ভ্রূক্ষেপও করি না, আত্মকৃত শোক যে আমাদের সুখ-স্বাস্থ্য—এমন কি জীবন-নাশের কারণ হইয়া উঠে, তাহার বিষয় ভ্রমেও চিন্তা করি না, কিন্তু দুঃখের দিনে—"শ্মশানান্তে" ইত্যাদি মহাশ্লোকের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য সেই দুঃখের সন্তর্পণ করিতে শিক্ষা করি নাই। ইহাতে এমন কিছু বলিতেছি না যে, আমরা যত কাল এই মরণ-শীল মানবরূপে ইহলোকে থাকিব, তত কাল শোকাভিভূত হইয়া বাতুলের ন্যায় কালক্ষেপ করিব। তবে কথা এই যে, আমরা যে কেবল যথানামে পুরুষ-পরম্পরা অঞ্জলিমাত্র সতি-লোদকে মৃতের স্মৃতির তর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হই, ইহাই আমাদের ভ্রান্তি। যেমন আমরা বৎসরান্তে সতিলোদকে আমাদের পরম পূজনীয় ভক্তিভাজন গুরুলোকদিগের প্রেতাত্মার তর্পণ করিয়া থাকি, তেমনি তাঁহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ, জীবনলীলা যাহাতে এই জীবলীলাস্থল জগতে স্মরণ রাখিতে পারি, তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সত্য বটে, সকলেই এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া চিরকীর্ত্তিরূপ অমরতা রাখিতে সমর্থ হন না, কিন্তু তাহা বলিয়া কি যাঁহার স্নেহে আমাদের ভক্তি বাঁধা, যাঁহার শোণি-তের সহিত আমাদের দেহ ঘনিষ্ঠ হইতেও ঘনিষ্ঠতররূপে সম্বদ্ধ, হায়! তাঁহার কৃত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কর্ম্মকেও মহৎ অপেক্ষা মহৎ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য? হয়ত অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের যাহাতে মনের তৃপ্তি ও সন্তোষ জন্মে,নানা কারণে তাহাতে অন্যের সহানুভূতি না থাকিতে

পারে, এমন স্থলে আমরা সাধারণের সমক্ষে সেই সন্তোষ, সেই মনস্তুষ্টির পরিচয় না দিয়া যাহাতে আপন মনে আপনারাই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তাহার জন্য অপরের সহানুভূতির চেষ্টা বা নাই করিলাম। তাই অদ্য আমরা যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহার পরিচয় পাইলেই পাঠক বর্গ আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা মার্জ্জনা করিবেন।

যিনি সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চ পদস্থ হইয়া ছিলেন, যিনি কেবল স্বীয় অসীম অধ্যবসায় ও যত্নে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতি-ক্রম করিয়া অমূল্য জ্ঞান ও বিদ্যাধনে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, ইহ-সংসারে যাঁহার মিত্র ব্যতীত শত্রু ছিল না, পরোপকার যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, পরের দুঃখ দেখিলে যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া আকুল হইত, মধুর হাসি যাঁহার বদন-প্রান্তে অবিরত লাগিয়া থাকিত, আজি অকিঞ্চন আমরা, সেই মহাত্মার জীবনী লিখিতে অগ্রসর হইতেছি। স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস যে উচ্চপদস্থ বলিয়া তাঁহার জীবনী লিখিত হইল, তাহা নয়, তাঁহার ন্যায় অনেক পদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় দয়ামায়া অনেক হৃদয়েই বিরল, তাঁহার ন্যায় অটুট ক্ষমতা-প্রতিপত্তি অনেকেরই নাই, সেইজন্য তিনি অসাধারণ। এবং সেই জন্যই সাধারণের আদর্শস্থানীয় বলিয়া তাঁহার এই আদর্শ জীবনী প্রকাশিত হইল।

৺দিগম্বর বিশ্বাস ১২৩০ বঙ্গাব্দের ২৫শে কার্ত্তিক হুগলীর সন্নিহিত বালোড় গ্রামে সদ্গোপবংশীয় ভাগ্যবান্ বেচারাম

বিশ্বাসের ঔরসে এবং ভাগ্যবতী জয়াবতী দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বেচারাম বিশ্বাস তেমন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন না, তিনি অল্প বয়সেই তিনটি মাত্র নিঃসহায় সন্তান রাখিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। ৬ দিগম্বর সেই তিনটি সন্তানের মধ্যে মধ্যম।

দিগম্বরের জন্মকালে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দিগম্বরের জন্মকালীন শঙ্খধ্বনি শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "এই ক্ষণে যে সন্তানটা জন্মিল, এটি ক্ষণজন্মা বালক, ইনি অসাধারণ প্রতিভা লইয়া আসিয়াছেন এবং এতৎ প্রদেশস্থ একজন বড়লোক হইবেন।" বস্তুতঃ কালক্রমে সেই জ্যোতির্ব্বিদের ভবিষ্যৎবাণীর সার্থকতা হইয়াছিল।

দিগম্বরের বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা সুপ্রকাশিত হয়, যাঁহার প্রতিভা আছে, তিনি স্বয়ং দেব বৃহস্পতির ন্যায় প্রভাবান্বিত, তিনি কখন অপ্রকাশিত থাকিবার নহেন। দিগম্বর কিছুদিন মধ্যেই স্বীয় সৌজন্যে সকলের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিলেন এবং গ্রাম্য পাঠশালে সকল বালকের শীর্ষস্থানীয় হইলেন। বালোড়ে এমন কোন বিদ্যালয় ছিল না, যাহাতে উপযুক্তরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হইবা মাত্র তিনি চিরস্মরণীয় মহম্মদ মোশিনের স্থাপিত হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সেই সময়েই উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দিগম্বর অল্পদিন মাত্র পাঠ করিয়াই সকল শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, সকলেই তাঁহার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইলেন,

যথাসময়ে তিনি জুনিয়ার পরীক্ষায় উচ্চশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইলেন। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকব্যতীত দিগম্বর তদানীন্তন অধ্যাপকদিগের নিকট আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন এবং তাঁহারাও যত্ন করিয়া সে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন। সে সময় উদ্ভিদ-বিচার (Botany) রসায়নবিদ্যা (Chemistry) ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত না, কিন্তু দিগম্বর স্বীয় চেষ্টায় সে সমস্ত উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া

দিগম্বরের সিনিয়ার বিভাগে পাঠকালে ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্ণর জেনেরল প্রচার করেন যে সেই সময়ের কয়েকটী কলেজের মধ্যে যে ছাত্র ইংরাজিতে তাঁহার প্রদত্ত একটা বিষয়ের ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি একটা স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবেন। বহুসংখ্যক বালকের মধ্যে দিগম্বরই সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দিগম্বর সিনিয়ার এবং ওকালতী পরীক্ষা দেন, সকল বিষয়েই তিনি উচ্চ শ্রেণীতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিলাভে সমর্থ হন। এত অল্প বয়সে এতগুলি গুরুতর বিষয়ে দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হওয়া সাধারণ ক্ষমতার কথা নহে।

আমরা সাধারণের অবগতির জন্য তাঁহার পাঠদ্দশার প্রশংসা পত্রের মধ্যে গুটীকতকের অনুলিপি প্রকটিত করিতেছি।

This is to certify that Degumber Biswas, aged 17

the son of Becharam Biswas, inhabitant of Zillah Hughly has attended the Hughly College for 7 years and a half, during which time he has been most diligent in his studies and conducted with great propriety; he has also afforded much satisfaction to his teachers by his regularity, temper, and general intelligence, and has received prizes for the following branches of study— for English, Arithmetic, Grammar, Geography and History in 1836; for general intelligence in 1837, for History, English, and Natural Philosophy in 1838; for English Composition in 1839. He has also received a prize for composition from His Lordship the Governor General of India in 1841. His character is excellent. He is well-ground in pure, and has a general knowledge of mixed Mathematics, and has some knowledge of Book keeping, Land Surveying and Drawing in general. He has read the principal plays of Shakespeare, Milton's Paradise Lost and Regained, Bacon's Essays and other miscellaneous Authors and appreciates their beauties. He has a general knowledge of Ancient and Modern History, can compose given subjects in English with facility and correctness, and translates from English and Bengali and *vice versa* with ease and tolerable correctness. He is generally first in every department of studies.

College of Mohomed Mossin
The 28 th January 1842.

Sd. I. ESDAILE,
Principal.

This is to certify that Degumber Biswas has been upwards of 9 years a student in the College of Mohamed Mossin and for the last 4 years nearly in the first class of the Senior Department. During this period he has been such as to afford the highest satisfaction to all his instructors At the 1st annual competition he gained a Senior Scholarship, the qualifications of which are a rather extensive acquaintance with History and English language and Literature, and considerable proficiency in Mathemetics and Natural Philosophy.

In all these branches of study Degumber Biswas has made, with reference to the comparatively short period he has been receiving instructions, a very considerable progress.

He is also a very fair Bengali scholar and translates from that langauge into English and *vice versa* with great facility and general accuracy.

In addition to his regular courses of studies in the College, Degumber Biswas prepared himself by application during the time when he was not in the class, to pass for a Munsiff, and at the annual competition in January last obtained a Diploma, another circumstance that redounds to his credit.

Altogether I consider Degumber Biswas a well-educated, well-conducted, intelligent, and well-informed young man.

Chinsurah. }
Nov. 13th 1843 }

J. SUTHERLAND,
Principal.

(SKETCH OF THE COLLEGE BUILDING)

COLLEGE OF

HAJEE MOHOMED MOSSIN

HOOGHLY.

(ENGLISH DEPARTMENT.)

This is to certify that Degumber Biswas has studied in this college for a period of more than 9 years, that at the time of quitting college he was in the first class, that he has made considerable progress in Mathematics and Natural Philosophy and acquired a respectable proficiency in the English Language and in the Elements of General Knowledge and that his conduct has been in general very satisfactory At the time of leaving the College he held a Senior Scholarship in the first grade, and stood first in the order of merit.

HOOGHLY }
The 14th Nov., 1845. }

Sd L. CLINT.
Principal.

Sd. M ROSHFORT,
Professor of English Literature.

Sd. C, H, CAMURON.
Sd. F, MILLET
Sd. C. C EGERTON.
Sd. RASSOMOY DUTT.
Sd. FRED J MONAT. M.D
Secretary.

} *Members of the Council of Education.*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সেকালের শিক্ষা-প্রণালী।

দিগম্বরের জন্ম সময় হইতেই বঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষা প্রচারেব রীতিমত বিধি ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে কিণ্ডারগার্টেনের প্রথানুযায়ী ইংরাজি-শিক্ষা দেওয়া হইত বলিলেই হয়। মাস্টার বলিতেন Right hand, ছাত্র দক্ষিণ হস্ত তুলিত। Tongue বলিবামাত্র ছাত্রেরা জিহ্বা দেখাইত। এইরূপে ফুলের নাম ও ফলের নাম প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া ইংরাজি-নবীশ হইত। বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা ততোধিক শোচনীয় ছিল। পাঠশালায় হাতে লেখা গুরু-বন্দনা, দাতাকর্ণ প্রভৃতি পড়ান হইত। তাহা আবার নকলে নকলে আসল খাস্তা হইয়া যাইত। যত্ন তত্ত্বর দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তবে ছিল রামায়ণ ও মহাভারত— ইহাই ছিল চূড়ান্ত শিক্ষার নিদর্শন। আর ছিল চৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকঙ্কনের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ণ, ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গল। কিন্তু গুরু-শিষ্য উভয়ের সুবিধার জন্য গুরুমহাশয়রা তাহা নিজেও পাঠ করিতেন না ও শিষ্যদেরও পড়াইতেন না।

কার সাহেব কৃত Review of Public Instruction গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে দেখা যায়:—"Previous to 1823 (অর্থাৎ ১২৩০ সাল) comparatively little

had been done for the advancement of Native Education. The number of Institutions was very limited, and they attracted very little interest. There was no organized System of superintendence. All matters connected with education were under the general control of the Government. But about this time the subject of Native Education began to receive a greater share of attention. * * * In July 1823, several of the most experienced officers of Government residing in Calcutta were formed into a Committee of Public Instruction." হুগলী কলেজ প্রথম হইতেই এই কমিটির তত্ত্বাবধানে রহিল। * কমিটির সভ্য ছিলেন ১৫ জন, তন্মধ্যে ১৩ জন ইংরাজ, আর ২ জন মাত্র বাঙ্গালী। তাঁহাদের নাম রাজা রাধাকান্ত দেব ও স্বনামখ্যাত—রসময় দত্ত।

চুঁচুড়ায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিসনারি মে সাহেব একটী স্কুল স্থাপন করেন। তৎকালে খৃষ্টান হইলে ভাল চাকরী এবং মেম

---

* The Superintendence of the General Committee, now called the Council of Education, was confined to the Institutions in Calcutta, including the College at Hooghly and its Branch Schools.

বিবাহ করিতে পাইবে এই হুজুগে অনেক অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোক খৃষ্টান হইতেন। তজ্জন্য হিন্দুমাত্রই মিসনারি স্কুলে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া একবারে বন্ধ করেন ; সুতরাং নামে স্কুলই ছিল, কিন্তু তেমন ছেলে ছিল না। সম্ভবতঃ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে College of Mohamod Mohoshin (অর্থাৎ এখনকার হুগলী কলেজ) খুলিলে বহুসংখ্যক ছাত্র তথায় পড়িতে যান। দিগম্বর ও সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় যে দিন কলেজ খুলে সেই দিনই ভর্ত্তি হন। শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সঞ্চার হয়।

যেদিন হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর ছেলেরা দলে দলে ভর্ত্তি হইতে যায়, সেদিন তাহা দেখিবার জন্য রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তখন ভর্ত্তি হইবার সেলামী ত দিতেই হইত না এবং স্কুলের মাহিনাও ছিল না, বরং তাহার উপর কাগজ, কলম, কালী, খাতা ও পড়িবার পুস্তক সমস্তই বিনা মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহারই নাম ত শিক্ষা দান!

এখন হইয়াছে বিদ্যা বিক্রয়, পরে আবার কি হইবে, তাহা জানি না। অনেক বড় ইংরাজের অভিমত যে, স্কুলের বেতন বৃদ্ধি ভিন্ন শিক্ষিত শিক্ষক মিলিবে না। শিক্ষিত অর্থে শুধু বি এ, এম এ, পাশ নয়। যাহারা গভর্ণমেণ্টের চাকরী না পাইয়া ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন, তেমন হতাশ তাড়িত Graduate নহে। যাঁহারা শিক্ষা-দানে প্রীতি অনুভব করেন, যাঁহাদের মন উন্নত, ধর্ম্মভীত, এবং রাজভক্ত, তাঁহারাই নবীন

যুবকদের শিক্ষা দিবার উপযোগী। তবে তেমন শিক্ষককে বেশী বেতন না দিলে চলিবে না, সুতরাং ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি আবশ্যক।

তখন বাঙ্গলা গদ্য-গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" ও "পুরুষ-পরীক্ষা" সকল স্কুল ও কলেজের পাঠ্য ছিল। সংস্কৃতের চর্চ্চা ছিল না। বাঙ্গালা ব্যাকরণের বড় অভাব ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মুখে মুখে সন্ধি ও সমাস শিখাইতেন। ইংরাজি প্রবন্ধ লেখা বেশ চলিত কিন্তু ইংরাজির অনুবাদে শিক্ষক ও শিষ্য উভয়েই গলদঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেন। ফিরিঙ্গি-বাঙ্গলারই প্রচলন ছিল। শুনা যায়, কলেজের অধ্যক্ষ সাদারল্যাণ্ড সাহেব বেহারাদের উচ্চ ধ্বনিতে বিরক্ত হইয়া বাঁশবেড়ের রাণীকে ইংরাজীতে একটী পত্র লিখেন, সেই ইংরাজি পত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন কলেজের কেরানী জীবন-কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে তরজমা করেন, তাহা এইরূপঃ—"রাণী! ও মহারাণী! বাহকগণ, বিশেষতঃ তোমার বাহকগণ, হয় খ্যাতাপন্ন ভাঙ্গতে, কুশল কালেজের।" ইংরাজি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ বঙ্গানুবাদ ছিল, আজ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ ইহার মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন হয় নাই কি?

দিগম্বরের মধ্যম পুত্র সাহিত্যিক তারকনাথ বলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার কোন সংবাদপত্রে একটী মহিলার লিখিত একটী সুমধুর কবিতা পাঠ করিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকালের স্ত্রী-শিক্ষা ও রচনার অদ্ভুত উৎকর্ষ দর্শনেও তেমন বিস্ময়ের উদয় হয় না।

তখনকার দিনে বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকে ভাষার লালিত্য বা শব্দ বিন্যাসের চাতুর্য্যের দিকে লক্ষ্য ছিল না। কেবল শব্দ-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য ছিল। আমরা পুরুষ-পরীক্ষা হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত করিলাম যথা—"কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত দুগ্ধ হবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এই হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত, * * * এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কহে, আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন। তুই এক সের আজ্য যদি দিতে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই।" পাঠক দেখিবেন, হৈয়ঙ্গবীন, আজ্য, ও হবি, ঘৃতের এই তিনটা প্রতিশব্দ ছাত্রশিক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে।

আরও একটু নমুনা দিব "প্রবোধ চন্দ্রিকা" হইতে যথা—"শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন বিসঙ্কট-বদন-ব্যাদান, বিকট দ্রংষ্ট্রা কটু, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত, চট চট শব্দ, ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত" আবার "তরুণী-করুণ-সুন্দর-ইন্দীবর কৈরব কোরক সুন্দরী-মুখ-মনোহর আন্দোলিত ফুল্লবাহার নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপী ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে।" সাহিত্যিক অক্ষয় চন্দ্র বলেন, "মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গদেশের একজন আদি গ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন, তাঁহার রচনায় আমরা এখনকার শাখা প্রশাখাময়ী বঙ্গভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুর দেখিতে পাই।" ভালই।

বাঙ্গলা ভাষার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক ইংরাজি শিক্ষাটা

ভাল রকমই হইত। ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনে সে কষ্ট ছিলনা। বিলাতের সঙ্গে সমানভাবে পাঠ্য নির্ব্বাচন হইত। বোর্ডের অভিমত ছিল যে—"There should be, as far as possible, a certain uniformity in the text-books used in England and in India."

আমরা নিম্নে জুনিয়ার ও সিনিয়ার ক্লাশের পাঠ্য পুস্তকের নাম পাঠকের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম।

জুনিয়ার ক্লাসের ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক ছিল :—

JUNIOR CLASSES.

Richardson's Selections from English Poets.
Addison's Essays.
Goldsmith's Essays.

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC.

Abercrombie's Intellectual Powers.
,, Moral Powers
Whateley's Easy Lessons in Reasoning.

HISTROY.

Russell's Modern Europe.
Tytler's Universal History.

MATHEMATICS.

Euclid—Six books.

Hind's Algebra
,, Trigonometry.
ইত্যাদি—

সিনিয়ার ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক।

SENIOR CLASSES.

1. LITERATURE.

Milton.
Shakspeare.
Bacon's Essays.
,, Advancement of Learning.
,, Novum Organum.

2 MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC.

Smith's Moral Sentiments.
Steward's Philosophy of mind.
Whateley's Logic.
Mill's Logic.

3 HISTORY.

Hume's England.
Mill's India.
Elphinstone's India.
Robertson's Charles V.

4 MATHEMATICS.

Potter's Mechanics.
Evan's Three Sections of Newton

Hymer's Astronomy,
Hall's Differential and Integral Calculas.

OPTIONAL.

Botany.
Chemistry.
Land-Survey
Book-keeping, ইত্যাদি।

যাঁহারা জুনিয়াব আব সিনিযার নাম শুনিযাছেন মাত্র অথচ তাঁহাদের শিক্ষা কতদূব হইত তাহা জানা নাই তাঁহাদেব অবগতির জন্য আমরা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রকাশ কবিয়াছি। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে সিনিয়াব স্কলারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় বড় কম ছিল না।

এখন আমরা দিগম্বরের অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে সামান্য মাত্র আলোচনা করিয়া এই অধ্যায়েব পরিসমাপ্তি করিব।

গঙ্গাচরণ সবকাব খুব প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন আবও অনেকে ছিলেন কিন্তু দিগম্বর উঁহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে দুই তিনবার ডবল প্রমোশন লইয়া আপনাব সুহৃদদের উপরে উঠেন। ইহাতে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাত্র তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া পড়েন। ভাবিতেন একটা সদ্গোপের ছেলে আমাদের উপর যাইবে! দিগম্বর তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিতেন তোমরা ত মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের উপরেই আছ, তবে হিংসা কর কেন? তোমরা আমায় অতিক্রম করিয়া

বড় হও না। আমি তা হলে আরও বড় হবার চেষ্টা করি।" তাহাদের দিগম্বর কখন কোন সহাধ্যায়ীর সহিত কলহ করেন নাই। এ কথা সিভিলিয়ান বি, এল, গুপ্তের পিতা আমায় একবার বলিয়াছিলেন। তিনিও দিগম্বরের একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন।

১৮৪৬ সালে গঙ্গাচরণ বাবু সিনিয়ার পাশ হন, আর দিগম্বর পাশ হন, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। শুধু সিনিয়ার নয়, তিনি ঐ সালে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ইসডেল সাহেবের সার্টিফিকেট পাঠে জানা যায়, সাড়েসাত বৎসর মাত্র ইংরাজি শিখিয়া দিগম্বরের যে ভাষাজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা আজকালকার কয়জন ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটে! প্রিন্সিপাল ইসডেল্ লিখিয়াছেন—"He read the principal plays of Shakspeare, Milton's Paradise lost and Regained, Bacon's Essays and other miscellaneous authors and appreciates their beauties." সার্দ্ধসাত বৎসর শিক্ষার ইহা বিচিত্র ফল!

তাই বলি অধুনা সদ্গোপ জাতির অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রাথমিক বিরাট ভিত্তি সেই উদীয়মান তরুণ যুবক দিগম্বর!

তৃতীয় অধ্যায়।

পাঠ্য-দশা।

সেকাল আর এ কালের শিক্ষার একটু বিভিন্নতা আছে। এ কালের ছেলেদের অবস্থার অনুকূলে মাষ্টার (Private tutor) চাই, অন্যথায় অর্থ পুস্তক নিশ্চয় আবশ্যক। কিন্তু তখন এ, বি জানা লোকও কম ছিলেন, সুতরাং কে পড়াইবে? তাহার উপর অর্থ পুস্তক ত আদৌ ছিল না। সুতরাং তখনকার দিনে যাঁহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধ্যবসায়, যত্ন, ও চেষ্টা যে বর্ত্তমান বালকগণের চেষ্টা-যত্ন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দিগম্বরের পিতৃদেব নিমকি মহলের নায়েব দারোগা ছিলেন, তখনকার দিনে নিমকির দারোগাগিরি বিশেষ অর্থকরী চাকরী ছিল, লোকে অল্প দিন মধ্যে বড় মানুষ হইতেন, কিন্তু বেচারাম দারগারপদে উন্নীত হইবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন, সুতরাং গৌরবময় বিষয়-বিভব করিতে পারেন নাই। দেশে কোটা বাড়ী, পুষ্করিণী খনন, বাগান-বাগিচা ও কিছু লাখরাজ জমি জমা করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। আবার যাহা বা ছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর সহৃদয় জ্ঞাতিদিগের অনুকম্পায় যাইবার দাখিল হইয়া ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুখময় বাঙ্গালানবিশ ছিলেন; তিনিই

বিষয়াদি দেখিতেন এবং সংসার-প্রতিপালন করিতেন। কনিষ্ঠ কালিচরণ গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন।

দিগম্বরের একটী কায়স্থ সহাধ্যায়ী (নাম করিব না) তাঁহাকে বিশেষ ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন এবং কথায় কথায় বলিতেন—"তিলি তামলী, সদ্গোপ মালী।"

কিন্তু দিগম্বর তাহাতে রাগ না করিয়া হাসিতেন, আর বলিতেন, "আমি ত বলিনা যে সদ্গোপ কায়েতের বড়। তবে কে জানে, শিক্ষা প্রভাবে একদিন এ জাতি তোমাদের সমান হইতে পারিবে কি না।" এ কথাতেও সেই কায়স্থ-সন্তানটীর মনস্তুষ্টি হইত না, তিনি নাকি বলিতেন, "চাষা আবার আমাদের সমান হবে।"

যে বৎসর জুনিয়ার পরীক্ষা হয়, সেই বৎসর সেই কায়স্থ-সন্তানটী বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। একে বিদেশ, তাহাতে আবার সঙ্গে কেহ নাই, দেশে সংবাদ পাঠাইয়া আত্মীয় স্বজনকে আনাও সময়সাপেক্ষ। তখন পল্লীগ্রামে সপ্তাহে একদিন মাত্র চিঠি বিলি হইত; না ছিল কলের গাড়ী, না ছিল টেলিগ্রাফ; সুতরাং কায়স্থ যুবক প্রমাদ গণিলেন। সহাধ্যায়ীরা প্রথমে সেবা-শুশ্রূষা করিতে ছিলেন বটে, কিন্তু বসন্ত হইয়াছে জানিতে পারিয়া একে একে সরিয়া পড়িলেন। বড় বিপদ—অর্থ নাই, শুশ্রূষার লোক নাই, উপায় হয় কি? এমন সময় দিগম্বর সেই সংবাদ পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ভীষণ রোগাক্রান্ত সহাধ্যায়ীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। পরীক্ষার

সময় নিকটবর্ত্তী হইলেও সে দিকে লক্ষ্য রাখিলেন না। সপ্তাহকাল দিবারাত্র শুশ্রূষার পর ছাত্রটীর দেশ হইতে তাঁহার মাতা ও খুল্লতাত আসেন। তাঁহারা দিগম্বরের মুখ চুম্বন করিয়া শত শত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সে আশীর্ব্বাদের ফল ফলিয়াছিল বৈ কি।

যুবক আরোগ্য লাভ করিয়া আর "সদ্গোপ মালা" ছড়া কাটিত না। দিগম্বর সে বৎসর ফুলিয়ায় পাশ করিয়া ৩০৲ টাকা স্কলারসিপ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনেক সহায়তা ইত্যাদি সেই কায়স্থ সন্তানটী তাহা পান নাই। তাই তিনি একদিন কাতরকণ্ঠে দিগম্বরকে বলেন, "তার ভাই পাঠশুনা হবে না। মা খরচ চালাইতে পারিবেন না।" তৎশ্রবণে দিগম্বর হাসিয়া বলিয়াছিলেন, মার কি মনে নাই যে, আমিও তার আর এক ছেলে। আমার জলপানির টাকায় তোমার খরচ অবহেলে চলিবে।" তখন সেই যুবক সাশ্রুলোচনে বলিয়াছিলেন, "দিগম্বর তুমি চাষা বা সদ্গোপ যাই হও, তুমি দেবতা।" সেই দেবত্ব দিগম্বর চিরদিন বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই কায়স্থ যুবক ব্যতীত তাঁহার স্বগ্রামবাসী প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দুই তিনটী যুবক দিগম্বরের বাসায় আহারাদি করিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। বালক দিগম্বরের ইহাতেই পরমানন্দ ছিল।

এই ৩০৲ টাকা আয় হইতে দিগম্বর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ১০৲ টাকা পাঠাইতেন, আর কাশিমবাজার রাজষ্টেট হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা পাইতেন, তাহাও দিতেন। এই রাজষ্টেটের দান—

হুগলী কলেজের জুনিয়ার ক্লাসে যিনি সর্ব্বোচ্চ হইতেন, তিনিই পাইতেন। অবশিষ্ট ২০৲ টাকায় তাঁহার ও ৫।৭ টী লোকের গ্রাসাচ্ছাদন অবহেলে চলিত। হায় সে কাল! কিন্তু এই সময় একটী নূতন তরঙ্গ উঠিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুখময় বলিলেন "দিগম্বর, আর বিদ্যার্জ্জনে কাজ নাই। চাকরী কর, নতুবা আমি সংসার চালাইতে পারিতেছি না।" দিগম্বর বড়ই বিচলিত হইলেন। উচ্চ শিক্ষা না পাইয়া চাকরী করিতে হইবে, এই আতঙ্কে তিনি এবং তাঁহার আশ্রিত বন্ধু-বান্ধবেরা ম্রিয়মাণ হইলেন। পরে ক্রমে এ কথা শিক্ষকদের কানে গিয়া পড়িল। অর্থাভাবে দিগম্বরের শিক্ষা বন্ধ হইবে, ইহা তাঁহাদের বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন প্রিন্সিপাল ইসডেল্ সাহেব এক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। কলেজে একটী "ছাত্র সম্মিলন" সভার প্রস্তাবনা করিয়া জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সভায় সভ্যগণ সমবেত হইলে কতিপয় ছাত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। তন্মধ্যে দিগম্বরের প্রবন্ধ এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযাচক হইয়া তাঁহার করমর্দ্দন পূর্ব্বক পরিচয় গ্রহণ করেন। এই সময় ইসডেল্ সাহেব তাঁহাদের সমীপবর্ত্তি হইয়া বলেন যে "এই উজ্জ্বল রত্নটীর লেখা পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে" এই বলিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আব্দারের বিষয় জানাইলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দিগম্বরকে তাহার পরদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন এবং সেই

সাক্ষাতের ফলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুখময় বাঁশবেড়িয়ার দারোগার-পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। দিগম্বর ক্রমে সিনিয়ার প্যাশ করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন এবং সেই বৎসরই আইনের পরীক্ষায় পাশ হইলেন। পাশ হইলেও বড় গোল বাধিল। দিগম্বর নাবালক অবস্থায় আইন পাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আবার পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া কথা উঠিল। প্রেন্সিপাল ও প্রফেসরদিগের অনুকম্পায়, সে তাল কাটিযা গেল বটে কিন্তু সাব্যস্ত হইল যে, দিগম্বর এক বৎসরের মধ্যে মুন্সেফ হইতে পারিবেন না।

বড় লাটের ইংরাজি প্রবন্ধ রচনার পুরস্কার সুবর্ণ পদক এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই, কারণ লাটসাহেব স্বয়ং সেই পদক, পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রের গলায় বাঁধিয়া দিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহা স্থগিত থাকে। এই সময় স্বয়ং লাটসাহেব মহা সমারোহে হুগলী কলেজে উপস্থিত হন এবং তদুপলক্ষে কতিপয় জেলা হইতে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, কমিশনার, রাজা ও জমিদার প্রভৃতি এই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। তৎকালে নদিয়ার কালেক্টরি বঙ্গদেশের মধ্যে খুব বড় কালেক্টরি ছিল, তথাকার কালেক্টর স্বনাম খ্যাত মনি সাহেবও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

লাটসাহেবের আদেশে দিগম্বর রচিত প্রবন্ধ সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হয়, তাহার পর লাটসাহেব সেই পদকখানি দিগম্বরের গলায় বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার পিঠ চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে সহাস্যে

বলিয়াছিলেন,"তোমার প্রবন্ধ পাঠে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি, কিন্তু আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। তোমরা কি স্বাধীনতা চাও?"

এমন কিছু সেই প্রবন্ধে ছিল, যাহাতে লাটসাহেবকে এই প্রশ্ন করিতে হয়। কিন্তু নির্ভীক হৃদয় তরুণ যুবক দিগম্বর তৎক্ষণাৎ বলেন,"স্বাধীনতা কে না চায় প্রভু (My Lord), জানি না ভারতে আবার সে দিন আসিবে কি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পরাধীনতাই যদি আমাদের বিধিলিপি হয়, তাহা হইলে ইংরাজের অধীনতাই আমাদের একান্ত স্পৃহনীয়।"

তখন প্রবল করতালিতে সভাস্থল মুখরিত হয়। এই সূত্রে নদীয়ার কালেক্টর মনি (Money) সাহেবের সহিত দিগম্বরেব আলাপ পরিচয় হয়। মনি সাহেব বলেন, "আপনার ত এক বৎসর মুন্সেফী হইবে না, তবে এ সময়টা বসিয়া থাকেন কেন, আমার সেরেস্তাদারি খালি আছে, চলুন নদীয়ায়।"

দিগম্বর মনি সাহেবের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয়-সম্মতি জ্ঞাপন করেন।



চতুর্থ অধ্যায়।

দিগম্বরের বাল্যকীর্ত্তি

দিগম্বর যখন সিনিয়ার ক্লাশে পাঠ করেন, তখন হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগে ৫ টাকা ও কলেজ বিভাগে ৫ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হইল। কেবল মুসলমানরা ১ টাকা বেতনে পাঠ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। অনন্যোপায় হইয়া দলে দলে দরিদ্র ছাত্রগণ হুগলী কলেজের নিকট বিষাদভরা প্রাণে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সুযোগে মিশনারীরা চুঁচুড়ায় Free Church Institution নামক বিদ্যালয়ে নাম মাত্র বেতনে ছাত্রদের ভর্ত্তি করিতে লাগিলেন। অনেকের পাঠের সুবিধা হইলেও একটা বড় গোল বাধিল। উচ্চ শ্রেণীর কতিপয় বালক খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, অভিভাবকেরা আর তথায় ছেলেদের পড়িতে দিলেন না। দিগম্বর চিন্তিত হইলেন। সেই তরুণ হৃদয়ে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার ভিন্ন স্বদেশের উপস্থিত উন্নতির উপায়ান্তর নাই। "আজ্ঞাকারী প্রতিপাল্য" বা "সেবক শ্রী" লিখিয়া আর চলিবে না। শিশুবোধ ও দাতাকর্ণে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আর যথেষ্ট হইবে না। তাই তিনি তাঁহার পরিচিত ইংরাজ শিক্ষকদের সহায়তায় একটী স্কুল স্থাপন করেন, তাহার নাম "Degum-

ber's School," ছাত্রদের চারি আনা ও আট আনা মাত্র বেতন নির্দ্ধারিত হয় এবং বিচক্ষণ শিক্ষকগণ নিয়োজিত হন। দিগম্বর প্রত্যহ অবসর মত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং কলেজের অনেক ইংরাজ-শিক্ষক, যুবক দিগম্বরের খাতিরে নিত্য কিছুক্ষণ করিয়া শিক্ষা দান করিতেন। এখানে জুনিয়ার পর্য্যন্ত পড়া হইত। দেশের সব ছেলে তখন ফ্রি চার্চ্চ ত্যাগ করিয়া দিগম্বরের স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল। স্বনামখ্যাত ডাক্তার দয়াল চন্দ্র সোম ও উমাচরণ হালদার (Dy Inspector of Schools) প্রভৃতি দিগম্বর স্কুলের ছাত্র ছিলেন। নদীয়ায় দিগম্বরের চাকরীর সময় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় তাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন, তাহার পর সিনিয়ার স্কলার কাঁকশিয়ালি নিবাসী যদুনাথ নিয়োগী অনেকদিন শিক্ষকতা করেন। হাস্যরসিক গঙ্গাচরণ নাকি দিগম্বরকে লিখিয়াছিলেন যে, "গরু চরাণ আমার কর্ম্ম নয়।"

অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার পিতৃ-জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, "১৮৪৩ সালে তাৎকালিক ইংরাজি কৃতবিদ্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া পিতা যে মেডেল পাইলেন, তাহা হইতেই তাঁহার চাকরীর সূত্রপাত হইল।" ইহা ঠিক কি না বলিতে পারি না। বাঙ্গালা রচনার জন্য সিনিয়ার স্কলার গঙ্গাচরণের চাকরীর কথাটা যেন অসংলগ্ন বলিয়া মনে হয়। তাহার পর দিগম্বর যখন সেই কার্য্য করিতেন, তখন তাঁহার বিদায় কালে তিনি যে মনি সাহেবকে তাঁহার প্রিয়বন্ধু গঙ্গাচরণ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তাহাও মনে হয় না।

পাঠক পরাধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন যে, দিগম্বরকে ২৭শে তারিখে মনি সাহেব সার্টিফিকেট দিতেছেন। সেই সার্টিফিকেট পাঠে বেশ বুঝা যায় যে, দিগম্বর মনি সাহেবের কত প্রিয় পাত্র ছিলেন।

নদীয়ার পেস্কারেরই সেরেস্তাদারি পাইবার কথা, কিন্তু দিগম্বরের জন্য তাঁহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু গঙ্গাচরণ বাবু অল্পদিন মাত্র সেরেস্তাদারি করিবার পর, তাঁহাকে পেস্কার করা হইয়াছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিত "পিতা পুত্র" হইতে উদ্ধৃত তাঁহার পিতৃদেবের প্রথম চাকরীর তালিকা।

নিয়োগ আরম্ভ। ১-৪৬, ২৬ মে।

নদীয়া কালেক্টরীর সেরেস্তাদার, বেতন		৭৫৲
„ পেস্কার	„	৫০৲
কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষক	„	৪০৲
" জজ আদালতের হেড ক্লার্ক	„	১০০৲

নিয়োগ শেষ। ১৮ জুন ১৮৪৯।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, অক্ষয় বাবু তাঁহার পিতৃ-জীবনীর কোন স্থানে দিগম্বরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহা বেশ বুঝা যায় না। তবে মনে হয়, একটু কুণ্ঠার কারণ ছিল; নতুবা বহরমপুরের সদরআলার সেরেস্তাদার ও পেস্কারের নাম তাঁহার পিতৃজীবনীতে স্থান পাইল, অথচ, যে দিগম্বর তাঁহার পিতার পরম বন্ধু ও সহাধ্যায়ী, একদিনে

ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করেন, সে দিগম্বরের নাম পর্য্যন্ত তাঁহার পিতৃ জীবনীতে স্থান পাইল না। ইহা বড়ই রহস্যময় এবং আশ্চর্য্যজনক। পাঠকগণের প্রীতির জন্য এই স্থানে আমরা সেই উভয়বন্ধুর শিক্ষা ও রাজকর্ম্মের তুলনা দেখাইব। ১৮৪২ সালে দিগম্বর সিনিয়র পাশ হইলেন, আর গঙ্গাচরণ ১৮৪৬ সালে। পুরা ৪ বৎসর পরে। গঙ্গাচরণের চাকরী হইল ৭৫৲ টাকার সেরেস্তাদারি। তাহার পর ৫০৲ টাকার পেস্কারি। তিন বৎসরের উপর আমলা গিরি। এদিকে দিগম্বর ১১ মাস সেরেস্তাদারি করিয়া মুন্সেফ হইলেন। তাহাব পর ছয় বৎসর পরেই জজিয়তি পাইলেন। হুগলী,আলিপুর প্রভৃতি স্থানে সবজজি করার পর বহরমপুরে একাদিক্রমে প্রায় ১২ বৎসর জজিয়তি করেন,তখনও গঙ্গাচরণ ঐ বহরমপুরেরই মুন্সেফ। দিগম্বর সেখান হইতে ১৮৬৯ সালে বর্দ্ধমানে বদলি হইলেন, তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৭০ সালের ২৫শে মার্চ্চ গঙ্গাচরণ বাবু সবজজ হন।*

দিগম্বর অক্ষয়চন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি বহরমপুরে ওকালতি করিতে গেলে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর পূজাবকাশে গঙ্গাচরণ ছুটীর দিনই স্বদেশ যাত্রা করিতেন, কিন্তু অক্ষয় ও তাঁহার স্ত্রী এবং জননী প্রভৃতি দিগম্বরের পরিবারদিগের সহিত আসিতেন। এতটা ঘনিষ্ঠতা সত্বেও অক্ষয় তাঁহার পিতৃজীবনী লিখিতে বসিয়া কি দিগম্বরকে একবারে ভুলিয়া গেলেন!

---

* বঙ্গভাষার লেখক ৫৪৭পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সেরেস্তাদারি।

নবীন যুবক দিগম্বর কলেজ হইতে বাহির হইয়াই নদীয়ার কালেক্টরীর সেরেস্তাদার হইলেন। সেরেস্তাদারি কার্য্য বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ; বিশেষতঃ আদালতের কর্ম্মানভিজ্ঞ তরুণ যুবকের উপযুক্ত কার্য্য নহে কিন্তু তাহা হইলেও মান সাহেব দিগম্বরকে সেই দায়িত্বপূর্ণ সেরেস্তাদারই দিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। দিগম্বরের কার্য্য কুশলতা দেখিয়া তিনি যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত হন। অল্পদিন মধ্যে দিগম্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং মনিসাহেব তাঁহার পরামর্শ-ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এক ব্যক্তি ছিলেন না। কালেক্টরের কার্য্য প্রভূত ছিল বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এখন একজনই দুই কার্য্য করিয়া থাকেন।

মান সাহেবের অনুগ্রহে জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সমস্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত দিগম্বরের আলাপ পরিচয় হয়। দিগম্বর যেমন শিক্ষিত তেমনি মিষ্টভাষী এবং কথা-বার্ত্তায় সবিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

চুঁচুড়ায় অবস্থান কালে কলেজের শিক্ষকেরা চাঁদমারিতে

লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতেন। ছাত্র হইলেও দিগম্বর তাঁহাদের মধ্যে একজন গণনীয় হইয়া উঠিয়া ছিলেন এবং তৎশিক্ষা করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। শুধু শিক্ষা নয়, একটু নিপুণতাও লাভ করিয়াছিলেন। নদীয়ায় অবস্থান কালে সাহেবেরা শিকারে যাইলে দিগম্বরকেও যাইতে হইত। একটী জঙ্গলে একদিন তাম্বু পড়ে, শিকার নাকি যথেষ্ট ছিল। দিগম্বর একটা জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু দৈবক্রমে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোঙ্গাটী ফাটিয়া যাইয়া গুলি তাঁহার বাম হস্তের ধমনী ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া যায়। রক্তের ফোয়ারা ছুটিতে থাকে, তখনই একটা হায় হায় শব্দ পড়িয়া যায়। সঙ্গে ডাক্তার সাহেব ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিকিৎসায় ব্রতী হন, কিন্তু রক্ত বন্ধ হইল না। ডাক্তার তখন একটা ছুরি (table knife) লাল করিয়া পোড়াইয়া আহত স্থানে ধরিলেন। পট পট করিয়া মাংস পুড়িতে থাকিল, কিন্তু তাহাতেও দিগম্বরের ভ্রূক্ষেপ নাই। এই অসীম সাহসিকতা দর্শনে একটী সাহেব বলিয়াছিলেন যে, এ যুবক শুধু সিভিল নয়, পূর্ণ মিলিটারী। অনেকক্ষণ পরে রক্ত থামিয়া গেল, কিন্তু দিগম্বরের বাম হস্তে একটী চিহ্ন চিরদিন বর্ত্তমান ছিল।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে বন্দুক দিগম্বর লইয়া গিয়াছিলেন, সেটী ভাল নয় বলিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। মনি সাহেব তখন দিগম্বরকে একটী ভাল বন্দুক কিনিতে বলেন; তদুত্তরে দিগম্বর হাসিয়া বলিয়াছিলেন "উপযুক্ত প্রস্তাব বটে, এইবার

৭৫৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী ২৫০৲ টাকা দিয়া বন্দুক কিনিবে।”

ইহার কিছুদিন পরে Manton এর দোকান হইতে দিগম্বরের নামে একটা উৎকৃষ্ট বন্দুক ও গোলা গুলি আসে। বন্দুকের কুঁদায় একটী রৌপ্য লেবেলে জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর ও কতিপয় নীলকর সাহেবের নামাঙ্কিত ছিল। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া এই বন্দুকটা দিগম্বরকে উপহার দেন।

দিগম্বর প্রকৃতই খুব সাহসী পুরুষ ছিলেন। শুনিয়াছি তিনি বরিশাল হইতে পূজাবকাশে যখন স্বদেশে আসিতে ছিলেন, তখন মেঘনার উপর তাঁহার নৌকা জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সঙ্গে গোরাচাঁদ নামে একজন লাঠিয়াল ছিল। সে বাঁশ চালাইতে থাকে, আর দিগম্বর চালাইতে থাকেন তরোয়াল। অগত্যা দস্যুরা পলায়ন করে।

বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে দিগম্বরের পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle) হয়। সিভিল সার্জ্জন ইলিয়ট সাহেব অস্ত্র করেন। তিনি দিগম্বরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বেলা আটটার সময় ইলিয়ট আসিয়া ব্রণ দেখিয়া বলিলেন, “এখনি অস্ত্র করিতে হইবে।”

দিগম্বর তখন বন্ধুবান্ধবপরিবৃত হইয়া গুড়গুড়িতে তামাকু সেবন করিতে করিতে গল্প করিতে ছিলেন। তখনই বলিলেন “আমি সম্মত আছি।”

সাহেব বলিলেন, “বিছানায় শুইবে চল।” দিগম্বর তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন “আমি বেশ বসিয়া আছি, তুমি ছুরি

চালাও।” তাহাই হইল, দিগম্বর গল্প করিতে করিতে অস্ত্র করাইলেন। ইলিয়ট বলিয়াছিলেন, “ধন্য তোমার সাহস, আমি অনেক সৈনিক পুরুষকেও এমন ভাবে অস্ত্র করাইতে দেখি নাই।”

ইলিয়ট প্রত্যহ ফোড়া ড্রেশ (D ess) করিয়া দিতেন, দুবেলা দেখিতে আসিতেন এবং দিগম্বরের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প গুজব করিতেন। তখন মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর বৰ্দ্ধমানাধিপতি ছিলেন, তাঁহার সহিত দিগম্বরের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং তিনি দিগম্বরকে বিশেষ আদর ও যত্ন করিতেন। তিনি একদিন প্রস্তাব করেন যে, কলিকাতায় চিকিৎসা করাই তাঁহার অভিপ্রায়। দিগম্বর সেকথা ডাক্তার সাহেবকে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, “সেখানে হয় ত আমা অপেক্ষা বিচক্ষণ সাজ্জন পাইতে পার, কিন্তু বন্ধুর যত্ন পাইবে না। আবশ্যক বোধ করিলে আমিই তোমায় কলিকাতায় যাইতে বলিতাম।” সুতরাং দিগম্বর আর কলিকাতায় যান নাই। নিজের সম্বন্ধে এত সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও দিগম্বর আত্মীয়-স্বজনের সামান্য অসুস্থতায় আত্মহারা হইয়া উঠিতেন, এবং পরের অঙ্গে অস্ত্রোপচার দেখিয়া বিচলিত হইতেন।

তখনকার আমলাদিগের বিলক্ষণ দু-পয়সা পাওনা ছিল। সেরেস্তাদার মহাশয় পূজার সময় অনেক জমীদারের নিকট হইতে অনেক টাকা বার্ষিক পাইতেন। দিগম্বর বাবুর বাসায় পূজার সময় একদিন দুই হাঁড়ি সন্দেশ ও হাজার টাকা আসিয়া উপস্থিত; দিগম্বর তখন আদালতে। বাসার লোকে তাঁহার প্রকৃতি বুঝিত, সুতরাং হাজার টাকা ফেরত দিয়া প্রেরকের

সম্মান রাখিয়া সন্দেশগুলি রাখিয়াছিল। দিগম্বর বাবু কাছারি হইতে আসিলে জলযোগ করিতে সেই সন্দেশ দেওয়া হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সন্দেশ কোথা হইতে আসিল।" বাসার লোকে প্রকৃত কথা বলিলে, তিনি মুখ হইতে সন্দেশ বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া, বলিলেন "এখনি সকল সন্দেশ রাস্তায় ফেলিয়া দাও—ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য যে করিবে সেই আমার বিষ দৃষ্টিতে পড়িবে, বাসায় তাহাকে স্থান দিব না।"

দিগম্বর বাবুর বাসায় লোকের অভাব ছিল না, বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি লোককে অন্নদানে মুক্তহস্ত ছিলেন--তাহার অবারিত দ্বার ছিল। যখন স্কলারসিপের টাকা অবলম্বনে চুঁচুড়ায় বাসা করিয়া পড়িতেন, তখনও তাঁহার বাসাতে আশ্রিতের অভাব ছিল না, তিনি টাকাকে একটা স্নেহের পদার্থ বলিয়া জানিতেন না। "Penny saved penny gained" এ জ্ঞান তাঁহার ছিল-না, তবে তাঁহার স্থির ধারণা ছিল, যে পরের অনিষ্ট করেনা, পরের মনে কষ্ট দেয় না, সাধ্য মতে পরের উপকার করে, ও করিবার চেষ্টা করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহার কোন অভাব থাকে না। সে ধারণা চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে সম ভাবে বর্ত্তমান ছিল।

একবার নদীয়ার কালেক্টরী ভুক্ত একটী চর বিলি হইবার কথা হইল। দিগম্বর বাবুর উপর সেই গুরুভার ন্যস্ত হইলে, নানা লোকে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। একজন তাঁহাকে বহুসহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া সেই চর পাইবার অভিলাষ

জ্ঞাপন করিল, কিন্তু ইহাতেও দিগম্বরের অটল হৃদয় কিছুমাত্র টলিল না, তিনি কালেক্‌টার সাহেবকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "আমি আর চর বিলি করিব না, আপনি করুন।" কিন্তু কালেক্‌টার সাহেব সে কথা না শুনিয়া তাঁহাকেই উহা বিলি করিবার অনুরোধ করিলেন। দেব হৃদয় অপক্ষপাতী দিগম্বর, সেই যুবা বয়সে সেই ভয়ঙ্কর প্রলোভনকে তুচ্ছ ও নরক সদৃশ জ্ঞান করিয়া আপন অপক্ষপাতীত্বের, উন্নত হৃদয়তার ও উদারভাব, জ্বলন্ত উদাহরণ দিয়া অচিরে তাঁহার শত্রুরও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ দিগম্বর এই সময় উন্নতির একটি মহৎ উচ্চ সোপানে আরোহন করিলেন।

দিগম্বরের উপর চর-বন্দোবস্তের ভারার্পিত হইলেও মনি সাহেব সমস্ত বিষয় বোর্ডে জানান এবং তাহারই ফলে দিগম্বর একেবারে ২০০৲ টাকা বেতনের মুন্সেফ হইয়াছিলেন। তৎকালে মুন্সেফদের বেতন ১০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

নদীয়ার কালেক্‌টারিতে ১১ মাস কার্য্য করিয়া দিগম্বর মুন্‌সেফ্‌ হইলেন। কালেক্‌টার সাহেব তাঁহার পদোন্নতিতে আহ্লাদিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিদায় দিতে নিতান্ত দুঃখিত হইযাছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দিগম্বর তোমার এই সামান্য পদোন্নতিতে আমি প্রীত হইলাম না, তুমি একেবারে জজিয়তি পাইবার উপযুক্ত।" স্নেহের এমনি তাড়না!

মনিসাহেবের প্রশংসা পত্রখানি এই স্থলে মুদ্রিত হইল—

This testimonial I give with great pleasure

to Babu Degumber Biswas on account of his high proficiency and distinguished merit in the Hoogly College, and his having obtained a moonsiff's diploma. I appointed him Sheristadar of Nuddia Collectorate, and he has held this office under me for nearly eleven months, during which period he has given me entire satisfaction. He is well-bred, eminently cultured, delightfully social and a deeply penetrating scholar. I regret much that I am now deprived of his services by his appointment to a Moonsiffship in Mymensing. I consider him a most promising officer and an exceptionally meritorious young man. I feel sure, if Providence permits, he will soon attain the highest grade in the Judicial line.

Nuddia May. 27th. 1846 — Sd. D J. Money, Collector.

মনি সাহেব দিগম্বর বাবুকে প্রশংসা-পত্র ব্যতীত অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক উপহার দেন, সে গুলিতে লেখা ছিল—

Presented
to
Babu Degumber Biswas,
For the kind remembrance
of his sincere friend and admirer
D J. MONEY.

ইহা একজন তরুণ যুবকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উচ্চ-প্রাণতা।

যৌবনের প্রারম্ভেই দিগম্বর একটী অতি প্রিয় বন্ধুরত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ৺সারদাচরণ রায়, তিনি চক্‌-দীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। সারদা বাবুর আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, দিগম্বর দেশে দেশে সামান্য অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—"দিগম্বর তুমি কলিকাতায় কোন ব্যবসা কর, আমি তোমায় এক লক্ষ টাকা মূলধন দিব। যদি লাভ হয়, তাহার অর্দ্ধেক তোমার, আর যদি লোক্‌সান হয়, সমস্তই আমার।" দিগম্বর তাহাতে সম্মত হন নাই, সুতরাং চাকরী করিতেই গমন করেন। তিনি যেখানে থাকুন সারদা বাবু তাঁহার চির মঙ্গলকামী বন্ধু ছিলেন। তাই একবার বলিয়াছিলেন—"ব্যবসা ত করিলে না—এখন একটী কাজ কর। যখন হাকিম হইয়াছ, তখন দেশে কিছু জমিদারি করা আবশ্যক। তোমার স্বগ্রাম আমার জমিদারী লাট ধুলিয়াড়ার অন্তর্গত। সেই ৭ মৌজা ধুলিয়াড়া তোমায় পত্তনি দিব। দলিলে ৫।৭ হাজার টাকা সেলামীর কথা লেখা থাকিবে বটে, কিন্তু তোমায় তাহা দিতে হইবে না। দিগম্বর তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বলিয়াছিলেন আমরা তিন ভাই, সম্পত্তি তিন জনের নামেই লিখিয়া দিতে হইবে। সারদা বাবুর

সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি দিগম্বরের উপকার করিতেই চান, তাঁহার ভ্রাতাদের নয়। কিন্তু উদার হৃদয় দিগম্বর ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নিজে জমিদার হইতে চাহিলেন না ; সুতরাং সারদা বাবু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এই ধুলিয়াড়াই দিগম্বরের প্রথম জমিদারি। তাহার পর আরও কতক গুলি জমিদারি ক্রয় করিয়াছিলেন। সারদা বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইহাঁদের বন্ধুত্ব অটুট ও অক্ষুণ্ণ ছিল। দিগম্বর পূজাবকাশে বাটী আসিয়া একবার চকদীঘি না যাইয়া কর্ম্মস্থলে ফিরিতেন না। তিনি যতদিন দেশে থাকিতেন, ততদিন চকদীঘি হইতে নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য, খেলানা, পোষাক, বিলাতি বিস্কুট, লজেঞ্জুস্ ও পাঁউরুটী প্রভৃতি তাঁহার ছেলেদের জন্য আসিত। তখন দেশে বিস্কুট হইত না। কাল কাল টিনের (Airtight) বাক্সে দুইটী করিয়া বিলাতি পাঁউরুটী থাকিত। লজেঞ্জুস্ খুব বাহারে শিশির মধ্যে থাকিয়া উচ্চ মুল্যে বিকাইত। দিগম্বর পাঠাইতেন—বাগানের আম ও অন্যান্য ফল-মূল। দিগম্বরের তখন হইতে গাছপালা পুতিবার খুব সখ ছিল। বহরমপুরে অবস্থান কালে নানাস্থান হইতে ভাল ভাল আমের কলম আনাইয়া দেশে বড় বড় বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুগলী জেলাবাসী সকলেই দিগম্বরের আম বাগানের নাম জানেন। আজও ফেরিওয়ালারা দিগম্বর বাবুর বাগানের আম বলিয়া তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। তখন বাগানে প্রচুর পরিমাণে আম ফলিত ; কিন্তু একটী আমও বিক্রয় হইত

না। কেবলমাত্র বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিতরিত

এই সারদা বাবুর স্ত্রীর নামই রাজেশ্বরী। চকদীঘির প্রসিদ্ধ মোকদ্দমার কথা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা রাজেশ্বরীর নাম জানেন। দিগম্বর যখন বর্দ্ধমানে থাকেন, তখন এই মোক-দ্দমা তাঁহারই নিকট দায়ের হয়। যাহাতে মোকদ্দমাটী মিটিয়া যায়, তিনি সেই চেষ্টাতেই ছিলেন। কথা-বার্ত্তাও এক প্রকার স্থির হয়; কিন্তু ইতি মধ্যে সারদা বাবু তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহার স্ত্রীর মোকর্দ্দমা তিনি করিবেন না, ইহা হাইকোর্টে জানান। তখন Field সাহেব বর্দ্ধমানের জজ। তিনি তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া লেখেন, "দিগম্বর বাবুর বন্ধুর সংখ্যা অনেক, সুতরাং বন্ধু বাদ দিতে গেলে, তাঁহার আর মোকদ্দমা করা চলে না। আমার মতে এই জটিল মোকদ্দমাটী তাঁহার ফাইলে থাকিলেই সুবিচারের আশা করা যায়।" হাইকোর্ট দিগম্বরের কথাই রাখিলেন; বাগবাজারের নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী এই মোকদ্দমা করিতে বর্দ্ধমানে গেলেন, সুতরাং আর মোকদ্দমা মিটিল না। উড্রফ, পল প্রভৃতি বড় বড় সাহেব ব্যারিষ্টার উভয় পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। সুবিখ্যাত উকিল তারাপ্রসন্ন বাবু রাজেশ্বরীর পক্ষ সমর্থন করিতে বীরভূম হইতে বর্দ্ধমানে দেখা দিলেন। মোকদ্দমা বিলাত পর্য্যন্ত যায়, কতই অর্থ ধ্বংস হয়! এই মোকদ্দমায় অনেক বড়লোক সাক্ষী ছিলেন। রাজেশ্বরীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন—মহাত্মা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহাকে ঘুষখোর সাব্যস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উড্‌বফ সাহেব জেরা করেন "আপনার দেনা কত ?" বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, "আমার মাথার চুল যত, দেনাও তত বলিয়া মনে হয়।" পুস্তক বিক্রয়ের যথেষ্ট আয় সত্বেও কেবল পরের উপকার কবিতে যাইয়া বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হইতেন। আজ তাঁহার বাস্তুভিটাটী পর্য্যন্ত বিকাইয়াছে, গ্রন্থস্বত্বও বিকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বলদীপ্ত নাম ক্রমেই আবও উজ্জ্বল এবং আরও দীপ্তিমান হইতেছে।

চকদীঘিব আব একজন জমিদার দিগম্বরের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তাঁহাব নাম কর্ণেল ছক্কনলাল সিংহ বাহাদুব। তিনিই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান সূচক সামরিক উপাধি লাভ কবেন। তাঁহাব বীবের উপযুক্ত চেহারাও ছিল। শুনিয়াছি কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচাবীর সাহত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার সহিত কি বাক্‌বিতণ্ডা হয়। দুই জনই মিলিটারি—কিন্তু বাঙ্গালি মিলিটারির ধাক্কায় সাহেবটী পড়িয়া যাইয়া দক্ষিণ পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। সাহেব কিন্তু বাঙ্গালীর অদ্ভুত সাহস দেখিয়া সবিশেষ প্রীত হন এবং সেই পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতি স্থাপিত হয়। উক্ত ছক্কন বাবুর কৃতী-সন্তান রাজা মনিলাল রায়, আজিও বর্দ্ধমান সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। তারকনাথ যেদিন তথাকার সদর-রেজিষ্ট্রী-বিভাগের চার্জ্জ গ্রহণ করেন, তিনি সেই দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বলেন, "আমি সদর-সবরেজিষ্ট্রারকে দেখ্‌তে আসিনি,

এসেছি আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের বন্ধু-পুত্রকে দেখ্‌তে।" সেই অবধি তিনি তারকনাথকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়।

তারকের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন হুগলী কলেজের ছাত্র, তখন (Rodgers) রজার্স নামে একটী প্রফেসার আসেন, তিনি হুগলী কালেজের ছাত্র এবং দিগম্বরের সহাধ্যায়ী ছিলেন। (Govinda Samanta) গোবিন্দ সামন্ত রচয়িতা লাল-বিহারী দে দিগম্বরের একজন বন্ধু ছিলেন; তিনিও তখন হুগলী কলেজের প্রফেসর। তিনি একদিন তারককে ডাকিয়া রজার্স সাহেবের নিকট লইয়া যান। রজার্স মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলেন, "বাপের মত হবার চেষ্টা কর, তেমন উচ্চাদর্শ বড় বিরল।" এই বলিয়া একটী গল্প করেন। তাহা এই—

দিগম্বরের দেশে একবার কলেরায় বহু লোক মারা যায়। তাই তখনকার ডাক্তার সাহেব দিগম্বরকে গ্রীষ্মাবকাশে দেশে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দিগম্বর সহাস্যে উত্তর দেন "আমায় এমন স্বার্থপরতা শিক্ষা দিবেন না। মা, ভাই যদি এ দুর্দ্দিনে সেখানে থাকিতে পারেন, তবে আমি না পারিব কেন? আমরা হিন্দু, অদৃষ্টবাদী, মৃত্যুভয় আমাদের বিচলিত করেনা।"

ডাক্তার সাহেব কতকগুলি ঔষধ তাঁহাকে দেন এবং যে সময় যাহা প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেন। দিগম্বর দেশে যাইয়া মৃত্যুভয় ভুলিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া

ছিলেন। অনেক লোকে তাঁহার ঔষধ সেবনে না কি আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

দিগম্বর স্বীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশেরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়া ছিলেন। রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করণ, পুষ্করিণী খনন,প্রভৃতি সৎকার্য্য ব্যতীত একটী মাইনর স্কুলও স্থাপন করেন। যদুনাথ ঘোষ এই স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে যখন ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়, তখন অগত্যা স্কুলটীকে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল; কিন্তু সমস্ত মাষ্টার ও পণ্ডিতের অন্যত্র চাকরী করিয়া দেন। যদুনাথ ২৪-পরগণার বেহালা আফিসের সব রেজিষ্টার হইয়াছিলেন। তখন দিগম্বরের পরম বন্ধু রিচি সাহেব রেজেষ্ট্রী বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল ছিলেন।

দিগম্বর স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী অনেকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাদের অন্য চাকরী করিবার যোগ্যতা ছিল না, তাহারা দলে দলে পেয়াদা হইয়া বহরমপুর, বৰ্দ্ধমান ও হুগলীতে বিরাজ করিয়াছিল।

যখন ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রকোপ, তখন দিগম্বর স্থানান্তর হইতে একটী চিকিৎসক আনাইয়া আপন বাটীতে রাখেন। তিনি আহার্য্য ব্যতীত মাসিক পাঁচটী করিয়া টাকা পাইতেন। তাঁহাকে গ্রামস্থ লোকদিগকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিতে হইত। যাহারা ঔষধের দাম দিতে পারিত না, দিগম্বর তাহাদের ঔষধের মূল্য দিতেন। এই চিকিৎসকটীর নাম ছিল—সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুনাম ছিল, লোকে

বলিত—তিনি জ্বর-বিকার চিকিৎসায় বড় দক্ষ ছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু তখন যে চিকিৎসকের বড়ই অভাব ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। শুনিয়াছি, তখন জ্বর আসিলে লোকে শিয়রে এক ঘটী জল, আর বালিসের নীচে ১০২০ গ্রেণ কুইনাইন লইয়া শয়ন করিতেন। যেমন জ্বর ত্যাগ, অমনি কুইনাইন সেবন। লোক বুঝিয়া চাটুর্য্যে মহাশয় না কি মূল্যবান্ ঔষধ দিতেন, তাহার নাম ছিল "সজীব ঔষধ," দাম ছিল দুই টাকা। সম্পন্ন ব্যক্তিরা সেই ঔষধ সেবন করিয়া ধন্য হইতেন। সেটী কেবলমাত্র সোডা আর এসিড। দুটী পাত্রে দুটী ঔষধ গুলিয়া একত্র করিলেই ফোঁস করিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার স্বীয় সজীবতা বিকাশ করিত। লোকে অবাক্ হইয়া তাহা সেবনান্তে এলোপ্যাথি ঔষধের বাহবা দিত। এখন তাহা না থাকিলেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। আসলটা মনে হয় ঠিকই আছে। তবে চাটুর্য্যে চটিজুতা পায়ে দিয়া ফট ফট করিয়া চলিতেন, আর এখন চলে মোটর! কার্য্যক্ষেত্রে কাহার কত বিভিন্নতা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কে বলিবে?

গ্রামের অনাথা বিধবারা মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য পাইত। স্কুলের বেতন অনেকেই পাইত। শারদীয়া পূজার সময় অনেককে বস্ত্রাদি দান করিতেন, অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বার্ষিক বন্দোবস্ত ছিল। দেবানন্দপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য পূজা করিতেন. আর তথাকার স্কুলের হেড পণ্ডিত—নাম বোধ হয় প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন ধারক।

দিগম্বর পূজাবকাশে দেশে আসিলে যেন দেশের সজীবতা সম্পাদিত হইত। সেই গ্রাম্যপথে কত গাড়ী-পাল্‌কী ছুটিত, কত সম্ভ্রান্ত নামজাদা লোকের সমাগম হইত। মুক্ত-হস্ত-দিগম্বর কখন আতিথ্য-সংকারে কৃপণতা করিতেন না। তাঁহার সমাগমে দেশের ও দশের যেন একটা হাহাকার ঘুচিত, নিকট পল্লীবাসী সকলে আরকিমিডিসের মত "Eureka Eureka" 'প্রাপ্তোঽস্মি প্রাপ্তোঽস্মি' বলিয়া যেন হাঁপ ছাড়িতেন।

গ্রামের প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (তাঁহার বাল্যবন্ধু) সাংঘাতিক পীড়িত, ডাক্তার আসিয়া বলিল, পথ্যের ব্যবস্থা আদৌ হইতেছে না। দিগম্বর তাঁহার স্ত্রীর নিকট লোক পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন "পথ্যে যে টাকা খরচ হ'বে, তা থাক্‌লে আমার হবিষ্যের খরচটা কুলিয়ে যাবে।" দিগম্বর অবাক্, তখনই হুকুম হইল, যত খরচ হোক্, আমি দিব, যেন কোন ত্রুটী না হয়। নিত্য সুরুয়ার ব্যবস্থা হইল, আঙ্গুর, কিসমিস্, বেদনা আসিল। রোগী সারিয়া উঠিলেন, কিন্তু তথাপি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় বিবাহের পর আটহাঁড়ি ঢাকার কথা স্মরণ করিয়া গৃহিণীর সকল দোষ ঢাকিয়া লইয়াছিলেন। এমন কত লোকের কত প্রকারে সাহায্য করিয়া দিগম্বর অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। যদি পরোপকারে কোন পুণ্য থাকে, তাহা হইলে দিগম্বর যে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিয়া অমরধামের যোগ্য স্থানে গিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

তখনকার সমাজ।

তখনকার সমাজ কিছু কঠোর ছিল। এখন সে সমাজ আর নাই। লোকে সমাজকে ভয় করিত, কেহ অন্যায় করিলে সমাজ তাহাকে শাসন করিত। স্থান বিশেষে হুঁকা নাপিত-ধোবা এমন কি পুরোহিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইত; এক ঘ'রে হইবার একটা ভয় ছিল। বেদের পরেই মনুর আবির্ভাব। তাঁহার সমাজ শাসন অল্প ছিলনা, সেই শাসনের অনুপাতে সমাজ-শাসনের অভ্যুদয়। শাসন কঠোর হইলেও তাহার ফল বিষময় ছিল না। এই ভয়ের মূলে ছিল, গুরুজনে ভক্তি ও পিতা-মাতার পূজা। পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বচন পড়িয়া তখন লোকে পিতৃ-মাতৃ শাসনাধীন বা ভক্তিশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেন না। সকলেই বহুকালব্যাপী একটা সংস্কার বশে ভক্তি শ্রদ্ধা শিখিতেন। তখন যেমন দেশ রক্ষার জন্য রাজার আবশ্যক ছিল, তেমনি সংসার রক্ষায় পিতামাতা, অভাবে অন্য অভিভাবকেরও আবশ্যক ছিল। তাই তাঁহারা যাহা বলিতেন, যাহা করিতেন, তাহার উপর কাহারও কথা কহিবার ক্ষমতা ছিলনা, তাঁহারা ছিলেন সংসারের মাথা। এখন সে মাথা আর বড় দেখিতে পাইনা। তাই অনেক সংসার স্কন্ধকাটা হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা মাথা তুলিয়া বড় হইতে শিখি-

য়াছি, তাই সে শাসন মানি না। পোপ সত্যই লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser sons will no doubt call us so."

তাই আজ আমাদের কাছে পিতা মূর্খ, আর পুত্রের কাছে হইব আমরা মূর্খ। এই চক্রনেমী ঘুরিতেই থাকিবে, সুতরাং সুখ কতটা বাড়িবে, তাহা ভাবিবার কথা।

তখন বঙ্গ-সমাজের মূলে ছিল "সন্তোষ" এখন দাঁড়াইয়াছে "অসন্তোষ।" তখন সমাজ বুঝিত সন্তোষ সকল সুখের মুল। কিন্তু ইংবাজ যখনই বুঝাইয়া দিল, সন্তোষ হইতে আলস্যের উদ্ভব, আমাদের উচ্চাশা (aspiration) কমিয়া যায়, তখন চিতেন মহড়া সব উল্‌টাইয়া গেল। অমনি সমস্ত ভুলিয়া লোকে স্বীয় ও জাতিগত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইল। আকাশে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে ছুটিল। তবু বুঝিলনা, ইংরাজ সওদাগর, আমরা তাহার মুচ্ছুদ্দি। ঘরের টাকা দিয়া সামান্য কমিশন-আশায় তাহাদের ঘরে লক্ষ্মীস্থাপন করিলেও নিজেরা ব্যবসায়-বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত! তাই চাকরীই তখন কার দিনে স্পৃহণীয় ছিল। কেননা যেমন তেমন চাকরীতে ঘী ভাত জুটিত। সেই ঘী ভাতের জন্য দেশ লালায়িত হইল। চাষের জমিতে উলু জন্মাইল, পুকুর চটান হইয়া গেল, দেশের ভিটা সন্ধ্যা পাইল না, তাহার পর ম্যালেরিয়া দেশের মায়া একবারে ঘুচাইল। যাঁহাদের অবস্থায় কুলাইল, তাঁহারা সহরে

গেলেন। চাষী সহানুভূতি হারাইল। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মূলধন ফুরাইল, অথচ ছেলেরা ইংরাজি-শিক্ষা পাইয়া চাকরী করিতে ছুটিল। যাহাদের চাকরী জুটিল না, তাহারা অবস্থার কথা না ভাবিয়া স্থির করিল, ইংরাজ সুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া ব্যবসা করে, আমরা তাহা পারিব না কেন? তাই যাহারা দরিদ্র ছিল, তাহারা লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উঠিল। ভদ্র সমাজে "লক্ষ্মীছাড়া" আর 'ছোটলোক' একই পর্য্যায়ের গালি। তাই আজি আমরা লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়াছি—পিতা মাতা অভিভাবকের শাসন শৃঙ্খলা ও সহৃদয়তার গণ্ডীর পারে আসিয়া, সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলাম, সুতরাং যে সমাজ আমাদের (House of Commons) কমন্‌সের সভার মত ছিল, তাহা একবারে নষ্ট হইয়া গেল। আদালত আমাদের লক্ষীভূত পরম পদার্থ হইল। দেশে অনাচার অত্যাচার বাড়িল, আমরা মোকদ্দমাবাজ বলিয়া রাজা পর্য্যন্ত অভিমত প্রচার করিলেন। দরিদ্র দেশে অর্থ শোষণ আরম্ভ হইল।

তখন সমাজে সন্তোষ থাকাতে কতই না স্ফূর্ত্তি, কতই না উৎসাহ, কতই না আনন্দ ছিল। গান, বাজনা, খেলা ধূলা কুস্তি কর্‌তপ, সমভাবে বিদ্যমান ছিল। যুবকেরা লাঠিখেলা শিখিত, রায়বাঁশ ঘুরাইত। বঙ্কিম বাবুর পাকা লাঠির তখন খুব আদর ছিল। সেই শিক্ষা প্রভাবে গ্রামের ডাকাইতি বন্ধ হইত, কিন্তু শেষে জ্ঞানার্জ্জনে বলীয়ান্ হইয়া আমরা চৌকী-দারের মুখাপেক্ষী হইলাম। ফুটবল আর ক্রিকেট দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বললাভের অন্যতম উপাদান হইল। জল-তাতে

আর কত সহিবে, তাই অত্যধিক পরিশ্রমে বলের, সঞ্চয় অপেক্ষা, অপচয় বাড়িতে লাগিল। দেখা দিল—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, মাথা ঘোরা ইত্যাদি।

তখন সঙ্গীতের চর্চ্চা খুব ছিল। ভদ্রলোক মাত্রেই মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। এখন যেমন দশজন এক সঙ্গে বসিলেই "রিফর্ম স্কিম (Reform Scheme) দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিল, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের বেতনই দেশের সমস্ত অর্থ গ্রাস করিল, ননকোঅপারেশন নিশ্চয়ই আবশ্যক, চরকা ভিন্ন স্বরাজ পাইব না, ম্যানচেস্টার জব্দ না হইলে সর্ব্বনাশ হইবে" প্রভৃতি কথার প্রসঙ্গ উঠে, তখন সেরূপ জল্পনা কল্পনা কদাচিৎ হইত। তখন হইত সঙ্গীতের চর্চ্চা, খোসগল্প ইত্যাদি, পরনিন্দা, পরকুৎসা আর দুর্ব্বিষহ রাজনীতির বড় আদর ছিল না।

ক্রমে অশান্তি হইতে অস্বস্তির ঢেউ উঠিল। সকলেই এখন বড় হইতে চায়। নাপিত শিক্ষা পাইলে কেরাণী হয়, তিলি ব্যবসা ছাড়ে, কামার কামারশালা ভাঙ্গিয়া ফেলে, চাষী চাষ করে না। আবার জাতীয়তা সম্বন্ধেও সেই ভাবের উদয় হইল। সকলেই কেউ কাহাকেও মানিতে চায় না। লোকগণনা আরম্ভ হইল। ইংরাজ জাতিগত বড় ছোট ঠিক করিয়া দিতে লাগিলেন। তখন সকলের মন পড়িল সেই দিকে। তাই কৈবর্ত্ত হইল মাহিষ্য, পোদ ব্রাত্যক্ষত্রীয়, যুগী যোগী, চণ্ডাল নমঃশূদ্র, চাষাধোপা সৎচাষী ইত্যাদি। এইখানেই শেষ হইল না, বিধিকর্ত্তা ইংরাজ রায় দিলেন, উগ্রক্ষত্রীয় সদ্গোপের উপর, তাই

সদ্গোপেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া আপনাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনে ব্যস্ত হইল। আর কায়স্থ জাতি প্রতিপাদনে ব্যস্ত হইলেন যে তাঁহারা ক্ষত্রিয়!

এই সময় ব্রাহ্মণরা একটু হীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সামান্য পেয়াদাগিরি চাকরী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন, শূদ্রের বাটীতে পাচকতা আরম্ভ করিলেন। ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে করিতেন না। বাঁকুড়া হইতে পাচক আমদানি হইতে লাগিল। এখন উৎকলবাসীরা সে স্থান সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে কেহ যাহার তাহার হাতের ভাত খাইতেন না। এখন ব্রাহ্মণ বলিলেই যে কেহ উপবীতধারী উড়িষ্যাবাসী রন্ধনশালার ভার প্রাপ্ত হয়। উড়ে, কে জানে তাহারা কি জাতি, কিন্তু জল তোলে। আমাদের ত এই অবস্থা, তবু জাতি লইয়া বড়াই করি। জাতি বলিয়া একটা সত্য বস্তু আছে, এইটারই ধ্রুব ধারণা হয় কি?

তখন কাহারও দু'পয়সা হইলেই দোল-দুর্গোৎসব করিতেন। মহামায়া যে সে জন্য প্রীতা হইয়া গৃহস্বামীকে ক্রোড়ে করিয়া কৈলাসধামে লইয়া যাইয়া নৃত্য করিতেন,তাহা নহে; তবে একটা উপলক্ষ করিয়া পাঁচ জনকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইবেন, এবং নৃত্যগীতে তাহাদের তৃপ্তি-সাধন করিবেন এইজন্য। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে ভূরি ভোজনে সাধারণের আনন্দ বিধান করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তখনকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। ঘরে ভালরূপ আহারের আয়োজনে তাঁহাদের

কখন চিত্তাকর্ষণ করিত না। জীবনধারণোপযোগী শাকান্ন আহার করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় আর পরহিত-কামনায় দিন যাপন করিতেন। সুতরাং সেই সকল ব্রাহ্মণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করান, একটা মহা আনন্দের কথা ছিল। এখন বাপ মা মরিলে তাঁহাদের স্বর্গ-কামনায় অনেক সম্পন্ন লোককেও যেন দায়ে পড়িয়া দু-দশটা ব্রাহ্মণ-সেবায় ব্রতী হইতে দেখি। তাহাও আবার অনেক-কার্পণ্য সহকারে। এক বাড়ী হইতে ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ আসিলে কৃতী বিরক্ত হইয়া উঠেন, "ময়দায় ময়ান যেন বেশী দেওয়া হয় না, বেশীক্ষণ যেন লুচি মহাত্মা ঘৃতের উপর বিরাজ না করেন" এমন খরদৃষ্টিও কাহারও কাহারও দেখিয়াছি। তাহার উপর ঢালা হুকুম, দেখে শুনে পাতে লুচি দাও। তাহাব ফলে লোকের অর্দ্ধা-সন বা অনসন মাত্র ঘটে। তায় আবার লুচিভাজা ঘি। তাহার ষোল আনা চর্‌বি! তাই মনে হয়, ভাল করিয়া খাওয়ান হৃদয়বান্ লোক ভিন্ন আর আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না। নীচের গৃহে নীচত্বেরই উগ্রপ্রভাব বিদ্যমান থাকে। তখনকার দিনেও সকলে "ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দু-চার আদার কুচির" ব্যবস্থা করিতে পারি-তেন না সত্য, কিন্তু সেটা অবস্থা বিপর্য্যয়ে হইত, তাহাতে কুণ্ঠা ছিল, মনোবেদনা ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ খাইতেন দধি আর চিঁড়া, তাহাতে জাতিনাশ হইত না। এখন ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া লোকে সে কথা ভাবে না। লোক দেখান ধর্ম্মভান করিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া "হরি হরি" করিলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না। ধর্ম্ম মনে আর কার্য্যে, সে

ধর্ম্ম অতি অল্পই দেখা যায়। লোকের বাহবা লইবার জন্যই অধিকাংশ স্থলে লোকদেখানী ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতে একজন মুদি ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই গম্ভীরভাবে উপাসনা করিতেন, তাহার ফলে দোকানে আর ক্রেতা ধরিত না। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যবসা দেখিতেন, আর পিতা কক্ষান্তরে প্রায় উপাসনা নিরত থাকিতেন। এক দিন পুত্র বলিলেন "বাবা আমি উপাসনা করিতে যাইব কি?" পিতা বলিলেন, "তোমার কি চায়ে ধূলো মেশান হইয়াছে?" (Have you dusted the tea?) পুত্র বলিলেন, "হাঁ।" পিতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিনিতে বালি আর মাখনে চর্ব্বি মেশান হইয়াছে ত?" (Have you sanded the sugar and larded the butter?) পুত্র বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" তখন ধর্ম্মবীর পিতা সাহ্লাদে পুত্রকে ভগবৎ-উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাবই বেশী। হরিনাম হজমিগুলি হইয়াছে! আর নামের এমনি মাহাত্ম্য যে, পাপ সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে অনেকের ভক্তি ছিল, তবে ভণ্ড যে ছিল না, তাহা বলি না।

অষ্টম অধ্যায়।

মুন্সেফী ও জজিয়তী।

দিগম্বর বিশ্বাসের মুন্সেফি পদ প্রাপ্তির অল্পদিন মধ্যেই ময়মনসিংহের তৎকালীন জজ সাহেব তাঁহার বিচারকার্য্য ও কার্য্যতৎপরতায় নিতান্ত প্রীত হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার প্রমোশনের জন্য উচ্চ আদালতে লিখেন, কিন্তু অতি অল্পদিন মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হেতু সে সময় তাহা হয় নাই। ইহাতে দিগম্বর দুঃখ প্রকাশ করিয়া জজ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। জজ সাহেবও তদুত্তরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল। পাঠক দেখিবেন যে, দিগম্বর অল্পকাল মধ্যে রাজকীয় উচ্চ কর্ম্মচারিদিগের কিরূপ প্রীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা ১৮৫১ সালের কথা -

"I have the honour to acknowldge your letter of the 9th Instant, expressing your disappointment at not having obtained the promotion you consider yourself entitled to, and for which I had recommended you. I can only assure you of my regret that you should have been overlooked, and trust the Superior Court will soon deem you qualified for promotoin. Though quite a young officer, yet in my opinion it would have been an acquisition to the department, to have you in the

roll of *Sudder Alas.* The tact and ability with which you are seen to handle even very intricate cases, is really praiseworthy. I am glad to observe from the style of your letter that you have so well kept up your knowledge of the English language, which you must find the more difficult from being stationed at a place where it can rarely be heard."

তখন সবজজের পদ সৃষ্ট হয় নাই। ছিলেন মুনসেফ আর সদর আলা। এই সদর আলারাই পরে সবজজ নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। দিগম্বর বাবু বলিতেন, তখন ইংরাজি জানা নকল নবীশ নিতান্ত কম ছিল, আবার যাহারা ছিল, তাহাদের ভাষাজ্ঞান এত কম ছিল যে নকলে বেজায় ভুল করিত। সেই জ্বালায় তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রায় লিখিতেন। সবজজ হইয়াও কিছুদিন তাঁহাকে এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। পুরাতন লোক তাড়াইয়া ভাল লোক বাহাল করিতে তাঁহার মন সরিত না। শেষে বিচক্ষণ নকল নবীশ যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, সে পর্য্যন্ত সেরেস্তাদারকে দিয়া আপীলের ইংরাজি রায় compare করাইয়া লইতেন। তবে যে সব মুনসেফ ইংরাজি জানিতেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য আপীলের রায়ও বাঙ্গালায় লিখিতেন। বহরমপুরে বদলী হওয়ার কয়েক বৎসর পর হইতে যাবতীয় রায় ইংরাজি ভাষায় লিখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।

গঙ্গাচরণ বাবুর জীবনীপাঠে (পিতাপুত্র ৫১১ পৃষ্ঠা।)

দেখিতে পাই গঙ্গাচরণ বাবুও সাধারণতঃ মোকদ্দমার রায় বাঙ্গালায় লিখিতেন। বোধ হয় উপরোক্ত যন্ত্রণা প্রথমতঃ অনেক ইংরাজি অভিজ্ঞ হাকিমকেই সহ্য করিতে হইয়াছিল।

দিগম্বর মুন্সেফি পদপ্রাপ্তির অল্পদিন পরেই বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথমা পত্নী একমাত্র পুত্র অমৃতলালকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করায় তিনি আবার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। পত্নী বিয়োগই দিগম্বর বাবুর প্রথম শোক প্রাপ্তি।

দিগম্বরকে স্বীয় পদোন্নতির জন্য কোন বিশেষ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয় নাই। ইংরাজি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি মুন্সেফির প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৬০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মধ্যম পুত্র ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন।

১ ৫৫ খৃষ্টাব্দে দিগম্বর বাবু সবর্ডিনেট জজ হইলেন। কয়েক বৎসর হুগলী আলীপুর, প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া বহরমপুরের ছোট আদালতের জজ হইলেন। এখানে তিনি একাদিক্রমে প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন।

মুর্শিদাবাদের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সকলেই তাঁহাকে বন্ধুভাবে দেখিতেন। দিগম্বর বাবুর কি এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, যে কোন লোক একবার তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, তিনিই ভাবিতেন, দিগম্বর বাবু তাঁহার পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। বলিতে কি সংসারে তাঁহার শত্রু ছিল না, বলিলেও চলে।

দিগম্বর বাবুর ক্ষমতার যতই বিকাশ হইতে লাগিল, তাঁহাব পরোপকার স্পৃহা ততই বলবতী হইতে লাগিল। বিপন্নকে দান করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেক সময় তিনি তাঁহার ক্ষমতার অতীত দান করিয়া ফেলিতেন।

ভদ্রসন্তান দুরবস্থায় পতিত হইলে যেমন করিয়া হউক তিনি তাহার চাকরী করিয়া দিতেন। যাঁহার সহিত কখনও আলাপ নাই, দিগম্বর তাঁহার নিকটও অনুরোধ-পত্র দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দিগম্বরের সৌভাগ্যবলে তাঁহার অনুরোধ-পত্র অব্যর্থ ছিল। তাঁহার বাসায় সকল সময়েই ৫।৭ জন উমেদাব থাকিত। দিগম্বর বাবু অকাতরে তাহাদের সমস্ত অভাব মোচন করিতেন। সামান্য বেতনের চাকরী হইলে তদ্দারা তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয নির্ব্বাহ হইবে না ভাবিয়া, তাঁহাদিগকে আপন বাসায় আহারাদিও করিতে বলিতেন।

বহরমপুরের Grant Hall দিগম্বরের অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি বহু চেষ্টায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের জন্য উহা ক্রয় করেন। তাহার পর তাহার সংস্কার কার্য্যেও বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সেখানে গণ্যমান্য লোকের সমাবেশ হইত এবং সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের চর্চ্চা হইত। দিগম্বর সেই সকল সভা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং স্বনাম খ্যাত ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। *

---

* See Life of Sir Gooroods Banerjee By Rai Bahadur Dr Chuni Lal Bose.

কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ বা বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে দিগম্বর অযাচিত ভাবে "তৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন। একবার রায় লছমিপৎ সিং ও ধনপৎ সিং এই উভয় ভ্রাতার মনোবিবাদ ঘটে। সহৃদয় দিগম্বর আপনার বাসায় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘুচাইয়া উভয় সংসারকে আদালত ঘটিত বহু ব্যয় হইতে রক্ষা করেন। এমন একটী নয়, অনেক।

বহরমপুরে দিগম্বরের প্রতিপত্তি খুব বেশী হইয়াছিল, সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতেন,আদর যত্ন ও খাতির করিতেন। ইংরাজ রাজ পুরুষেরাও তাঁহাকে বন্ধু ভাবে দেখিতেন। যখন Grant Hall প্রথম খোলা হয়, তখন অনেক বক্তৃতা হয়, দিগম্বরকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দেওয়া হয়। সেই সময় একজন ইংরাজ-রাজ-কর্ম্মচারী দিগম্বরকে বলিয়াছিলেন, Bright Star of Berhampore—অর্থাৎ বহরমপুরের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

দিগম্বর একদিন কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। গাড়ি বাটীর বারান্দায় দাঁড়াইবা মাত্র, সাহেবের একটী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"Mamma, mamma, the bright star has come."

জননী সহাস্যে বাহিরে আসিয়া বলিলেন "Yes, I am here to receive him."

একটা উচ্চ হাসিতে এই প্রহসনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে খাতির পাইবার দিন আর নাই, থাকিলেও

হয় ত সে খাতির পাইবার উপযুক্ত মানুষ অতি কম। কেন, সেইটাই ভাবিবার কথা।

তখনকার দিনে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালীর সঙ্গে যে ইংরাজদের প্রকৃত বন্ধুত্ব জন্মিত ইহা সুনিশ্চিত। এখন আর সে মেশামিশি বড় একটা দেখা যায় না, বরং একটু রেষারেষীর ভাব যেন বিরাজমান। ১৮৫৯ সালে দিগম্বরের পঞ্চম পুত্র বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, চিকিৎসা করেন সিভিলসার্জ্জন White সাহেব। অতি প্রত্যূষে আসিয়া তিনি সেই শিশু সন্তান-টীকে দেখিয়া যাইতেন, আবার জেলখানা পরিদর্শন করিয়া যখন গৃহে ফেরিতেন, তখন একবার; আবার সন্ধ্যার সময় আসিতেন। জৈষ্ঠ মাস, বেলা ১টা, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; এমন সময় দেখা গেল, বড় একটা সাদা ছাতি মাথায় দিয়া সাদা পোযাক পরা কে একজন মাঠ দিয়া দিগম্বরের বাসার দিকে আসিতেছেন। তিনি আর কেহ নন, সেই White সাহেব। সাহেব আসিয়া বলিলেন "এই প্রখর রৌদ্রে আর ঘোড়াকে কষ্ট না দিয়া নিজেই একটু কষ্ট স্বীকার করে এলাম, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।" এটুকু পয়সায় হয় না।

সে যাত্রা বালকটী রক্ষা পায় বটে, কিন্তু আবার অন্য রোগে সেই বৎসরই ভাদ্র মাসে মারা যায়।

৺রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। শেষে তিনি হুগলীর স্পেশাল

সব রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন। এই রামগতি বাবু গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি একবার White সাহেবের নিকট চিকিৎসার্থ গমন করেন। সাহেব ঔষধ ব্যবস্থা করিলে রামগতি বাবু বলেন—"Prescriptionটী আমায় দিন, আমি অন্যত্র ঔষধ লইব।" সাহেব বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করেন "কেন?" উত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "আপনার কম্পাউণ্ডার মুসলমান, তার হাতের জল আমি খাইতে পারি না।"

আরও বিস্ময়ের সহিত সাহেব বলেন—"But Degumber Babu takes."

রামগতি বাবু উত্তরে বলেন—"I belong to the first class and he belongs to the third."

তখন সাহেব গম্ভীরভাবে বলেন—"I wish he were in the first, and you in the third."

রামগতি বাবু বলিতেন, সাহেবরা ভাবিত—দিগম্বরের মত লোক বোধ হয় উচ্চ জাতি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না।

মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে দিগম্বর বাবু ৬ মাসের জন্য একটীনা জজিয়তি করেন, সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই প্রথম জজিয়তি প্রাপ্তি।

দিগম্বর বাবুর যে কেবল বাঙ্গালী বন্ধুই ছিলেন, তাহা নয়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইংরাজ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। যে সকল ইংরাজ জজ বা মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর বা কমিসনার, কোনও বাঙ্গালীর সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন

না, আপন অহঙ্কারে আপনি ফাটিতেন, তাঁহারাও দিগম্বরকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না, দিগম্বর তাঁহাদিগকেও স্বীয় হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক করিয়া ফেলিতেন।

দিগম্বর বাবু বহরমপুর হইতে বদলি হইয়া বর্দ্ধমান আসিলে তথায় হিলিসাহেব নামক একজন নূতন জজ আসেন। তিনি প্রথম দিন আদালতে আসিয়া স্বীয় কার্য্যভার বুঝিয়া লইয়াই সবজজের আদালতে গমন করেন। সেখানে যাইয়া শুনিলেন দিগম্বর বাবু বদলি হইয়াছেন; তিনি আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। জেলার জজ আপনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ একজন অধস্তন কর্ম্মচারীর সহিত স্বয়ং দেখা করিতে যাইতেছেন, এরূপ বোধ হয় অতি অল্প সবজজের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

দিগম্বরের সেই পুত্রটীর মৃত্যুর পর আর তিনি বহরমপুরে থাকিবেন না বলেন, এবং পূজাবকাশে দেশে আসিয়া বর্দ্ধমানে বদ্‌লী হন। বহরমপুরে দিগম্বর বহু দিন ছিলেন। সুতরাং বহু দিনের বন্ধু হারাইয়া মুর্শিদাবাদবাসী সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার বিদায়কালে অনেকে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে একটী বিরাট বিদায়সভার আয়োজন হইয়াছিল। শুনিতে পাই, তিন হাজার টাকার উপর চাঁদা উঠে এবং তাহাতে অগ্নিক্রীড়া, নৃত্যগীত-কাঙ্গালীভোজন অভিনন্দন প্রদান প্রভৃতি হইয়াছিল। এই উৎসবে মুর্শিদাবাদের সকল-শ্রেণীর

লোক যোগদান করিয়া দিগম্বরের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার নিদর্শন প্রদান করেন।

উৎসব মঞ্চের দ্বারের দুই পার্শ্বে খেম্‌টা-নাচ এবং ভিতরে বাইনাঁচ হইতেছিল। নবাব বাহাদুরের ব্যাণ্ড উপস্থিত ছিল, রোসনচৌকি, নহবত প্রভৃতিও ছিল। অপর দিকে নৈহাটীর নেটা গোবিন্দের যাত্রা হইতেছিল। নেটা গোবিন্দের যাত্রা যে খুব ভাল যাত্রা ছিল, তাহা নয়, তবে তার "আহ্লাদ-আহ্লাদীর" সং বড় বংদার ছিল। জনরব এই যে, সে পালাটী না কি বঙ্কিম বাবুর লেখা। কিন্তু তারকনাথ বলেন যে, বঙ্কিম বাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার প্রিয়বন্ধু বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (Retired Subjudge) প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, তাহা নয়, ভট্টপল্লীর কোন ভট্টাচার্য্যের রচনা। গল্পাংশ এই—আহ্লাদের একটী বালিকা পত্নী ছিল, তাই তাহাকে মনে ধরিত না। নজর ছিল—শাশুড়ীর উপর। তখনকার দিনে এটা ভারি মজার ব্যাপার, রহস্যের কথা। আহ্লাদে গান ধরিল—

"শাশুড়ী গো মরি মরি আমরি,
ইচ্ছা করে তাকে ছেড়ে তোমায় নিয়ে ঘর করি।
তোমার মেয়ের নাই'ক গুণ, তরকারীতে দেয় না নুন,
(তাই) ডাল পালাকে ছেড়ে দিয়ে গুঁড়িকে আঁক্‌ড়ে ধরি।"

যাই আলিঙ্গন চেষ্টা, অমনি শাশুড়ীর প্রহার! জামাই রণে ভঙ্গ দিয়া এক বৈষ্ণবীর উপর পড়িল, কিন্তু বৈষ্ণবীর বৈষ্ণব বর্ত্তমান। থাক্,কিন্তু সে বৈষ্ণবী আহ্লাদের সঙ্গে ফেরার হইল। আহ্লাদে

বলবান, বৈষ্ণব জোরে পরাজয় স্বীকার করিয়া, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গানটা সব মনে নাই। তবে সে দিনের জন্য সেটী একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে গীত হইয়াছিল। তাহাদের সদর-আলার নিকট মোকদ্দমার কথা ছিল, তাই গাইল :—

"ঐ ব'সে আছেন সদর আলা,
যা করেন ঐ সদর আলা।" ইত্যাদি।

অমনি একটা আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে হরিধ্বনি উঠিল। দিগম্বর উৎসব শেষে যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্ববর্ত্তী খেমটারা তাঁহাকে ঘিরিয়া গান ধরিল :—

"প্রাণ থাক্‌তে ছেড়ে দোব না,
তুমি (আবার) আস্‌বে কবে বল না।"

শেষটা মনে নাই। আবার "হো হো" হাসির শব্দ, খেমটারা নাকি জনসাধারণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে জৈন-সম্প্রদায় দিগম্বরের গলায় মালা পরাইয়া সিন্দূররাগরঞ্জিত নারিকেল ও ধানদুর্ব্বা দানে তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সাশ্রু-লোচনে আলিঙ্গন করেন। তথায় আজিমগঞ্জ ও বালুচরের যাবতীয় গণ্যমান্য বৈঁইযারা উপস্থিত ছিলেন। সেই মজলিসে জনৈক ইংরাজের রচিত একটী কবিতা পঠিত হয়। তাহার এক কাপি আমার নিকট ছিল, কিন্তু কীটদষ্ট হওয়ায় একটী ছত্র নষ্ট হইয়াছে এবং আরও দুই এক স্থান নাই। যতদূর পারিয়াছি, পুনরুদ্ধার করিয়া সেটী প্রকাশ করিলাম।

JUDGE DEGUMBER BISWAS.

(ACROSTIC)

J—oin Hindus Join me in the Song I sing.
U—nfold your heart and reverence to him bring.
D—* * * *
G—uardian of goodness virtue love and fame.
E—nraptured Angels praise and sing the same. } *

D—evoid of guile & blessed with many a grace.
E—ffulgent star of India's Hindu race.
G—reat in all good, in virtue first of all.
U—nit of Justice, O glory of Bengal.
M—ay you O Biswas reverently shine.
B—efore the world, and peace be ever thine.
E—ternal blessings crown your labours here.
Respected sir ... ... your ever dear.

B—enignly bright his actions Heaven-ward run,
I—scarcely think he can be Nature's son.
S—urvey his actions, O survey them o'er.
W—hen you have done, you will love him more.
A—nd if respect to mortal man is due,
S—incere it is O Sacred Judge to you.

---

* এটীর একটী অক্ষরও নাই। এই ৩ ছত্র bracket মধ্যে ছিল।

বদলীর পর বহরমপুর হইতে আজিমগঞ্জে আসিলে তথাকার সম্ভ্রান্ত কৈঁইয়ারা দিগম্বরের অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। পুষ্পমাল্যে সুশোভিত মূল্যবান তঞ্জামে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া সকলে পদব্রজে ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। এমনি সমারোহ পূর্ব্বক আর একবার জৈন-সম্প্রদায় তাঁহাকে আজিমগঞ্জ হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। সে রাজা সেতাব চাঁদ নাহার বাহাদুরের (সম্ভবতঃ) পুত্রের বিবাহের সময়। দিগম্বর তখন বর্দ্ধমানে। শুনিয়াছি সেবারও তাঁহাকে তঞ্জামে চড়াইয়া বড় বড় ধনকুবের সদৃশ কৈঁইয়ারা পদব্রজে ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এটা সব্ জজের খাতির নয়, আর সকল সব্ জজের ভাগ্যে ইহা ঘটেও না। তিনি যে সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া এতাদৃশ সম্মান পাইতেন, তাহা অতি বিরল।

নবম অধ্যায়।

বৰ্দ্ধমানের কথা।

দিগম্বর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বৰ্দ্ধমানে বদলি হইয়াছিলেন। বহরমপুরের ন্যায় এখানেও তিনি সকলের স্নেহ-যত্ন-প্রীতি ও সমাদর অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার সুনাম ও সুখ্যাতি করিত। প্রবাদ ছিল যে, উভয় পক্ষই তাঁহার বিচারে প্রীত হইত। এমন কি মোকদ্দমা হারিয়াও লোকে বলিয়াছে যে, মোকদ্দমায় হার হোক, কিন্তু বিচার ঠিক হইয়াছে। প্রকৃতই এমন যশোভাগ্য অল্প লোকেরই ঘটে।

বহরমপুরে অবস্থান কালে মহারাণী স্বর্ণময়ী বনাম ওয়াট্‌সন কোং, এক নামজাদা মোকদ্দমা দিগম্বরের কাছে রুজু হয়। তাহাতে নাকি উভয় পক্ষে তিন চারি শত সাক্ষী ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব ও মেম তাহাতে সাক্ষী দেন। অনেক দিন ধরিয়া সেই মোকদ্দমা চলে; শেষে মহারাণী জয়লাভ করেন। তিন দিস্তা কাগজে নাকি ইহার রায় লিখিত হয়। কিন্তু হাইকোর্টে দিগম্বরের রায় টিকে নাই, ওয়াট্‌সন্ কোম্পানি জয়ী হন। তখন দিগম্বর বৰ্দ্ধমানে।

এই সময় একদিন মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান বাবু রাজীব-লোচন রায় বৰ্দ্ধমানে আসিয়া দিগম্বরকে আপীলের রায় দেখাইয়া বলেন যে, মহারাণী তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, এখন কি

করা কর্ত্তব্য তাহাই জানিবার জন্য।” দিগম্বর উত্তর দিয়াছিলেন, “আসাই আপনার ভুল হইয়াছে, আমার জ্ঞান ও বিবেচনা মত যাহা করিবার তাহা করিয়াছি, তবে মানুষ অভ্রান্ত নয়। ভুল আমারও হয়, হাইকোর্টেরও হয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আপীলে হাইকোর্টই ভুলিয়াছেন।” সুতরাং সেই মোকদ্দমার বিলাত আপীল হয় এবং প্রিভিকৌন্সিলের বিচারে মহারাণী স্বর্ণময়ী পুনর্ব্বার জয়লাভ করেন। বর্দ্ধমানে Watson কোম্পানির অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল বলিয়া সেখানেও ডিক্রিজারি হয়। বহু লক্ষ টাকা ওয়াসিলতের দাবী ছিল। কোম্পানি যায় যায় হইয়া উঠিলেন, তাই তাঁহারা লিমিটেড কোম্পানি করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পান। ইহারাই এখন মেদিনীপুর জমাদারি কোম্পানি।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলাল বিশ্বাস সব রেজিষ্টারী কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া কোন ব্যবসা করিতে স্থির করেন। শেষে আঠার হাজার টাকা মূল্যে বামনডিহি ও লছিপুর কোল কোম্পানির সিকি অংশ খরিদ করা হয়। এই কোম্পানি ছিল বাঙ্গালীর, কিন্তু কোন ইংরাজ কোম্পানি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সবজজ আদালতে মোকদ্দমা করেন। সেখানে জয়লাভ হইলেও, হাইকোর্টে বাঙ্গালীদের হার হয়। সেই মোকদ্দমার বিলাত আপীল চালাইবার জন্যই সিকি অংশ বিক্রীত হয়। হাইকোর্টের রায় দেখিয়া দিগম্বর বলিয়াছিলেন যে বিলাতে নিশ্চয় জয়লাভ হইবে এবং একমাত্র নিজের বুদ্ধি বিবেচনার

উপর নির্ভর করিয়া অতগুলি টাকা দিয়া সেই সমুদ্র নিমগ্ন সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ক্রয় করেন। কালে কিন্তু দিগম্বরের কথাই সত্য হয়, বাঙ্গালীরা জয়লাভ করেন। এমন অনেক মোকদ্দমায় তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই ঘটিতে দেখিয়াছি।

দেওঘরের বৈদ্যনাথ দেবের দেবোত্তর সম্পত্তির এক মোকদ্দমা হয় বর্দ্ধমানে। উভয় পক্ষে অনেক ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষে বৈদ্যনাথের সেবাইতগণের হার হয়। এই মোকদ্দমার তদন্ত করিতে দিগম্বর স্বয়ং বৈদ্যনাথ ধামে গিয়াছিলেন। মোকদ্দমায় হারিয়া কয়েকজন পাণ্ডা দিগম্বরের বাসায় আসিয়া বলেন "বাবু আমাদের সর্ব্বনাশ হ'লো, আমরা হক মোকদ্দমা হেরে গেলাম। এখন কি করি।"

দিগম্বর উত্তর দিয়াছিলেন "কখন হক নয়। আপনারা প্রমাণ দিলেন বড় পুষ্করিণীটী দেবোত্তরের টাকায় কাটান ও প্রতিষ্ঠা করা। তাও কি হয়। ওটা যে পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা, হিন্দুর পুকুর কি অমন হয়। উত্তর দক্ষিণে প্রচুর জমি থাকা স্বত্বেও এমন হওয়া অসঙ্গত, তাই মুসলমানদের জয় হয়েচে। জানি যে বিলাত আপিল পর্য্যন্ত হবে, কিন্তু তাতে ফল পাবে না। পুরা ফ্যাক্টের বিচার, অনর্থক বাবার কতকগুলি টাকা নষ্ট হবে।" পরিণামে তাহাই হইয়াছিল।

হাইকোর্ট হইতে আপীলের বিচারের ফলাফল তখন বৎসর অন্তর সবজজদের নিকট পাঠান হইত। তাহাতে দেখা যাইত, দিগম্বরের অধিকাংশ রায়ই বাহাল থাকিত। দিগম্বরের মৃত্যুর

পর হুগলী-জেলার মলয়পুরনিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সামন্তর একটী মোকদ্দমার রায়ে লুইস জ্যাকসন ও টটেনহ্যাম সাহেব দিগম্বরের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন—"দিগম্বরের মৃত্যুতে আমরা দক্ষিণ-হস্ত হারাইয়াছি।" বিচার-বুদ্ধির ইহা বিশিষ্ট গৌরবের পরিচয়।

বিচারে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল, কিন্তু তাঁহার অসীম দয়া-মায়ার জন্য তিনি আরও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ডিক্রিজারিতে যাহাতে বিষয় সম্পত্তি সহজে বিক্রয় হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। দেনাদারকে তিনি বিশেষ দয়া করিতেন, তাই সময়ের পর সময় দিয়া যাহাতে কোন প্রকারে বিষয় রক্ষা করিতে পারে তাহার যথেষ্ট সুযোগ দিতেন।

জজ গুরুদাস বাবু একদিন গল্প করেন যে, তিনি যখন সর্ব্ব প্রথম বহরমপুরে যান, তখন দিগম্বর বাবু তাঁহার যাহাতে পশার হয়, সে জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি একদিন তাঁহার কাছে একটী ছোট আদালতের মোকদ্দমা করিতে গিয়াছিলেন—দাবি ৭৬৲ টাকা; দেন্‌দার একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া বাদীর নিকট ৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তলপ-তাগাদায় টাকা ত দেনই নাই, অথচ অষ্টাবক্রের ন্যায় রুক্ষ স্বভাব জন্য যথেষ্ট গালাগালি করিয়াছিলেন। আদালতে ব্রাহ্মণের কান্না। দিগম্বর বাবু বিচলিত হইয়া গুরুদাস বাবুকে বলিয়াছিলেন, "আপনার মোয়াক্কেলকে কিছু সুদ ছাড়িয়া দিতে

" শেষ ৬০৲ টাকা ডিক্রি হইল। বাদী গুরুদাস বাবুর খাতিরে ১৬৲ টাকা স্তুদ ছাড়িয়া দিল বটে, কিন্তু তীব্র কটু-বাক্যের জ্বালা ভুলিতে পারে নাই। তাই সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্ক ওয়ারেণ্টের প্রার্থনা করিল। এ ঘটনাটী পৌষ-সংক্রান্তির ... দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তখনও ডকে দাঁড়াইয়া; দিগম্বর বাবু ওয়ারেণ্টের দরখাস্তটী হাতে করিয়া ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে কি কচ্চ ঠাকুর ?"

ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে বলিল, "কি আর ক'রবো বাবা।"

দিগম্বর। ডিক্রিদার আপনার নামে ওয়ারেণ্টের দরখাস্ত ক'রেছেন। আমি হুকুম দেবামাত্র আপনাকে ধ'রে দাওয়ানি জেলে নিয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ বড়ই বিচলিত হইয়া বলিলেন, "তবে কি ক'রবো হুজুর ?"

দিগম্বর হাসিয়া বলিলেন "পায়ের চটাজুতা জোড়াটা খুলে ... ক'রে লম্বা দৌড় দিন।"

যাই বলা আর অমনি ব্রাহ্মণের দৌড়। গুরুদাস বাবু এই রহস্য দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মক্কেলের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন, "ওকে ত তাড়ালেন, এখন আমাদের টাকার কি হবে ?"

দিগম্বর বাবু বলিলেন—"ডিক্রির টাকা কি মারা যায় গা, না হয় দু'দিন পরেই আদায় হবে। সামনে পৌষ-সংক্রান্তি, ... দুটা পিটে পুলিও খেতে দেবেন না।"

এমন অনেক রহস্য-পূর্ণ মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছি কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম না।

বৰ্দ্ধমানের স্বনাম-খ্যাত উকিল নলিনাক্ষ বসু মহাশয় এক-দিন বলেন যে, চৌঘুরের মোল্লাদের বিপক্ষে অনেক ডিক্রিজারি হইতেছিল। কান্নাকাটা করিলেই দিগম্বর বাবু সময় দিতেন। ডিক্রিদার বিব্রত হইয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত দিল। হাইকোর্ট হইতে হুকুম হইল আর যেন নিলাম মুলতুবি রাখিয়া ডিক্রিদারের ক্ষতি করা না হয়। সুতরাং সম্পত্তি নিশ্চয় নিলাম হইবে বলিয়া জানি-লাম। এদিকে দেনদার আর দুই মাস সময় পাইলে আমায় দুশো টাকা দিতে চাহিলেন. কিন্তু সময় পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ক্ষণেক সেই চিন্তা করিয়া এক বুদ্ধি পাকাইলাম। দিগম্বর বাবু তখন খাস্-কামরায়, আমি সেখানে যাইয়া দুই একটা অন্য মোকদ্দমার কথার পর ব'ল্লাম, "মোল্লারা টাকা দিতেও পারে না, আবার কান্নাকাটী ক'র্‌তেও ছাড়ে না।" তিনি অমনি বলিয়া বসিলেন, "কাঁদে কাঁদুক, পরের জন্য আমি হাইকোর্টের চোখ-রাঙ্গানি সহ্য করি কেন বল ত?"

আমি ব'ল্লাম, "সে কথা ঠিক; তাই ত আমি কোন দরখাস্ত দিই নি।"

তিনি বলিলেন "ভালই ক'রেচ। দরখাস্ত দিলেও কোন ফল হ'তো না।"

আমি ব'ল্লাম, "সময় পাবে না জেনেও লোকগুলো অশ্বত্থতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্‌চে।"

দেখিলাম, তিনি স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝিলাম ঔষধ ধরিয়াছে। আমি অমনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"শোন শোন, রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্‌চে ?"

আমি গম্ভীরভাবে ব'ল্‌লাম, "নিজের চক্ষে দেখে এলাম। এদিকে হাইকোর্ট আর সময় দিতে নিষেধ ক'রেচেন; উপায় ত নেই।"

তিনি ব্যগ্রতা সহ বলিলেন, "সে ভাবনা ক'রোনা, হাইকোর্ট আছে, আমি আছি। এখন শুধু জান্‌তে চাই যে, আর দুমাস সময় পেলে টাকা নিশ্চয় দিতে পার্‌বে কিনা ?"

আমি বল্‌লাম, "খুব সম্ভব পারবে।"

অমনি আবার দু'মাসের জন্য মুলতুবি মঞ্জুর হইল। হৃদয়ের করুণার নিকট হাইকোর্টের হুকুম ভাসিয়া গেল।

তারকবাবু বলেন, তিনি যখন বর্দ্ধমানের ডিষ্টিক্ট-সব্‌রেজিষ্ট্রার; তখন একদিন তথাকার প্রবীণ চিকিৎসক বাবু জগদ্বন্ধু মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বেড়াইতে যান। তাঁহার শ্বশুর ছিলেন, দিগম্বরের সহাধ্যায়ী। তারকবাবুর সঙ্গে ছিলেন তাঁহার পরম বন্ধু ও ভ্রাতৃ-স্নেহভাজন বৈবাহিক বাবু শরৎচন্দ্র সুর। শরৎ বাবু একজন খ্যাতনামা Executive Engineer এবং সদ্গোপ সভার Secretary. কথা প্রসঙ্গে দিগম্বরবাবুর কথা উঠে। জগদ্বন্ধু বলেন "আমি তোমাদের Family physicion ছিলাম, প্রত্যহ তোমাদের বাসায় গিয়ে অনেকক্ষণ তোমার বাপের কাছে ব'সে

থাকতাম। বাড়ী ফের্‌বার সময় নিত্য মনে হ'তো, আজ যেন নূতন কিছু শিখে এলাম। বয়েস ত আমার ৮০ বৎসর পার হ'লো। অনেক বড় লোকের সঙ্গে মেশামিশিও ক'রেচি; কিন্তু বাপু তোমার বাপের মত আর একটীও চৌকশ লোক আমার চোখে পড়ে নি। তোমাদের জাতের কথা ছেড়ে দাও, কায়েত-বামুনের ভিতরও নয়। আমারই খাতিরে উনি আমার ছোট ভাই ত্রিগুণাব মুন্সেফী ক'বে দেন।"

বর্দ্ধমানে যখন রোডশেষ বিভাগ খোলে, তখন বাবু বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) ঐ বিভাগের লোকজন বাহাল কবেন। তিনিও দিগম্বরেব বন্ধু। দিগম্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহাব চারিটী লোক আছে, তাহাদিগকে চাকরী দিতে হইবে, বগলা বাবু স্বীকাব পান, কিন্তু লোকজন যে দিন বাহাল হয়, সেদিন দিগম্বরের লোকগুলিকে বাহাল করেন নাই। দিগম্বর যখন খাস্‌কামরায়, তখন সেই চারিটী লোক তৎসংবাদ জ্ঞাপন করিল। দিগম্বর তখন তামাকু খাইতেছিলেন। ক্ষণেক তামাকু খাইয়া বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "তিনি দিলেন না, তোমাদের হ'লো না; আমি তার কি ক'র্‌বো বাপু!"

তাহারা ম্লান মুখে চলিয়া গেলে দিগম্বর শামলাটি মাথায় দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাস্‌কামরায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হুইলফিল্ড সাহেব তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। দুই জনে বড় ভাব ছিল। দিগম্বর হাসিতে হাসিতে সকল কথা

জানাইয়া বলিলেন, "বগলার যদি এত নিজের লোক ছিল, তা হ'লে সে কথা আমায় পূর্ব্বে বলাই উচিত ছিল।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আপনার স্বদেশী বন্ধুর কাজটা আমিও বলি ঠিক হয় নি। যাক, আপনাকে আর আফিসের সময় বেশীক্ষণ আট্‌কে রাখ্‌ব না। তবে আপনার লোক কটিব নাম আমায় দিয়ে যান।"

দিগম্বর তাহাই করিয়া আপন এজলাসে ফিরিলেন। এদিকে সাহেবও টুপি মাথায় দিয়া রোজ্‌শেষ আফিসে গেলেন। বগলা বাবুর বাহাল নাকচ করিয়া দিয়া নিজে দরখাস্ত দেখিয়া লোক বাহাল করিলেন। দিগম্বরের লোকগুলি চাকরী পাইল।

দিগম্বরের বন্ধুপুত্র বর্দ্ধমানের তৎকালীন সুবিখ্যাত উকিল বাবু সত্যকিঙ্কর সেন মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, "সার এস্‌লি ইডেন যখন সর্ব্বপ্রথম বর্দ্ধমান দিয়া কলিকাতা যান, তখন দিগম্বরবাবুকে যথেষ্ট খাতির যত্ন দেখান। বর্দ্ধমানে চা খাইবার কথা। চা খাইবার সময় সেলুন (Saloon) মধ্যে দিগম্বর বাবু ছিলেন। বিদায় কালে সকলের সহিত করমর্দ্দনের পর সেলুন হইতে রুমাল নাড়িতে নাড়িতে বলিয়াছিলেন Good-bye Deguinber. এইরূপ সম্মান প্রদর্শন দুই একটী সাহেবের ভাল লাগে নাই। তখন ফিল্ড (Field) সাহেব জেলার জজ। তিনি কথাটা চাপিয়া না রাখিয়া পুরা এজলাসে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, কোন বাঙ্গালীকে লাটসাহেব এত খাতির করিবেন জানিলে তিনি ষ্টেশনে যাইতেন না।

ইডেন সাহেব প্রথম সাক্ষাতেই দিগম্বর বাবুকে বলেন "What can, do for you Degumber ?"

দিগম্বর বাবু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"What can you possibly do. I am already at the top of the tree.

অর্থাৎ তিনি তখন হাজার টাকা বেতনের সবজজ, আর তাঁহার কি হইবে। তখনও কোন বাঙ্গালী জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হন নাই।

দিগম্বরের কথায় ইডেন সাহেব বলিয়াছিলেন, "You have not yet been adequately rewarded Degumber."

এই ঘটনার একমাস মধ্যে দিগম্বর জেলার জজ হইয়া বাকুড়ায় যান। বাঁকুড়া যাইবার পূর্ব্বে দিগম্বর ছোটলাটের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ইডেন সাহেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র আপনার চেয়ার হইতে উঠিয়া সেটী রুমাল দিয়া ঝাড়িয়া বলিয়াছিলেন "You better sit down here."

নানাবিধ কথাবার্ত্তা হয়। সবজজ হইতে হাইকোর্টের জজ হইবেন এবং তাঁহারই সেই পদ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তাহাও বলিয়া দেন। তাহার পর জজ ফিল্ড সাহেব তাঁহাকে কিরূপ খাতির যত্ন করেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে দিগম্বর সহাস্যে বলিয়াছিলেন "যথেষ্ট খাতির যত্ন করেন, কিন্তু আপনার মত চেয়ার ঝাড়িয়া বসিতে দেন না।"

ইডেন সাহেবও হাসিয়া বলেন,"এটা তোমাকে খাতির করিয়া করি নি দিগম্বর, প্রাণের ভালবাসার নিদর্শন দেখাইয়াছি।"

দিগম্বরের মৃত্যুর পর এই ইডেন সাহেব শোক-সূচক পত্র (Condolence Letter), পাইয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল "তোমার যোগ্যতার উপযুক্ত পুরস্কার পাইবার পূর্ব্বেই তোমার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেই শান্তিময় রাজ্যে যেন তোমার আত্মা চিরশান্তি উপভোগ করে।"

জানি না, এই দীর্ঘকাল মধ্যে অন্য কোন সব্‌জজের ভাগ্যে এইরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে কি না।

সার ষ্টুয়ার্ট বেলিও দিগম্বরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি যখন হাইদ্রাবাদে নিজাম বাহাদুরের Resident Governor হইয়া যান, তখন মেল ট্রেনে Reserved Saloon মধ্যে তিনি গিয়াছিলেন। শীতকাল, তাহাতে আবার রাত্রি ১১টার সময় বদ্ধমানে ট্রেন পৌঁছিত, তাই কমিশনার সাহেবকে সংবাদ দেন যে, ষ্টেশনে কোন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না তিনি আবার সেই সংবাদ সকলকে জানান। সন্ধ্যার সময় দিগম্বর টেলিগ্রাম পাইলেন "Meet me at Ry Station"

তখন রচফোর্ড সাহেব পুলিশের District Supdt. তিনি প্ল্যাটফর্ম্মে পাহারা বন্দোবস্ত করিতে আসিয়াছিলেন, এমন সময় দিগম্বরকে দেখিয়া হাসিয়াই খুন। বলিলেন, "এই শীতে কেন কষ্ট ক'রে এসেছ, সংবাদ পাওনি কি যে বেলি-সাহেব কাহারও সঙ্গে দেখা করিবেন না।"

"I am not such a fool Rotchford" বলিয়া তিনি

সেলুনের নিকট যাইবামাত্র দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন মিলিটারি অফিসার দাঁড়াইয়া। সসম্ভ্রমে তিনি বলিলেন, "Are you Babu Degumber Biswas ?"

দিগম্বর বলিলেন "Yes"

সাহেব বলিলেন "Come in please."

দিগম্বর Saloon মধ্যে যাইয়া ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত নানা কথা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রচফোর্ড তখনও প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া। সহাস্যে দিগম্বরের বিদায়ী করমর্দ্দন করিয়া বলিয়াছিলেন, "Really Degumber, you are a wonderful man."

১৮৭৭ সালের আর একটী গল্প বলিব। বড়লাট লিটন পশ্চিম যাইতেছেন। ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেন দাঁড়াইয়াছে, বৰ্দ্ধমানাধিপতি প্রভৃতি সকলে উপস্থিত। লাটসাহেব সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত করমর্দ্দন করিতেছেন; এমন সময় দিগম্বর একটী ফুলের তোড়া হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। জজ ফিল্‌ড সাহেব বলিলেন "তোড়া কার জন্য দিগম্বর বাবু ?"

দিগম্বর। শুনেছি, লেডি লিটন বড় ফুল ভালবাসেন, তাই তাঁকে দেব।

ফিল্ডসাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "লেডি-লিটন কি আর আপনার হাত থেকে ফুলের তোড়া নেবেন, বরং আমায় দিন, আমি আপনার নাম ক'রে লর্ড লিটনকে তাঁকে দেবার জন্য দেব।"

দিগম্বরও তেমনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার হাত থেকে ফুল নেওয়া যদি লাট-মহিষী অসম্মানসূচক ব'লে মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে আমার দুঃখ হবে না; বরং একটা নূতন জ্ঞানার্জ্জন ক'রবো।"

এই কথা বার্ত্তার সময় লেডি লিটন ঠিক তাঁহাদের পার্শ্বস্থ গাড়িতে ছিলেন। তিনি সহাস্যে বাহিরে আসিয়া দিগম্বরের হাত হইতে ফুল লইয়া করমর্দ্দন করিলেন। তখন জজ সাহেব সরিয়া পড়িলেন। দুই জনে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। একজন বাঙ্গালীর সহিত লেডি কথাবার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া বড়লাটও তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদায়-কালে লাটমহিষী বলিয়া গেলেন "Please see us when we come back to Calcutta, Our doors shall always be open to you" ইহার অল্পদিন পরেই দিগম্বর দেহত্যাগ করেন, সুতরাং আর লাট বা তদীয় মহিষীর সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই।

দিগম্বর বাবু অনেককে মুন্সেফ করিয়া দিয়াছিলেন, বাজে চাকরী যে কত লোকের করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাঁহাকে "অধম-তারণ" বলিয়া লোকে জানিত। যাহার কোথাও কিছু হয় না, তাহার ত্রাণ-কর্ত্তা ছিলেন দিগম্বর। এমন কি জজ দ্বারিকানাথ মিত্রপ্রমুখ লোকও সুপারিশপত্র দিয়া দিগম্বরের কাছে লোক পাঠাইতেন। উমেদারদের ভারি সুবিধা ছিল। চাকরী না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় আহারাদি চলিত। যাহার হাতের লেখা ভাল নয়, সে কাগজ কলম

পাইত। তাহাদের আর কিছু ভাবিতে হইত না, চাকরীর কথা ভাবিতেন দিগম্বর। অনেকে নাকি গোপনে অর্থ সাহায্যও পাইত। কিন্তু কাহার কি উপকার করিলেন, কাহাকে কি দিলেন, একথা তাহারা না বলিলে আর অপরের জানিবার উপায় ছিল না। "Let not thy left hand know what your right hand does" এই মহাবাক্যের তাঁহার কাছে পূর্ণ সাফল্য ছিল। তিনি জানিতেন যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া লোককে তাহা বলিতে নাই। তিনি কখন বাহবার প্রত্যাশী ছিলেন না।

তাঁহার পরমবন্ধুপুত্র বর্দ্ধমানের সুপরিচিত ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্র বাবুর মুনসেফী তিনিই করিয়া দেন। ক্ষেত্রনাথ কলিকাতায় L. L পরীক্ষা দিতে যাইলে বর্দ্ধমানে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃহীন সকলেই হন, কিন্তু পিতা পুত্রদের নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগামী হইলেই বড় বিপদ ঘটে। ক্ষেত্রনাথের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। তবে পিতৃ-পুণ্যে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক প্যারীচাঁদ বাবুর বাটীতে গমনাগমন করিতেন, সকলেই যত্নে সমাদৃত হইতেন। মহাতাপচাঁদ বাহাদুর তাই বলিতেন— "প্যারাচাঁদ মিত্রের হোটেল।" তেমন হোটেল রাখা আজ কাল আর অনেক লোকের অদৃষ্টে ঘটেনা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর তাঁহাদের তাৎকালিক প্রধান সহায় ছিলেন। দিগম্বরের অধীনে নাজিরি পদ খালি ছিল। ক্ষেত্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

পরে ক্ষেত্রনাথের আইনপাশের সংবাদ পাইয়া দিগম্বর নিজের প্রথম চাকরীর শামলাটী তাঁহার মাথায় দিয়া তাঁহার পিতার জন্য কতই না কাঁদিয়া ছিলেন। ক্ষেত্রনাথ সবজজ হইবার অল্প দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনিও টাকাকড়ি সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তবে অনেকগুলি রত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার পুত্রগণ। রায় বাহাদুর যামিনীমোহন মিত্র বা রমণীমোহন প্রভৃতিকে অনেকেই জানেন। প্যারীচাঁদের একমাত্র পুত্র অবিনাশচন্দ্র আজিও জীবিত আছেন। তিনি বর্দ্ধমানের "সর্ব্ব ঘটেষু মাধবঃ।" এই অবিনাশ বাবু তারকনাথের প্রিয় সুহৃদ্ ও বাল্যবন্ধু।

তখন কমিশনার ছিলেন C, T, Buckland সাহেব। তাঁহাকে লোকে অত্যন্ত ভয় করিত। লোকে বলিত, তাঁহার কথায় কত ডেপুটীর চাকরী গিয়াছে, আবার কত লোক ডেপুটী হইয়াছে। বাঙ্গালীর সাহেবি-পোষাক তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। কোন বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইতেন না, কিন্তু সেখানেও দিগম্বরের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। একবার বাগানের লিচু আসিয়াছে। সকল সাহেব-বাটী লিচু পাঠান হইয়াছে, সকলেই "Many thanks for the *licheis*, children will enjoy very much" প্রভৃতি পত্র দিয়াছেন, কিন্তু বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছিলেন "Thanks for the lichies, but I regret they were little sour," লিচু বিশেষ টক্ ছিল না, হয়ত অপক্ব লিচু খাইয়া এই পত্র লিখিত

হয়; স্থতরাং বাগানের আম পাকিলে দিগম্বর আর বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে আম পাঠান নাই। কোন সাহেবের বাটীতে আম থাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এমন সুন্দর আম কোথায় পেলে?" গৃহস্বামী বলিয়াছিলেন, "এ যে দিগম্বরের বাগানেব আম, তুমি কি পাওনি?" তখন বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব লিচুব গল্প কবেন এবং তাহাব পবদিন দিগম্বরকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিযা পাঠান যে, আপনার বাগানেব লিচু যে টক, সে কথা আব লিখিব না, স্থতরাং আম পাঠাইবেন।

ভাবুন, ইহার মধ্যে কতটা উদাবতা ও সহৃদয়তা বর্ত্তমান বহিযাছে। দিগম্বর পত্র পাইযা স্বয়ং তাঁহাকে আম দিতে যান, এবং দুজনে নাকি খুব প্রাণ খুলিয়া হাসিযা ছিলেন।

তাবকনাথের বৰ্দ্ধমান অবস্থান কালে একদিন রাজা বনবিহারী কাপুর C I E বাহাদুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনাব পিতাঠাকুর যে বাসায় ছিলেন, সেই স্থান দিয়া যাইবাব সময সর্ব্বদাই তাঁহাকে মনে পড়ে। দিগম্বরের জীবনী প্রকাশিত হইবার কথা শুনিয়া তিনি তারকনাথকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"Your late Father was very popular and was liked very much and respected by his private friends and the public in general and also by the officials of the Government. * * * Personally I had great regard for him."

আমরা পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তারকনাথ-লিখিত "ঢাকারিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ হইতে নিম্নে কতকটা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তৎপাঠে তাঁহারা দিগম্বর সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

বঙ্কিম-জীবনী মধ্যে শচীশ বাবু (বঙ্কিম বাবুর জীবনী-লেখক) নিম্নোক্ত বিষয়টী লিখিয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়াছেন, সুতরাং উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

"বঙ্কিমচন্দ্র একবার মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উপলক্ষ বেরা। বেরা উৎসব খুব ধূমধামের সহিত প্রতি বৎসর সম্পন্ন হইত—এখনও হয়; তবে সে জাঁক-জমক আর নাই। ভাগীরথী-বক্ষে প্রকাণ্ড কাঠ ভেলা ভাসাইয়া, তাহাকে পত্রপুষ্পে সমাচ্ছাদিত করা হইয়া থাকে। মাথার উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ, স্তম্ভে স্তম্ভে উজ্জ্বল দীপালোক। মখমলমণ্ডিত ভেলার উপর রূপ-যৌবনপ্রফুল্লা-নর্ত্তকীবৃন্দ। নর্ত্তকীর ভেলার চতুর্দ্দিকে সম্মিলিত অতিথিবৃন্দের ভেলা, তার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকের ভেলা। শেষোক্ত ভেলার উপর মানুষ নাই; শুধু কলাগাছ। কলাগাছের গায়ে মাথায় অসংখ্য আলো। সুন্দর দৃশ্য, মাথার উপর ভাদ্রমাসের নির্ম্মল আকাশ, পদনিম্নে ভরা-গাঙের প্রেমময় উচ্ছ্বাস। ছোট ছোট ঢেউগুলির চুম্বন-আবেগে ভেলা নাচিয়া নাচিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সমারোহ শুধু গঙ্গাবক্ষে নয়, নবাবের প্রাসাদে ও ভোজে। ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া এই উৎসবে ও ভোজে যোগদান করিতেন। বাঙ্গালীরাও নিমন্ত্রিত হইতেন। জেলার বড় বড় জমীদার, রাজকর্ম্মচারী ও উকীল নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন। তবে তাঁহাদের ভাগ্যে সম্মান-আদর বড় একটা জুটিত না।

সাহেবেরা প্রত্যেকে এক এক ছড়া জরির-মালা পাইতেন, বাঙ্গালী অতিথিরা তাহা পাইতেন না।

বাঙ্গালীর মধ্যে সবজজ বাবু দিগম্বর বিশ্বাস ও নবাবের উকীল (স্যর) শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু হ্যাট্-কোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া পাইতেন,আর গুরুদাসবাবু নবাবের উকীল বলিয়া পাইতেন। অন্যান্য উকীল, ডেপুটী ও মুন্সেফদের ভাগ্যে মালা জুটিত না। মালা যে বহুমূল্য, তা নয়, তবে মালার একটা সম্মান ছিল। তা ছাড়া ভোজে ও অভ্যর্থনায় একটা পার্থক্য রক্ষিত হইত।"

কথাটার ভিতর যাহাই থাকুক, সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস (আমার পিতৃদেব) মালা পাইতেন, কেন না তিনি হ্যাটকোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া; একথা তিনি কেমন করিয়া লিখিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আর গ্রন্থকারের পক্ষে না জানিয়া এরূপ লেখা কতদূর সঙ্গত, তাহাও বলিতে পারি না। লেখার ভাব ও ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে, দিগম্বর যেন হ্যাট-কোটধারী সাহেব সাজা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াই নবাব-বাটীতে সম্মানিত হইতেন, অন্য কোন কারণে নহে; কিন্তু তাহা নহে। তখন সবজজ মুন্সেফ হ্যাটকোট না পরিলেও অনেক ডেপুটী পরিতেন, কিন্তু সেই বিজাতীয় পোষাক পরিয়া নবাব-বাটীতে সম্মান কেন পাইতেন না তাহা শচীশ বাবু বলিয়া দিবেন কি? যাঁহারা এখনও তাঁহাকে (আমার পিতাকে) জানেন, তাঁহারা কি গুণে তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন তাহা বলিতে পারেন। গ্রন্থকার আরও গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন টিপ্পনী কাটিয়া। সেটা এই (১৮২ পৃষ্ঠা) "এই শেষোক্ত গল্প তিনটী স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি।" এই প্রবন্ধটা সর্ব্বপ্রথম "প্রবাসীতে" প্রকাশিত হয়। কোলিষ্টুশন্ বিভাগের

সুযোগ্য পার্শ্বনাল এসিস্‌টান্ট, আমার বাল্যবন্ধু রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বসু উহা উল্লেখ করিয়া একদিন আমায় বলিয়াছিলেন "তোমার বাপকে তো খুব জানিতাম, কিন্তু তিনি তো জীবনে কখন হ্যাটকোট পরেন নাই। তবে এমন কথা শচীশ বাবু কেন লিখিলেন?" তাহার পর দেখিলাম ইহা বঙ্কিম-জীবনী মধ্যে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং আমায় অগত্যা পূজ্যপাদ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিতে হয়। তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্।

নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

২৭এ ভাদ্র, ১৩২৩।

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬।

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়াছি। আপনার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। "দিগম্বর বাবু হ্যাট কোট পরিয়া সাহেবদের দলে মিশিতেন বলিয়া মান্য পাইতেন" এই কথা শ্রীযুক্ত শচীশ বাবু "বঙ্কিম-জীবনীতে" লিখিয়াছেন তাহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, এবং আরও অধিকতর দুঃখিত হইবার কারণ এই যে, তিনি ঐ কথা আমার নিকট শুনিয়াছেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে বেরা উৎসবের গল্প আমি বলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বর্গীয় দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয় সম্বন্ধে উক্তরূপ কথা আমি কখনও বলি নাই, এবং বলা আদৌ সম্ভবপর নহে, কারণ আমি তাঁহাকে কখনও হ্যাট-কোট পরিতে দেখি নাই। যতদূর স্মরণ হয় আমি এইরূপ বলিয়া থাকিব "দিগম্বর বাবু সুযোগ্য, সাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানিত এবং তৎকালে বহরমপুরের সর্ব্বোচ্চপদস্থ রাজ-

কর্ম্মচারী ছিলেন। সাহেবেরা তাঁহাকে বিশেষ খাতির যত্ন করিতেন, তাই তিনিও সাহেবদের সহিত মিশিতেন, একজন্য সাহেবদের সঙ্গে তিনিও বেবাতে মালা পাইতেন। দিগম্বর বাবু একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহেবদের নিকট যথেষ্ট আদর পাইতেন বলিয়াই তাঁহাদের সহিত মিশিতেন। তাঁহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী কখনই ছিলেন না। শচীশ বাবু হ্যাটকোটের কথা কোথা পাইলেন জানি না। আমি ভাল আছি। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শচীশ বাবুর কথায় কতদূর সত্য নিহিত আছে তাহা এখন পাঠকের বুঝিতে বাকী থাকিল না, কিন্তু তিনি এমনটা কেন লিখিলেন তাহাই বুঝাইব। বিনা কারণে একজন রাজকর্ম্মচারী সম্মান পাইতেন, অথচ তাঁহার খুল্লতাত বঙ্কিম বাবু তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, একথা লিখিতে বোধ হয় কুণ্ঠা বোধ হইয়াছিল। এটা মহত্ত্বের পরিচায়ক নাহে।

তাই বলি বঙ্কিমবাবুর মানসম্ভ্রম বাড়াইতে যাইয়া সেকেলে ভাবেভরা আমার পিতৃদেবকে শচীশবাবু অযথা হ্যাটকোট পরাইলেন কেন? তিনি জীবনে কখনও হ্যাটকোট পরেন নাই। নিতান্তই সাদাসিধা লোক ছিলেন। লাটসাহেব বা লর্ডবিশপ হইতে সামান্য কেরাণীর সহিতও সদালাপ করিতেন। পরোপকার করা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সহি সুপারিশ করিয়া কতলোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। কত অপরিচিত লোকের জন্ম সাহেবসুবার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। যখন রুরাল সবরেজিষ্ট্রারের সৃষ্টি হয়, তখন হুইনফিল্ড সাহেব বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পিতৃদেব শ্যামাচরণ দেবরায়কে ইন্দাসের এবং একটী মুসলমানকে মন্তেশ্বরে চাকরী করিয়া দেন। সেই সময় আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অমৃতলাল বিশ্বাস উক্ত পদপ্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্য তিনি সাহেবকে না বলিয়া

তাঁহার বন্ধু বর্দ্ধমানের তৎকালীন স্পেশাল সবরেজিষ্ট্রার বঙ্কিমবাবুর মধ্যম সহোদর সঞ্জীববাবুকে * বলিতে বলেন।

তখন স্থলপথে বাঁকুড়া যাইতে হইত। পিতৃদেব যখন সর্ব্বপ্রথম বাঁকুড়ায় যান তখন তাঁহার পালকীর সঙ্গে ৪ জন চৌকিদার ও দুই জন চাপরাশী ছুটিতেছিল। একটী নদী পার হইতে হইবে, নৌকা ওপারে ছিল, তাই চাপরাশীরা হাঁকিল, "জলদি আও, জজসাহেব আয়া", পিতৃদেব অমনি চটিয়া গিয়া পালকী হইতে মুখ বাড়াইয়া চাপরাশীদের বলিলেন, "জজসাহেব নেহি, জজ্ বাবু বোলো।" এখন দেখুন তাঁহার সাহেব সাজিবার প্রবৃত্তিটা কেমন প্রখর ছিল। আজকাল যেই ডেপুটি এডিসনাল জজ হওয়া, অমনি কোট কাট পরা। কিন্তু ইংরাজ জজ সাহেব ইঁহাদের কই সহজে return visit দেন না। কিন্তু তখন আমাদের বাসায় প্রতি রবিবার বাহিরে, রাত্রি পর্য্যন্ত জজেরা বেড়াইতে আসিতেন। কত গল্প গুজব করিতেন। কিন্তু সে দিন আর নাই।

কথা বার্ত্তায় বর্ণন বিস্তারে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। সকল বিষয়

* আমার পিতৃদেবের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি পরের জন্য সুপারিস করিতেন, কিন্তু লোকে সাধারণতঃ তাহা না করিয়া আপনার লোকের জন্যই করিয়া থাকেন। শচীশবাবু লিখিয়াছেন (২৪৮ পৃষ্ঠা) বঙ্কিমবাবু নিজের জন্য কখনও রাজদ্বারে ভিক্ষার্থী হন নাই। আত্মীয়স্বজনের জন্য তিনবার ভিক্ষা চাহিতে হইয়াছিল। একবার জ্যেষ্ঠ জামাতার জন্য, দ্বিতীয়বার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্রের জন্য, তৃতীয়বার এই ক্ষুদ্র লেখকের জন্য।"

এ অংশটুকু বঙ্কিম জীবনীতে না থাকিলেই হইত। শচীশবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তিনি রাজদ্বারে কৃপা ভিক্ষা করিতেন না, তবে যেখানে না করিলে চলে না সেখানে দায়ে পড়িয়া করিতেন। ইহাতে বঙ্কিমের গৌরব রক্ষা হয় নাই। যিনি পরের জন্য অপরের কৃপাভিখারী, তিনিই বরং গৌরবার্হ।

তাঁহার দখল ছিল এবং সকল বিষয় এমন গুছাইয়া বলিতে পারিতেন যে, শ্রোতৃগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাহার উপর সময়ে সময়ে গল্পের ছটায় হাসির ফোয়ারা ছুটিত। তিনি পদগৌরবে যত না হউন, গুণগৌরবে সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিতেন। তিনি সকলেরই নৈতিক পরামর্শদাতা ও মধ্যস্থ বন্ধু ছিলেন। তাই তিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র রাখিয়া সকলের ভালবাসা ও সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিতেন। তিনি নিরভিমান হইয়া সহাস্যবদনে ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বন্ধুভাবে বিরাজ করিতেন। সাহেবেরা সাগ্রহে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনিও সাহেবদের সঙ্গে তাঁহাদেরই মত অঙ্গভঙ্গীসহকারে কথা কহিতেন। শুনিয়াছি ইংরাজি কথাবার্ত্তায় ভাষা, ভাব ও মাধুর্য্য যেন সহচরীর মত তাঁহার সাহায্যকারিণী ছিল। তাই ইংরাজি মজলিসও গরম হইয়া উঠিত। আর সেইজন্য সাহেবেরা তাঁহাকে ভালবাসিতেন বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন, আদর-আপ্যায়নে প্রীতিদান করিতেন, সমকক্ষের ন্যায় লইতেন ও ভাবাইবার সুযোগ দিতেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি একবার বহরমপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তখন বেভারিজ সাহেব তথাকার জজ। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি গিয়াছি শুনিয়া তাঁহার পত্নী আমাকে দেখিতে আসেন এবং বলেন "তোমার পিতা আসিতেছেন দেখিলে আমি বড়ই প্রসন্ন হইতাম, কারণ তোমার পিতার কথায় মাধুর্য্য ও রসরঙ্গে আমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতাম এবং কিছুক্ষণের জন্য মহাসুখানুভব করিতাম।"

ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিব। ইংরাজি ১৮৭৪ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজার উইল বাড়ীতে কলিকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক "নবীন তপস্বিনীর" অভিনয় হয়। প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত

অমৃতলাল বসু মহাশয় তখন নবীন যুবক। রঙ্গস্থল অতি সমারোহে সজ্জিত হইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের পরই ৫।৬ খানি চেয়ার ছিল, তাহার একখানি কুশন দেওয়া, সম্ভবতঃ মহারাজ আসিবেন বলিয়াই সেটা রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আসেন নাই। সেই চেয়ার খানি অধিকার করেন তদানীন্তন স্বনামখ্যাত কমিশনার বাকল্যাণ্ড (C. T. Buckland) সাহেব। বাকল্যাণ্ড সাহেবের পার্শ্বস্থ চেয়ার গুলিতে তাঁহার ও জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সাহেবদের মহিলারা বসিয়াছিলেন। তাহার পশ্চাৎবর্ত্তী চেয়ার গুলি আমার পিতৃদেব এবং জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। জলধরের অভিনয়ে হাসির তরঙ্গ ছুটিতেছিল বটে, কিন্তু মেম সাহেবেরা তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছিলেন না, তাই পটক্ষেপের পর ব্যাপারখানা কি জানিতে চাহিলে পিতৃদেব ইংরাজিতে তাহা বুঝাইয়া দিতে ছিলেন। তখন মেমেদের আর হাসি ধরে না, কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী বাকল্যাণ্ড তাঁহার স্বামীকে উঠাইয়া দিয়া সেই আসনে পিতৃদেবকে বসাইলেন এবং সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া অভিনয়ের প্রকৃত রসাস্বাদন উপভোগ করিতে লাগিলেন।

সেদিন আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু অমৃতলাল বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "কার্য্যক্ষেত্রে রাশি রাশি হাকিম হুকুমের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হ'য়েচে, কিন্তু তেমন ক্ষমতাবান লোক আর আমার নয়নগোচর হয় নি। সদরআলা অর্থাৎ জেলার মাথা; তিনি সত্যই তাই ছিলেন। তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন, তাই আমায় বড় স্নেহ যত্ন করেছিলেন। শেষ দিনে "নীলদর্পণের" অভিনয় শেষ হ'লে তিনি আমায় ডেকে জেলার সকল গণ্যমান্য সাহেব মেমদের সঙ্গে পরিচিত করে দেন। উচ্চ পদস্থ সাহেবী করমর্দ্দনের সেই

আমার প্রথম আস্বাদন। নীলদর্পণে আমি ৪।৫টা চরিত্র অভিনয় করি, তাই তোমার বাপ্ বাঙ্গলায় বল্লেন "এটী বেগুন।" তাঁরা তার কি বুঝ্বে; তাই আবার বুঝিয়ে দিলেন বেগুন যেমন সব তরকারীতে লাগে—এই যুবক তেমনি সকল চরিত্র অভিনয়ে সুদক্ষ। তিনি আমার ভবিষ্যত-উন্নতি সম্বন্ধেও নানা উপদেশ দেন। সে উপদেশ সার্থক হ'য়েচে। তাঁর চেহারাটা এখনও যেন আমার চোখের উপর রয়েচে। বল্তে কি আজও যখন তাঁকে মনে পড়ে, আমি তখনই ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করি।"

আর একদিনের কথা। এ কথাটা আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। অধুনা বাঁকুড়ার প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ উকীল বাবু বিনোদ বিহারী মণ্ডল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। সার এ্যাসলি ইডেন যখন বঙ্গেশ্বর হইয়া প্রথম আসেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে রাজকর্ম্মচারীরা এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন প্লাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। বিনোদ বাবু বলেন "লাট সাহেব গাড়ী হইতে নামিবামাত্র কমিশনার সাহেব তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার করমর্দ্দনকালে হাতটা ধরিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেখিলেই মনে হয় যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহার পর দিগম্বর বাবুকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে যাইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন, এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি বগলে পুরিয়া প্ল্যাটফর্মে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক কথা কহিলেন।"

এ সম্মান একজন সবজজের পক্ষে নিতান্ত কম নহে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—তখনকার সবজজ এবং আধুনিক সবজজে অনেক পার্থক্য আছে। তাঁহারা ছিলেন সমাজের নেতা, জেলার মধ্যে প্রধান গণ্য মান্য ব্যক্তি। সম্মান, সমাদর, সারল্য, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির এখন বড়ই অভাব; তাহার উপর সে উদারভাব, সে দয়া, যত্ন, শিষ্টাচার বড়ই কমিয়া গিয়াছে। আর কমিয়া গিয়াছে কর্ম্মনিষ্ঠা।

কাজ করিতে হয় করি, সম্বন্ধ যেন বেতনের সহিত। কিন্তু তখন কাজ করিতে স্ফূর্ত্তি ছিল, সুবিচার করিবার স্পৃহা ছিল; কর্ম্মের উপর একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল। তাই তাহাতে সাধারণের ও সমাজের উপকার দর্শিত। কিন্তু সেটা আর নাই, তাই তাঁহারা আর জেলার অগ্রণী না হইয়া পাঁচজনের একজন হইয়া পড়িয়াছেন। একথা সাহেবেরা বুঝেন, তাই আদর, যত্ন ও সম্মানেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাই তাঁহারা সাহেবদের প্রীতি ও সম্মান আকর্ষণে অসমর্থ। সাহেবেরা আর বাঙ্গালীর কাছে প্রাণের হাসি হাসেন না। আমরা দায়ে প'ড়িয়া যেন তাহাদের দ্বারস্থ হই। এখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মান (respect) দিতে হয়। অধস্তন কর্ম্মচারীকে ইংরাজদের বন্ধুভাবে দেখা, পূর্ব্বের মত অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি দীনবন্ধুবাবু ও বঙ্কিমবাবুকে একত্রে বৰ্দ্ধমানের বাসায় দেখিয়াছি। দীনবন্ধু বাবুর হৃদয়ের উদ্দাম উচ্ছ্বাস কেহ ভুলিতে পারেন না। বাটীর ঝি চাকর পর্য্যন্ত তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইত। পাচক ব্রাহ্মণ উৎফুল্লপ্রাণে তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করিত। এমনি তাঁহার হৃদয়-ভরা আনন্দছিল। একদিন রবিবার মধ্যাহ্নে দীনবন্ধু বাবু "কমলে কামিনীর" পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছেন। শ্রোতা পিতৃদেব, তাঁহার সহপাঠী সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার ও বঙ্কিমবাবু। বঙ্কিমবাবুর রসিকতার টীকা টিপ্পনী চলিতেছে, কিন্তু থাই পাইতেছে না, গঙ্গাচরণ ও দীনবন্ধু বাবুর তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই ঘন ঘন হাস্য, সেই আনন্দভরা হৃদয়, সেই সারল্য সেই রসামোদ আর দেখিতে পাই না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বৰ্দ্ধমানে আসিলে আমার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্রের বাটীতেই থাকিতেন। তবে প্রায় আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। তিনি আসিলে আমরা যেন নিতান্ত পরমাত্মীয় সমাগম

হইয়াছে বোধে ছুটিয়া তাঁহার নিকটে যাইতাম, আর আনন্দিতচিত্তে তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতাম। তেমন সরলপ্রকৃতি সদাশয় লোক আর জন্মিবে কি? আমি একদিন প্রাতে প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বাটিতে গিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন দন্তধাবন করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "তোর জেঠাইমার কাছ থেকে বিস্কুট আনত?" মিত্র মহাশয়ের লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণীকে আমি "জেঠাইমা" বলিতাম। বলিবামাত্র জেঠাইমা একথালা মুড়ি দিলেন, আমিও সেই দেশী বিস্কুট হাতে করিয়া উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় থালাটী হাতে করিয়া চৰ্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দিয়া বলিলেন "এ বিস্কুট খাস্ তো?" হায়, সময়ে সময়ে তাঁর কত কথাই মনে পড়ে।

তিনি বৰ্দ্ধমানে আসিলে পিতৃদেব সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভোজ-দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে প্রায়ই অনুরোধ রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাঁহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করান মাত্র। একদিন ভোজ আমাদের বাসায়, ভোক্তা বাবু দুর্গাদাস মল্লিক, বঙ্কিমবাবু, সঞ্জীববাবু এবং আরও দুই একজন লোক। সাগরের একটা কড়া বাঁধ ছিল। সে বাঁধনার ভিতর না আসিতে পারিলে তিনি খাওয়াইতেন না। সেটী এই যে, তিনি যাহা স্বয়ং রন্ধন করিতে পারিবেন, তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য ভোক্তারা আহার করিতে পারিবেন না। সুতরাং মেনু (Menu) অতি সামান্যই হইত। কথিত দিনের মেনু, ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম আদা দিয়া পাঁঠার মেটের অম্ল। আহারের সময় গগনভেদী বাহবা পড়িতেছে। আর দেবহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায় জড়াইয়া সহাস্যে পরিবেশন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন "এমন সুস্বাদু অম্ল ত কখন খাই নাই।" সঞ্জীববাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন "হবে না কেন, রান্নাটী কার জানত, বিদ্যাসাগরের।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি হাসির সহিত উত্তর দিয়া

বলিলেন "না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখে নি।" বঙ্কিম বাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।

অপরিচিত লোকের কাছে বঙ্কিমবাবু স্থির গম্ভীরভাবে থাকিতেন। রঙ্গরস বা রসিকতা আদৌ করিতেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কাছে সে গম্ভীর ভাব দেখা যাইত না। বর্দ্ধমানে আমার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইতেন। হাকিম, উকীল মোক্তার, আমলা ও স্থানীয় ভদ্রলোক প্রভৃতি কেহ বাদ যাইতেন না। কাঙ্গালি পর্য্যন্ত তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিত। সেই উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশস্থ বিখ্যাত বাগানের অতি উৎকৃষ্ট আম প্রচুর পরিমাণে খাওয়ান হইত। এই উৎসবে একবার বঙ্কিমবাবুরা তিনভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন। সেদিন ব্রত উপলক্ষে আহার, সুতরাং বঙ্কিমবাবু কতিপয় পরিচিত ব্রাহ্মণের সহিত আহারে বসিয়াছেন। পিতা এদিক ওদিক করিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আহারান্তে দক্ষিণা দিবার সময় বঙ্কিমবাবু দুই হাত বাহির করিয়াছেন, পিতা বলিলেন—"দুই হাতে দক্ষিণা নেবে নাকি ?"

বঙ্কিম। না নিলে চল্‌বে না ভাই, গাড়ী ভাড়া একটা টাকা দিতে হবে। তিন ভাইয়ের রোজগার দেখ্‌ছি ৷৵০ আনা; বাকি ।০ আনা কি পকেট থেকে দেবো ?

দক্ষিণা ।০ আনা হিসাবে বিতরিত হইতেছিল। সত্য সত্যই তাঁহার দুই হাতে দক্ষিণা দেওয়া হইল, তিনিও তাহা সানন্দে পকেটে পুরিলেন। এ আমোদ আজ কাল কয়জন করিতে পারেন ?

এই উপলক্ষে আর একটি রহস্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ সরকার ও তাঁহার কৃতীপুত্র অক্ষয় চন্দ্র আহারে উপবিষ্ট। ভুলক্রমে অক্ষয় দাদা গঙ্গাচরণ বাবুর পার্শ্বে দক্ষিণ মুখে খাইতে বসিয়াছিলেন। গঙ্গাচরণ বাবু উত্তর মুখে উপবিষ্ট একটি ভদ্র লোককে তাঁহার স্থানে বসাইয়া

আপনি সেই খানে বসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়াছিলেন বাবু দ্বারকা নাথ মিত্র মুন্সেফ—(পরে ইনি ডিষ্ট্রীক্ট জজ হইয়াছিলেন) তিনি বলিলেন "ওদিকে বসিলেন যে ?" গঙ্গাচরণ বাবু সহাস্যে বলিলেন "দেখিতেছ না পুত্র দক্ষিণ মুখে বসিয়াছে, সুতরাং আমার উত্তর মুখে না বসিলে দোষ খণ্ডন হয় কৈ ?"

হো হো শব্দে হাস্যর তরঙ্গ উঠিল। শেষে অক্ষয় দাদা উঠিয়া উত্তর মুখে বসিলেন। এ রহস্যপ্রিয়তা অধুনা বড়ই বিরল হইয়া উঠিয়াছে, পিতা পুত্রে তখন যে ভাবে বিশুদ্ধ রসামোদ হইত, এখন আর তাহা দেখা যায় না।" *

পিতৃ মৃত্যুতে আমার জীবনে একটা ওলটপালট হইয়া গিয়াছিল। আমি এতই পিতৃ অনুরক্ত ও পিতৃ অনুগত ছিলাম। এখনও এমন দিন নাই যে দিন তাঁহাকে মনে না পড়ে, যে দিন ভক্তি অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা না করি। পিতা কাহারও চিরদিন থাকেন না, সুতরাং সে জন্য দুঃখ না হইলেও বড় দুঃখ হয় যে তেমন সরল প্রকৃতি রসামোদাপ্রিয় পিতার সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সংসার হইতে যাহা যায়, তাহা আর আসে না। হয় ত আর তেমনটী দেখিতে পাইব না।

চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন "প্রাপ্তেতু ষোড়শ বর্ষে পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ" এই ভাব আমাদের পিতা পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল, এখন আর সে ভাব বড় দেখিতে পাই না। বাপের মজলিসে ছেলে বসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আজ কাল তাহা আর বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি কিছু দিন সেই মহা ভাগ্য উপভোগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তবে পিতাকে ভাল করিয়া চিনিতে, তাঁহার নিকট কিছু শিক্ষা পাইতে, ভগবান আমাকে অবকাশ দেন নাই।

---

* বাবু তারকানাথ বিশ্বাস প্রণীত "বঙ্কিম বাবুর জীবন কথা।" হইতে উদ্ধৃত।

একটী মজার কথা বলি। ১৮৭৫ সালের প্রারম্ভেই আমার বিবাহ হয়। স্ত্রীকে পত্র লিখিবার জন্য খানকায়েক খামে আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম।

একজন পেয়াদা নিত্য প্রাতে পোষ্টাফিস হইতে আমাদের পত্রাদি আনিত। সেদিনও আনিয়াছে সেই সঙ্গে আসিয়াছে আমার লিখিত খামের চিঠি। পিতা পত্র দেখিয়াই সমস্ত বুঝিয়াছেন, কিন্তু একটু রঙ্গরস না করিলে যে মানায় না, তাই আমায় তলপ পড়িল। যাইয়া দেখি তিনি পত্র খানি হাতে করিয়া সহাস্য বদন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন "ব্যাপারখান কি, আপনাকে আপনি পত্র লিখিতে আরম্ভ করেছ নাকি?" আমি আর তাহার কি উত্তর দিব। আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন "বাগবাজার পোষ্টাফিশের ছাপ দেখ্‌ছি, তবে বুঝি তোমার চিঠি, নিয়ে যাও।"

আমি পত্রখানি লইয়া লজ্জাবনত মুখে প্রস্থান করিলাম। তখনও তাঁহার প্রশান্ত বদনে মধুর হাসি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলি এমন বন্ধু ভাবে এখন আর পিতা পুত্রের রসামোদ দেখিতে পাওয়া যায় কি? সুযোগ পাইলেই দেখিয়াছি, দুটা হাসির কথা উঠিত। তিনি চিরানন্দময় ছিলেন। আজ বুড়া হইয়াও তাঁহার কত কথা মনে পড়ে।

পিতা গম্ভীর প্রকৃতির রাশ-ভারি লোক হইলেও হাস্যরসে রসিক ছিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিলে অতিবড় দুঃখীও হাসিতে থাকিত। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার কাছে যাইতে যেন কেমন একটা ভয় হইত; কথার উপর কথা কহিতে সাহস হইত না। আমি অবসর ও সুযোগ পাইলেই তাঁহার কাছে থাকিতাম।

যাক্, অনেক কথাই বলা হইল, এখন পিতৃদেব সকল সম্প্রদায়ের লোকের কিরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ St

George Fenimore B. A প্রণীত Essay on Justice হইতে নিম্নে সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"There is a judge who sits in justice'fane,
He's known to all and **Biswas** is his name.
This man of men whose candid virtues glow,
May foremost rank in goodness here below
To do what's just—'tis at this mark he stays,
And his decisions proudly merit praise.
As soars the lark to ether far on high,
Where purer glory bathes the lucid sky,
So does his mind to equity arise,
And leave behind all dark and vapoury skies.
Pois'd far above the nonsense of this Ball,
He lives content and loves and succours all.
E'en tho' a man, he seems of equal mould,
With that Archangel, who in days of old,
Releas'd the Hebrew from tyrants' chains,
And led him forth without the city plains.
Atlantic depths by patience I might sound,
And distance measure on rugged ground,
The heights of hills by art I might survey,
And mines disclose upon the public way,
But I confess O Sacred Judge in thee,
That there are virtues measureless by me.

Thy virtues O my friend by God were giv'n.
They'll lead you on, till you repose in heav'n"

*   *   *   *

"O sacred justice! When from pow'r you're hurl'd,
War's bloody engines waste, pollute the world.
America in desolation lies.
Humanity in all her nature dies,
Man s sacred blood has drench'd her hills and plains.
And no soft feeling in her race remains;
Revenge or death is still the battle cry;
And, 'neath the sound whole myriads still must die;
A mighty people in their ire do fall,
And crimson graves embrace and cover all,
O Righteous heaven come soothingly and bland,
And smile propitious over the bleeding land,
Bid carnage cease, in peace let rest the slain.
Bid Justice rise and Commerce smile again.
Why are men fools and why in fields engage?
Why are they * * in this dulcet age?
Is there no man in all the race of earth,
In whom true reason finds a second birth?
Yes there is one—perhaps there may be more,
But one there is, he's judge of Berhampore.
If warring men true prudence can discern,

From stainless **Biswas** prudence they can learn,
In Him a judge and umpire they will find,
And in his actions see a mighty mind.
Were all men such as he, the warriors breast,
From ire and bloodshed would repose and rest.
The world to peace and comfort would be giv'n,
And **Biswas** reign as Angels live in heav'n
Dear hallow'd Judge! the more I muse on thee,
The more amazement wraps itself round me
O more than man! O cherub full of grace
Blest ornament and Orb of Adam's race"

দশম অধ্যায়।

স্বজাতি-প্রীতি।

স্বজাতির উন্নতিকল্পে দিগম্বর চিরদিন যত্নশীল ছিলেন। গেজেট দেখিয়া কয়জন স্বজাতি-সন্তান পাশ হইল, তাহা সাগ্রহে দেখিতেন, কিন্তু তখন কয়টাই বা সদ্গোপ পাশ হইত? হইবার কথাও নয়, কারণ তৎকালে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার চর্চ্চা বেশী ছিল না। সেই জন্য স্বজাতিমধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তাঁহার সে ইচ্ছাও ছিল, চেষ্টাও ছিল। তাহার সাহায্য লাভ করিয়া অনেক সদ্গোপ যুবক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুই একজন উকীলও হইয়াছিলেন।

তখন সদ্গোপদের মধ্যেও কুলীন-মৌলিক লইয়া বিদ্বেষ ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি আদৌ ইচ্ছা করিতেন না যে, কুলীনরা মৌলিকদিগকে বা মৌলিকরা কুলীনদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে। যাহাতে উভয়পক্ষের মধ্যে সদ্ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহাই তাঁহার মনোগত বাসনা ছিল। তিনি বলিতেন যে, সকল জাতির মধ্যেই কুলীন মৌলিক আছে, নাই কেবল নীচ জাতির মধ্যে। এইরূপ পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখার মধ্যে ঈর্ষা আছে। এই ঈর্ষা পরিপোষণ করিয়া জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কুলীন চিরদিনই কুলীন থাক্‌বে, তোমরা বল্‌বে, আমরা মানিব না;

তাতে কিছু আসে যায় না। আজকাল অনেকে ব্রাহ্মণ দূরে থাক, ঠাকুর দেবতা পর্য্যন্ত মানে না। তাতে ব্রাহ্মণও ক্ষয় না, ঠাকুরও কান্নাকাটি করেন না। আমার মনে হয়, শিক্ষায়, সৌজন্যে আর সহৃদয়তায়—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইতে পারে। সেই চেষ্টাই প্রশস্ত। গণ্ডাকতক লোকের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষী ক'রে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করা বা জাতীয় উন্নতির পথ ইচ্ছা ক'রে ৫০ বৎসর পেছিয়ে যাওয়া নিতান্ত দুঃখের বিষয়।"

যখন ক্যাম্বেলসাহেব বঙ্গের ছোটলাট হইয়া আসেন, তখন দিগম্বর বড় আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার হইতে সদ্গোপদের মধ্যে অনেকের ভাল চাকরি করিয়া দিবেন। ঈশ্বর তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করেন নাই। অল্পদিন মধ্যেই তাহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

স্বজাতির কোন লোকের উচ্চ পদপ্রাপ্তিতে দিগম্বর বড়ই আহ্লাদিত হইতেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ তারকনাথকে লিখিত তাহার একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

BURDWAN

20—7—76

My dear Taraknath.

I am glad to hear from Rev. Lal Behari De that you are prosecuting your studies, with great attention. You should read well and pass the University Examina-

tions up to the highest grade so as to create a name for our family. It matters not in which profession you enter here-after, but University Honours you must have.

It is a pity that very few Sadgopes have passed the B. L. examination this year. One Koylash soor of Degunsar came here lately for help. He has passed the B. L. examination and has joined the Hooghly Bar I have promised to do something for him. Bhooban Ghose, who was a pleader here, and is a Sadgope by caste, has become a Moonsiff at my recommendations. I wish there were more Sadgope pleaders, whom I could help. Trust you are well. I am well and fit.

Yours affectionately

Sd—Degumber Biswas.

পত্রে উল্লিখিত বাবু কৈলাসচন্দ্র সুর মহাশয়ের কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, তবে ভুবন বাবু নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে সবজজি করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এখন কোথায় আছেন সে সংবাদ জানি না। ভাললোকের মুখে শুনিয়াছি যে, দিগম্বর বাবুর কথা উঠিলে ভুবনবাবু শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতেন। জমিদার ও হাইকোর্টের উকিল বাবু মনোমোহন ঘোষ বলিয়াছিলেন যে ভুবন বাবু বলিতেন "দিগম্বর বাবুর মত পরপোপকারী লোক আর আমি দেখিনাই। আমাদের স্বজাতির দুর্ভাগ্য যে তিনি আর কিছু দিন বাঁচেন নি।"

একাদশ অধ্যায়।

বন্ধুবাৎসল্য।

লোকে বলে যে কৃপণের বন্ধু থাকেনা। কথাটা খাঁটী সত্য। দিগম্বরের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে তাঁহার বৰ্দ্ধমানের বাসায় দুই জন পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যা এত অধিক হইত যে, তিনটি বৈঠকখানা ঘরেও কুলাইতনা, তাই তাঁহার বাসার সংলগ্ন আর দুইটী বাসা ভাড়া লইতে তিনি বাধ্য হইযাছিলেন। একটী ছিল Guest house, আর একটী ছিল চাকর ও অপরাপর লোকের বাসের জন্য। অনেক গণ্য মান্য লোককে সপরিবারে দিগম্বরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। এমন কি রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর প্রমুখ সম্ভ্রান্ত লোককেও সপরিবারে দিগম্বরের Guest houseএ থাকিতে দেখিয়াছি। যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক পশ্চিম যাইতেন, তিনিই দুই একদিন দিগম্বরের বাসায় থাকিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, জজ দ্বারিকানাথ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় দিনবন্ধু মিত্র, স্বনামখ্যাত ভূদেব, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়া, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কত নাম করিব, সকলেই

তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সকলেই দিগম্বরের বাসায় দুই একদিন কাটাইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন।

গঙ্গাচরণ বাবু মধ্যে মধ্যে বর্দ্ধমানে দিগম্বরের বাসায় বেড়াইতে আসিতেন। দুই বন্ধুতে নানা কথাবার্ত্তা হইত। বাজে কথা অপেক্ষা সাহিত্যচর্চ্চাই অধিক। হাববার্ট স্পেনসারেব সমাজ তত্ত্ব ও Political Economy লইয়া কত তর্কবিতর্ক হইত। লোক জন না থাকিলে উভয়ে সেক্সপিয়ারের কোন না কোন গ্রন্থের আবৃত্তি করিতেন। সে আবৃত্তির যে কি বিশেষত্ব ছিল, তাহা লিখিয়া বুঝান যায়না। তাঁহারা উভয়েই কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন। এই রিচার্ডসনের নাম শিক্ষিত সমাজে কখন লুপ্ত হইবে কিনা জানিনা। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকলে একদিন রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আমি ভারতবর্ষের সমস্ত ভুলিতে পারিব, কিন্তু তুমি যে সেক্সপিয়ারের আবৃত্তি করিলে, এ আবৃত্তি কখন ভুলিতে পারিব না।

দেবানন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত Retired Sub-Judge একদিন গল্প করিয়া ছিলেন যে, প্রথম যখন মুনসেফ হই, তখন মনে করিয়াছিলাম আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম বালোড়নিবাসী দিগম্বর বাবুর মত বহু বন্ধুবান্ধব করিতে হইবে; একটু Forward হইয়া সাহেবদের সঙ্গে মিশিতে হইবে। কিন্তু শেষে দেখিলাম, সাহেবেরা মিশিতে চায় না। বাঙ্গালী বড় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও বহু ব্যয়সাধ্য। তাই উভয় আশাই

ত্যাগ করিলাম। দিগম্বর বাবুর মত সবজজের প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের, প্রধান অন্তরায় ছিল,বোধ হয় তাঁহার বহুল বন্ধুবান্ধব। কথা নিতান্ত অসত্য নয়।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র ব্রহ্মচারী তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। বন্ধু বলিলে সে বন্ধুত্ব বেশ বুঝা যায় না। অক্ষয় বাবু যখন নূতন উকিল, আয় কম, তখন দিগম্বর তাহার অনেক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার দুই সহোদর নীলমণি ও মধুবাবুর শিক্ষার ভার অনেকটা দিগম্বরের উপরছিল। নীলমণি বাবু জামালপুরে রেলকোম্পানির ডাক্তার হওয়া অশেষ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইঁহারই পুত্র কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

অক্ষয় বাবুর পুত্রগণও কৃতী। পান্নালাল বাবু C. I. D, বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রফুল্ল চন্দ্রকুমার ব্রহ্মচারী জামালপুর ট্রাফিক আফিসের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। তিনি বলেন,—তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর দিগম্বর বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন. তিনি নিয়মিতরূপে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। আজ দিগম্বরের জীবনী প্রকাশিত হইতেছে শুনিয়া তিনি অতীব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছেন।

ঐ চন্দ্রকুমারের খুল্লতাত মধু বাবু কোন কার্য্যোপলক্ষে জজ গুরুদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কথায় কথায় বলিয়াছিলেন "দিগম্বর বাবু আপনার বন্ধু ছিলেন।" ইহাতে

তিনি মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "ও কি কথা। Friendটা খাঁটী ইংরাজী জিনিষ, তিনি আমার 'সেরূপ Friend ছিলেন না। আমার পরমাত্মীয় ও পরম হিতৈষী ছিলেন।" আর একজনকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার যশোগান করিতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার নাম বাবু করুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সবজজ। তিনি হাসিমুখে স্বীকার করিতেন যে তিনি কিছুদিন বহরমপুরে দিগম্বর বাবুর বাসায় থাকিয়া ওকালতি করেন, এবং শেষে তাঁহারই কৃপায় চাকরী পাইয়া ছিলেন।

অহঙ্কারবিবর্জ্জিত কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ উন্নত মনের এমন নিদর্শন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিতে সম্ভবে না। তাই আজিও ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, তাই আজিও ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য!



দ্বাদশ অধ্যায়।

দান-শীলতা।

লোক বাছিয়া অনেকে দান করিয়া থাকেন। কেহ বা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বর্গের দ্বার খুলিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা বাহবা পাইবার আশায় দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দিগম্বরের প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভাবে দান করা ছিল, জাতি-বর্ণ-স্বদেশী-বিদেশী বাছ-বিচার ছিল না, বিপন্ন হইলেই হইল, দিগম্বর তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

একটা ঘটনার কথা বলি। মাসের শেষ, হাতে টাকা নাই, নাজিরের নিকট ৫০৲ টী টাকা ধার করা হইয়াছে এবং দুইটী থাকে টাকাগুলি সাজান আছে। এমন সময় একটী কন্যাদায় গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। পরিচয়ে বুঝিলেন, প্রার্থী একজন বিপন্ন অথচ প্রকৃত পণ্ডিত। ব্রাহ্মণকে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া দিগম্বর বলিলেন, "আমি সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী, আমার কাছে বেশী কিছু পাইবার আশা নাই।" এই বলিয়া সেই ধারকরা টাকা হইতে ২৫টী টাকার একটী থাক সরাইয়া দিয়া বলিলেন "যান, নিয়ে যান।" ব্রাহ্মণ টাকাগুলি লইয়া বলিল "বাবা, এতেও হবে না।

কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, আর কি ব'লবো।" দিগম্বর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাকী ২৫টি টাকাও দিলেন। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিযা চলিয়া গেলে দিগম্বরের বিশিষ্ট বন্ধু বাবু অক্ষয়চন্দ্র ব্রহ্মচাবী যিনি সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন "দিগম্বব শেষটা কি পাগল হবে, ধার ক'রে টাকা এনে সর্ব্বস্ব দান!"

দিগম্বব হাসিয়া বলিলেন "সত্য, কিন্তু ওব অবস্থাটা ভেবে দেখেছ কি? সমাজই যে দেশটাকে খেলে তার উপায় কেউ ত করে না।"

অক্ষয বাবু বলিলেন "সে ভাব দেশেব, সমাজের; তা ব'লে তুমি ছেলেদের মুখ চাইবে না, এমনি করে সর্ব্বস্বান্ত হবে?"

দিগম্বর আবাব হাসিতে হাসিতে বলেছিলেন "যাঁব প্রেবণায় আমাব এই প্রবৃত্তি, আমি সেই অভ্রান্ত মহাপুরুষের হাতে আমার পরিবাববর্গের ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।" তাহাব পর তর্জ্জনীটী নাড়িয়া বলিলেন "You will see Akshoy, that my children will any how get on."

অনেকে হরি হরি করেন, রামায়ণ, মহাভারতও পড়েন, কিন্তু দিগম্বরের মত ঈশ্বরে আত্মনির্ভরতা কয়জনার আছে? একেই বলে, সকল কার্য্য "শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণ মস্তু।" এইত আন্তরিক নিবেদন, লোকভুলান বাজে কথা নয়।

তাঁর আশীর্ব্বাদে সত্যই তাঁর কোন সন্তানের কোন অভাব

ছিলনা বা নাই। পৌত্রেরাও কৃতী, সম্ভবতঃ তাহাও সেই আশীর্ব্বাদের ফল। *

বহরমপুরে একদিন রবিবারে দিগম্বর বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী ইংরাজ-যুবক আসিয়া কিছু খাদ্য চাহিল। দিগম্বব তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার করাইয়া বলিলেন, "কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, তুমি একজন পণ্ডিত লোক, কিন্তু এমন দশা হবার কাবণ কি?"

যুবক তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার বাপ নাই, মা নাই, অক্সফোর্ডে পড়িতাম, বি এ পাশ দিয়া শিক্ষা বিভাগে চিহ্নিত (Covenanted) চাকরী পাই। কিন্তু সেই সময় আমাব স্নেহময়ী জননী মাবা যান। শোক বড় প্রবল হওয়ায় তাহা দমন করিবার অভিপ্রায়ে সুরাপানে রত হই। শেষে নেশার দাস হয়ে চাকরী পর্য্যন্ত হারিয়ে এই অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্চি।"

দিগম্বরের করুণ হৃদয় গলিয়া গেল। সেইদিন হইতেই সেই সাহেব তাঁর সংসাবেব একজন হইয়া উঠিল। তাঁর জন্য বাসা ভাড়া হইল, বাবুর্চি নিয়োজিত হইল। নিত্য পরিমাণ মত মদ পর্য্যন্ত পাইতে লাগিলেন। এই যুবকের নাম ছিল Edward St. George Fenimore.

ফেনিমোর দিগম্বরের চেষ্টায় বহবমপুর কলেজে একটিনি হেডমাষ্টারি করেন, জজকোটের হেডক্লার্ক হন, শেষে একটী

* প্রজাপতিতে প্রকাশিত দিগম্বরের জীবনী হইতে উদ্ধৃত।

রাজষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

একবার পূজাবকাশে ফেনিমোর দিগম্বরের স্বগ্রাম বালোড়ে আসেন। বাটীতে দুর্গোৎসব,আরতির সময় দিগম্বর গললগ্নীকৃত বাসে করজোড়ে দণ্ডায়মান। ফেনিমোরও তাঁহার অনুকরণে তদ্রূপ ভাবে গলায় রুমাল দিয়া দাঁড়াইয়া। দিগম্বর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, সাহেবও প্রণাম কবিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল "তুমি হিন্দুব দেবতাকে প্রণাম কর্‌লে কেন?" সাহেব তখনি উত্তর দিল"আমার মনে হয় দিগম্বর বাবু যা করেন, তার অনুকরণ করা সকল ভদ্রলোকেরই কর্ত্তব্য।" শিক্ষিত ইংরাজ হৃদয়ে এমন ভাবের আবির্ভাব দিগম্বরেরই গৌরব কীর্ত্তন করে।

এই ফেনিমোর শেষে মদ ছাড়িয়াছিল, দশজনের একজন হইয়া উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু দিগম্বরকে দেবতাজ্ঞানে চিরদিন পূজা করিত। আমরা তাহার একখানি পুস্তক হইতে নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। খাস বিলাতি সাহেবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কত অধিক, পাঠক তাহার বিচার করুন।

When I came here (a poor and helpless man)
Misfortune bound me with her with'ring ban.
To all my wants you nobly did attend,
And prov'd yourself my Guardian, and my friend.
Blest hour of hope! I never will despair,

I'll fight life's fight, and onward bravely dare.
I have found a friend—a trusty friend indeed,
Who eas'd my troubles, and relieved my need.
His good advice around my soul cast rays,
And I myself reclaim'd from evil ways,
Revere him Angels in your halls above,
And O you Cherubs fold him in your love.
Bless him you Heav'ns ! O bless till time is o'er
Till memory dies in E. S. F—i—more

একবার মুর্শিদাবাদে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। মিশনারী Rev. Hill সাহেব দিগম্বরের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে প্রতি সপ্তাহে দুঃস্থ লোকদিগকে অন্ততঃ ৫০০৲ টাকা দান করা আবশ্যক। মিশনারীরা ১০০৲ টাকা দিতেন, দিগম্বর দিতেন ২৫৲ এবং বাকী টাকা উঠিত চাঁদায়। প্রতি রবিবারে হিল সাহেব দিগম্বরের বাসায় আসিয়া উভয়ে টিকিট দেখিয়া লোকদিগের কাহাকেও অর্থ, কাহাকেও বস্ত্র দান করিতেন। একজন সবজজের পক্ষে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য দান মাসিক ১০০৲ টাকা বোধ হয় কম নহে।

তাঁহার বর্দ্ধমান অবস্থান কালেও একবার তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়; এবং স্থানে স্থানে কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা হয়। সেবার দিগম্বর এককালীন ২৫০৲ টাকা দান করেন এবং যতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল ততদিন মাসে ৫০৲ টাকা হিসাবে দিয়াছিলেন। তৎকালীন স্পেশাল সব্ রেজিষ্ট্রার সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও

(বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় সহোদর) যতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা করিয়া দিতেন। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ২০০৲ টাকা মাত্র। তাই মনে হয় দান মনের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, সামর্থ্যের উপর নয়।

এই দুর্ভিক্ষের সময় দিগম্বর আদালত হইতে বাসায় আসিবার সময় বৃক্ষমূলে একটী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে রোদন করিতে দেখিয়া জানিতে পারেন যে তাহার বাপ মা তাহাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি সযত্নে সেই বালিকাকে স্বগৃহে লইয়া যাইয়া লালনপালন করেন এবং বয়স্থা হইলে যথেষ্ট খরচ পত্র করিয়া তাহার বিবাহ দেন। বালিকার নাম ছিল "নন্দরাণী।" নন্দরাণী আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাহার পুত্র কন্যারা বর্ত্তমান আছে। একবার এই নন্দরাণীর নিউমোনিয়া হয়। দিগম্বর কয়েক দিন সারারাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা করিয়াছিলেন এবং একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহার চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে দিগম্বরের মাতৃ-বিয়োগ হয়। দিগম্বরের অত্যধিক মাতৃভক্তি ছিল। জননীর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। তখন তাঁহার ৮০০৲ টাকা বেতন। শুনিয়াছি, এই শ্রাদ্ধে ১০।১২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। দুইটী রূপার ষোড়শ এবং আরও ২।৩টী পিতলের ষোড়শ হইয়াছিল। আজকাল দেখা যায়, ভাড়া করিয়া রূপার ষোড়শ করিয়া লোকে মান রক্ষা করেন, সে নীচ প্রবৃত্তি দিগম্বরের ছিল না। ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতেরা নগদ টাকা, প্রমাণ পিতলের ঘড়া, একথালা সন্দেশ ও চিনি এবং ষোড়শ কাটা রূপা বিদায় পাইয়াছিলেন। অনেক দূরদেশান্তর হইতে ভাল ভাল অধ্যাপকপ্রভৃতির সমাগম হয়। ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্রের পৌত্র উমাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদায়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি নৈয়ায়িক, অথচ বিশেষ কাব্যরসজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে তিনি উত্তরপাড়ায় আবদার করিয়াছিলেন যে, "বিচারের ফলে বিদায়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে" সে কথা রক্ষা পায় নাই। তাই তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং দিগম্বরের চেষ্টায় তাঁহারই সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন। এই উমাচরণ তারকনাথের জননীকে "মা" বলিয়াছিলেন এবং প্রভূত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন।

কাঙ্গালী বিদায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। হুগলী, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণীপ্রভৃতি স্থানে ঢেঁটরা দিয়া কাঙ্গালী আনান হয়। শুনিতে পাই, প্রভূত কাঙ্গালী জুটিয়াছিল। কাঙ্গালী বিদায়ের পূর্ব্বদিন দিগম্বর তাঁহার নায়েব যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকিয়া বলেন, "কাঙ্গালীদের জন্য তোমরা কি ব্যবস্থা করেচ?" যাদব উত্তর দিলেন, এক মালসা চিঁড়া মুড়কি আর নগদ দুই আনা। ইহাতে দিগম্বরের মন উঠিল না, বলিলেন, "কত কাঙ্গালী হবে বল্‌তে পার?"

"আন্দাজ হাজার বারশো।"

"বেশ, কিন্তু তোমরা এই হাজার বারশো কাঙ্গালীকে লুচি-সন্দেশ খাওয়াতে পার নাকি? যদি তা পার, তাহ'লে আমার মনে হয়, আমার স্বর্গগতা জননীর অতুল তৃপ্তি সাধন হবে।"

সেই ব্যবস্থাই হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে কাঙ্গালী খাইতে লাগিল এবং তাহাদেব তৃপ্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ হরিধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। দিগম্বর গলায় কাপড় দিয়া যোড়হস্তে তাহাদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, আর হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসিত প্রাণে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। আজও বালোড়ের নিকটবর্ত্তী গ্রাম দেবানন্দপুব, রাজহাট প্রভৃতির বৃদ্ধ লোকেরা সেই শ্রাদ্ধেব কথা উল্লেখ করেন।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দ্বারস্থ হইবার প্রথা তখনও ছিল, এখনও আছে। সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন দিগম্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃত লাল। আব যত বাগ্‌দী,ঢুলে ও গরীব স্বজাতি ও অন্যান্য জাতির বাটী গিয়াছিলেন স্বয়ং দিগম্বব। ইহাতে দিগম্বর খাট না হইয়া বড়ই হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু কাঙ্গালীবিদাযেব দিন তিন শত টাকার পযসা চুরি যায়, দিগম্বব চিন্তিত হইলেন। সহর নয় যে টাকা ভাঙ্গাইয়া পযসা আনা হইবে। এমন সময় দিগম্ববের বন্ধু সাহাগঞ্জের জমিদার নন্দী মহাশয়দের একটী বাবু পাঁচ শত টাকার দোয়ানি পূর্ণ একটী থলিয়া দিগম্বরের হাতে দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, এই নাও পাঁচশো টাকার দোয়ানি। বৃহৎ কার্য্যে এমন গোলমাল হয় বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" ভাবুন সে কালের বন্ধুর আনুরক্তি,

দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতি। এই মহানুভব নন্দীমহাশয় সম্বন্ধে আরও কিছু পরে বলিব।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে দিগম্বররা তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছিলেন সুখময় পুলিস দারোগা, কনিষ্ঠ কালীচরণ ছিলেন জজ কোর্টের উকিল। কিন্তু উভয়েই অপুত্রক অবস্থায় মারা যাওয়ায় দিগম্বরই তাঁহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তাঁহারা কেহই জীবিত ছিলেন না।

মাতৃশ্রাদ্ধের টাকা, দিগম্বরের সঞ্চিত অর্থে নয়, ঋণ করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু দিগম্বরের এমনি সৌভাগ্য যে তিনি অচিরে ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করেন। তখন মগরার নিকটবর্ত্তী সুলতানগাছার ৺মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খুব ভাল সময়, কিন্তু সুলতানগাছা দিগম্বরের জমিদারিভুক্ত ধুলিয়াড়ার একটী মৌজা। তাই তাঁহারা দশ কি বার হাজার টাকা সেলামী দিয়া উক্ত গ্রাম দর পত্তনি গ্রহণ করেন এবং সেই সুযোগে দিগম্বর ঋণদায় হইতে মুক্তি লাভ করেন।

এই সময় তাঁহার পত্তনি তালুক গোস্বামী মালপাড়ার কতিপয় গোস্বামী আসিয়া বাকী খাজনার রেহাই পাইবার প্রার্থনা করেন। দিগম্বর মাতৃশ্রাদ্ধের দক্ষিণাস্বরূপ তিন বৎসরের সমস্ত বাকী খাজনা রেহাই দেন। তাই বলি, অর্থ যে সংসারের পরম পদার্থ এ ধারণা দিগম্বরের আদৌ ছিল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্বর্গারোহণ।

নয়মাস সুখ্যাতি ও দক্ষতার সহিত জেলার জজিয়তি করিয়া দিগম্বর বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হাঁপ ছাড়িবার প্রধান কারণ যে, তাঁহাকে সেসন কোর্টে নরহত্যাকারীর বিচার করিতে হয় নাই। জেলার জজ হইবার ইচ্ছা দিগম্বরের আদৌ ছিলনা, তাহার প্রধান কারণ জেলার জজকে ফাঁসার হুকুম দিতে হয় বলিয়া। বাঁকুড়ায় যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে "যদি তেমন তেমন দেখি তাহা হইলে যেমন করিয়া পারি চলিয়া আসিব।" বর্দ্ধমানে আসিয়াই শুনিলেন যে তাঁহাকে শীঘ্র জেলার পাকা জজ করিয়া আবার সেই বাঁকুড়ায় পাঠান হইবে, তাই তিনি ইডেন সাহেব ও হাইকোর্টের জজদের সমীপে তাঁহার আতঙ্কের কথা জানাইলেন এবং নিতান্ত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, যেন তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঁকুড়ায় পাঠাইয়া বিপন্ন করা না হয়। তাঁহারা সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও দিগম্বর তাহা উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, "আমরা বড়ই ভ্রান্ত, নিত্য কত ছয়কে নয় করিয়া, নয়কে ছয় করিয়া বসিয়া থাকি, আমাদের পক্ষে সেই ভ্রান্ত বুদ্ধির দ্বারা ফাঁসী দেওয়ার মত অপরাধ আর নাই। দেওয়ানি মোকদ্দমার ভুল হইলে, তাহার হাইকোর্ট আছে,

বিলাত আপিল আছে, কিন্তু মানুষের প্রাণ নিলে তার আপিল কোথায় হইবে তাহা ভাবিয়া পাই না।”

সেই সময় সবজজ হইতে হাইকোর্টের জজ হইবার কথা ভিতরে ভিতরে একপ্রকার ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে, তাই আর তাহাকে বেশী পিড়া পিড়ি করা হয় নাই, অথচ জেলার জজয়তিও অপর কাহাকে দেওয়া হইল না। দিগম্বরের মৃত্যুর কিছুদিন পরে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল আবার সেই বাঁকুড়ায় একটিনি জজিয়তি করিয়া পারমানেণ্ট হইয়াছিলেন। আর হুগলী ছোট আদালতের জজ বাবু মহেন্দ্রলাল বসু সব্ জজ হইতে হাইকোর্টের অস্থায়ী জজ হইয়াছিলেন।

দিগম্বর যথা সময়ে হাইকোর্ট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আবার নূতন করিয়া আইন কানুন দেখিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং পরিশ্রম অত্যধিক হইতে লাগিল। সরকারী কার্য্য যাহা আছে তাহা ত করিতেই হইত, তাহার উপর আবার অধ্যয়ন। এই সময় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাসায় আসিয়া দেখিলেন, দিগম্বরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, তাই তিনি বলিলেন, “তুমি ছুটি নিয়ে ৫।৬ মাসের জন্য কাশীতে বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে আবার কিছুদিন যুঝিতে পারিবে, নতুবা এত পরিশ্রম এদেহে সহ্য হইবে না।”

বড় চিন্তার কথা, তথাপি দিগম্বর বলিলেন, “দেখ সব্ জজ থেকে হাইকোর্টের জজ হবে। আমারই বেশী আশা, তাই বলি, এ সময় ছুটী লওয়া কি ভাল ?”

বিদ্যাসাগর ভাবিলেন "তাইত।" বন্ধুর পদোন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন "সর্ব্বদাই বল ছেলেরা হুগলীতে অধ্যয়ন করে বলে তোমার মন ভাল থাকেনা, তাই এই সময় সেই হুগলীর ছোট আদালতে যাও না। কাজ কম, আর সে কাজ তোমার গায়ে লাগিবেনা।"

কথাটা বড় ভাল লাগিল, তাই সেই চেষ্টাই হইল এবং অল্পদিন মধ্যেই তিনি তৎকার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভের সংবাদ পাইলেন। এদিকে বর্দ্ধমানবাসীরা জানিতে পারিলেন যে, দিগম্বর বাবু শীঘ্র হুগলীতে যাইবেন, তাই তাঁহাকে সমাদরে বিদায় দিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। রাজবাটীতে তদুপলক্ষে আলোক মালা দিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গেজেটে তাঁহার বদ্‌লীর সংবাদ প্রচারিত হইল। সেইদিনই তিনি আদালত হইতে অসুস্থ হইয়া বাসায় আসিলেন এবং দেখিতে দেখিতে রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।

বাসায় লোকে লোকারণ্য, যত হাকিম আমলা মুহুর্মুহু সংবাদ লইতে আসিতেছেন। জজ মাজিষ্ট্রেটের চাপরাশী ছুটাছুটী সংবাদ লইয়া যাইতেছে, রাজবাটী হইতে অশ্বারোহী মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে আসিতেছে। সহরশুদ্ধ সকলেই আতঙ্কিত, বিমর্ষ, যেন একটা বিষাদছায়া সমগ্র সহর গ্রাস করিয়াছে। দোকান-পসারি সকলেই উদগ্রীব; সকলেই দিগম্বরের সুস্থ সংবাদের জন্য আগ্রহান্বিত। এটা ২৪শে এপ্রেলের কথা। রোগ দেখা দিল ২৩শে, সব ফুরাইল ১৮৭৭ সালের ২৫শে এপ্রেল বেলা

১টার সময়। সহরজোড়া একটা "হায় হায়" শব্দ পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই "এমন লোকও মরে গা" "একটা দিক্পাল চলে গেল" প্রভৃতি নানাপ্রকার মর্ম্মব্যথার করুণবাণী উত্থিত হইল। তখন দিগম্বর যে কৌচে শয়ন করিয়াছিলেন, তদুপরে সুন্দর শয্যা সুবিস্তৃত করিয়া তাঁহার নশ্বর দেহ পুষ্প সম্ভারে আবরিত করিয়া দামোদরতীরে লইয়া যাওয়া হইল। অনেক ভদ্রলোকে স্বেচ্ছাক্রমে সেই শবদেহ বহন করিয়াছিলেন, আর বহুলোক শবানুগমনও করিয়াছিলেন। কত পথের লোক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দিগম্বরের মৃতদেহকে শেষ নমস্কার করিলেন, কত বাজে লোক "হায় হায়" করিতে করিতে সেই শবদেহ দেখিতে ছুটিল। দরিদ্রবন্ধু অনাথসহায় দিগম্বরকে হারাইয়া কত কাঙ্গালী দুঃখী হৃদয়ভরা বেদনার তাড়নায় রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে সমস্ত আদালত বন্ধ হইয়া গেল। বর্দ্ধমান মহারাজের কাছারি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। তখন অনেকে দলে দলে দামোদর তীরে দিগম্বরের সৎকার কার্য্য দেখিতে ছুটিলেন।

তাহার পর দিন প্রাতে জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি অনেক গন্যমান্য লোক দিগম্বরের বাসায় তাঁহার সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

দিগম্বরের শেষ চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সিভিলসার্জ্জন জুবেয়ার (Jubert) সাহেব। বর্দ্ধমানের যাবতীয় চিকিৎসকগণ সর্ব্বদাই আসিতেন। তাঁহার পরম স্নেহভাজন ডাক্তার

গঙ্গানারায়ণ মিত্র ও জগদ্বন্ধু মিত্র মহাশয়েরা সর্ব্বদা উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলেন ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়। কিন্তু দিগম্বর যে কি রোগে মারা গেলেন তাহার স্থির-সিদ্ধান্ত হয় নাই। কেহ বলিলেন (Sunstroke), কেহ বলিলেন অন্য কথা, কিন্তু দুটা কথা এক হইল না। চিকিৎসা কার্য্যে কি বড় কি ছোট সকলেই অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, ইহাই দেখিতে পাই।

দিগম্বরের বড় বিশ্বাস ছিল চুঁচুড়ার তাৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তীর উপর। তিনি মৃত্যুর দিনে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন; তখন বেলা প্রায় দশটা। যাইয়া দেখিলেন দিগম্বরের শয্যা পার্শ্বে ডাক্তার সাহেব বসিয়া। দুই জনে কি কথা বার্ত্তা হইল, তাহাতে বুঝা গেল অবস্থা কঠিন। উপসর্গ আর কিছুই না, কেবল গাত্রদাহ। জ্ঞান মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল।

বেলা বারটার সময় আবার ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রোগীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখনও দিগম্বর সহাস্য-বদন।

ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দিগম্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "Cheer up Degumber, there is no cause for anxiety as yet."

দিগম্বর কিন্তু ক্ষীণ হাসির মৃদু আলোক বিকীরণ করিয়া বলিলেন—"I know Doctor, that my life is in its lowest ebb, but I die with the greatest consolation

that I never did wrong to any body. You now pray with me to God for his mercy and forgiveness for my life-long errors and short-comings."

দিগম্বরের মুখভাব তখন বড়ই সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সমবেত সকলে সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া আর কোন্ কথা বাহির হইল না।

সকলে চলিয়া গেলে ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "আপনি উইল করিবেন কি?" দিগম্বর বলিলেন "তবে কি আমার সময় খুব নিকট?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "তা নয়, তবে আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, দিনটা ভাল ছিল।" দিগম্বর বলিলেন "উত্তম, তবে স্বস্তি বচন হইয়া থাক না।"

সুতরাং কবিরাজ মহাশয় অন্য কথা পাড়িয়া বলিলেন "আপনার কি কষ্ট হইতেছে?"

দিগম্বর বলিলেন "কষ্ট কিছুই নাই, তবে গা হাত জ্বালা কর্‌চে। একটু বৃষ্টি হ'লে যেন সুস্থ হই, ভারি গরম।"

তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ ছিল, একটু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কবিরাজ মহাশয় সহাস্যে বলিলেন "পুণ্যবানের কথা ভগবানও শুনেন, ঐ দেখুন বৃষ্টি হইতেছে।"

জানালায় খস্‌খসের পর্‌দা দেওয়া ছিল। দিগম্বর বালকের মত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন "পরদা সরাও, আমি বৃষ্টি পড়া দেখি।"

তিনি ক্ষণেক স্থির দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, আর সব ফুরাইল।

যখন দিগম্বরের শব দেহ বাহিত হয়, তখনও আকাশে মেঘ রহিয়াছে। যেন রৌদ্রের প্রখর তাপ হইতে দিগম্বরের দেহ রক্ষা করিতে প্রকৃতির এই করুণ ভাব।

দিগম্বরের পরিবারবর্গ আরও পাঁচ ছয়দিন বর্দ্ধমানে ছিলেন। দিগম্বরের আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবের আন্তরিক সহানুভূতি তাঁহাদের অসীম দুঃখের আংশিক শমতা সাধন করিয়াছিল। বঙ্গের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি,কি হিন্দু, কি ইংরাজ,কি মুসলমান অনেকেই দুঃখজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজেদের মধ্যেও অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখেন।

সংবাদপত্র দিগম্বরের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ করিলেন, কোন কোন পত্রিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পর্য্যন্ত বাহির হইল। কিন্তু ইংলিসম্যান পত্রে প্রচারিত হইল—ছোট লাটের দুঃখপ্রকাশক পত্রের কথা। শেষে পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীতে সেই পত্রের সারাংশ মুদ্রিত হয়। তখন জানা গেল,ছোট আদালতের জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তৎকালীন ছোট লাট ইডেন সাহেব পত্র দিয়াছেন। জানিনা আর কয়জন সব-জজের মৃর্ত্যুতে ছোটলাট দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন।

বৈশাখ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই

অষ্টম। জমিদারীর টাকা কড়ি আদায়ের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, সুতরাং ঘরের টাকা কিছু বাহির না করিলে নয়, আবার সম্মুখে শ্রাদ্ধ। এদিকে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ আদৌ ছিলনা, তাহার উপর কয়লার কুঠি ক্রয় প্রভৃতির জন্য প্রায় চোদ্দহাজার টাকা দেনা। কিরূপ চিন্তার কথা, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঈশ্বর তখন তাঁহার অপার করুণা বিকাশ করিতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বালুচরের বাবু বুদ্ধসিং ধুড়ুরিয়ার নিকট ছয় সহস্র টাকা দেনা করা হইয়াছিল, তিনি সেই টাকা দিগম্বরের পুত্রদের নিকট লইবেন না বলিয়া জানাইলেন। "Degumber's School" দিগম্বরের স্কুল যখন উঠিয়া যায়, তখন স্কুলের সাজসরঞ্জাম বিক্রীত পাঁচশত টাকার কিছু অধিক, দিগম্বর তাঁহার পরম বন্ধু সাহগঞ্জের নন্দিবাবুদের গদিতে জমা দেন, সে সংবাদ কেহ অবগত ছিলেন না। তাঁহারা উপযাচক হইয়া সুদে আসলে প্রায় ২১০০৲ টাকা দিগম্বরের পুত্রদের প্রদান করেন। তাহার পর মহারাণী স্বর্ণময়ী ২৫১৲ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের কৈইয়ারা অনেকেই ১০১৲টাকা ও একখান কাপড় শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লৌকিকতা পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও নাকি অনেক টাকা উঠিয়াছিল। সুতরাং পুত্রেরা ঋণগ্রস্ত না হইয়াও সমারোহসহকারে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বন্ধুপ্রীতির ইহা একটী জীবন্ত নিদর্শন!

কিছু দিন পরে দিগম্বরের ঋণের কথা প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া সেই ঋণ

পরিশোধ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা তাহাতে সম্মত হন নাই।

দিগম্বর আর নাই, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি আছে। প্রস্ফুট পারিজাত শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌরভ যায় নাই। দিগম্বরের জীবলীলার শেষ হইয়াছে আজ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর; কিন্তু এখনও অনেকে তাঁহার গুণগ্রামের কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু অসময়ে দিগম্বর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্যের পূর্ণ উদয় কালেই তাঁহার পরমাত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা সত্যই বলিয়াছিলেন, "ইডেন সাহেব ছোটলাট হইবার পর দিগম্বর একদিন বলিয়াছিল 'এইবার আমার রাজত্ব আসিল, এখন হইতে ক্রমান্বয়ে যত ছোট লাট আসিবেন, সকলেই আমার বিশিষ্ট বন্ধু। এতদিন আমি মন খুলিয়া লোকের উপকার করিতে পারি নাই, এইবার করিব।' সুতরাং দিগম্বরের অকাল মৃত্যুতে সুধু তোমাদের নয়, অনেকের আশা-ভরসা নষ্ট হইল।"

দিগম্বর, তুমি তোমার যোগ্যধামেই গিয়াছ। তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম, তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞান, তোমার অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ ও সর্ব্বজনে সমবেদনা, তোমায় স্বর্গরাজ্যের বিশেষ উপযোগী করিয়াছিল, বলিয়াই আমার স্থির ধারণা।

অন্তিম বিদায়।

(সোমপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)

জজ দিগম্বর বিশ্বাসের মৃত্যু-উপলক্ষে

যাও যাও দেব চির শান্তিপুরে,
এ মব জগত ত্যজি,
ফেলিব না আর নয়নের জল
তোমাব শোকেতে মজি।
যদিও তোমার বিয়োগ স্মরিয়া
দহিয়া যেতেছে হিয়া,
তাপিত পরাণ জুড়াবে না আব
স্নেহ সুধারস পিয়া।
তথাপি পরাণ বাঁধিয়া পাষাণে
কাঁদিব না তব শোকে,
ভাবি—কয়জন আছে ভাগ্যবান
তব সম মর-লোকে।
কত বিধবার নয়নের জল
মুছায়েছ দয়াবশে;
কতই অনাথ দীনপবিবাব
তুষেছ করুণা-রসে।

কত হৃদয়ের তীব্র হাহাকার
ভুলেছে তোমার তরে,
কত দরিদ্রের দারিদ্র্য-যাতনা
ঘুচায়েছ দয়া ক'রে ।
তাই আজি শুনি গগন ভেদিয়া
উঠে হাহাকার ধ্বনি,
পুণ্য-স্মৃতি সেই নাহি দিগম্বর,
হৃদয় বিদারী বাণী ।
জড় জগতের যা কিছু সম্পদ্
উপভোগ করি শেষে ;
অপার্থিব সুখ ভুঞ্জিবার তরে
চলিলে অমর দেশে ।
যাও যাও দেব যাও গো তথায়,
যথায় যাতনা নাই,
রোগ-শোক জরা না আছে যেখানে
সেই সুখময় ঠাঁই ।
যাও সেই দেশে যাও দিগম্বর
সেই তব যোগ্য স্থান,
দেবের আরাধ্য দেব দিগম্বরে
মিশাইতে পূত প্রাণ ।



পরিশিষ্ট।

(ক)

বংশপরিচয়।

শুনিতে পাই এককালে বালোড় একটী গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ায় তাহার কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট আছে।

এই গ্রামটী হুগলী ষ্টেশন হইতে প্রায় দুইক্রোশ, ত্রিশবিঘা হইতে কিছুকম একক্রোশ এবং ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক একক্রোশ দূরবর্ত্তী। গ্রাম ও তাহার চতুঃপার্শ্ব আম, কাঁঠাল, কদলী প্রভৃতি বহুবিধ ফল বৃক্ষে পূর্ণ। উভয় পার্শ্বে দুইটী নদী অবস্থিত। একটী কুন্তী ও অপরটী সরস্বতী। কুন্তীতে বারমাস নৌকা চলে, কিন্তু সরস্বতীর শীর্ণ দেহ কেবল বর্ষার সময় দেখা দেয়।

বালোড়ের বিশ্বাসবংশ সুপরিচিত। এই বংশীয়েরা পূজার্চ্চনা, ব্রাহ্মণ-সেবা, ও ভাগবৎ পাঠ প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম বহুদিন হইতে অনুষ্ঠান করিতেন। দিগম্বর ৺শারদীয়া পূজা আরম্ভ করিলেও শ্যামা পূজা যে ইঁহাদের কত দিনের পূজা, তাহা অতি বৃদ্ধেরাও বলিতে পারিতেন না।

বিশ্বাস বংশ শাক্ত, সুতরাং পূজার সময় তাঁহাদের বাটীতে ছাগ বলি দান বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বলিদানান্তে গ্রামবাসী-দের অনেককে তাঁহাদের গৃহ চত্বরে "ও মা দিগম্বরী নাচো গো" বলিয়া নাচিয়া নাচিয়া এই আনন্দোৎসাহিত নাতিছন্দঃ গাহিতে শুনিয়াছি।

আমরা পর পৃষ্ঠায় এই বিশ্বাস বংশের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত একটী বংশ-তালিকা প্রকাশ করিলাম, যাঁহাদের সন্তানাদি নাই, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের নাম আর উল্লিখিত হয় নাই।

বংশতালিকা।

- কামদেব বিশ্বাস
  - রাম কিশোর
    - রামদুলাল
      - ফকির চাঁদ
        - কালি
      - যাদব
        - ক্ষেত্রনাথ
          - দণ্ডধারী
          - ঘনশ্যাম
          - পঞ্চানন
          - সতীশ
    - রাম প্রসাদ
      - রামধন
        - কেদার
          - আশু
          - ইন্দ্র
          - বিজয়
  - রামকান্ত
    - বেচারাম
      - সুখময়
      - **দিগম্বর**
        - অমৃত
        - তারকনাথ
          - সুরেন্দ্র
            - প্রমথ
            - পুলক
            - প্রমোদরঞ্জন
            - মিলন
            - জগন্নাথ
          - জিতেন্দ্র
            - [illegible]
            - [illegible]
          - নলিনীমোহন
            - নিশীথকুমার
            - ললিতকুমার
          - মোহিনীমোহন
            - কনককান্তি
          - অমরেন্দ্র
          - ধীরেন্দ্র
          - সন্তোষ
        - পূর্ণ
          - প্রফুল্ল
        - রাজেন্দ্র
          - মৃত্যুঞ্জয়
        - সত্য
          - বিজয়
          - নীলরতন
          - ফণীন্দ্র
      - কালি

রামদুলাল হৈয়াড়ায় বাস করেন। এই বংশের কৃতী সন্তান দণ্ডধারী সুনামের সহিত সব্‌জজি করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি তারকনাথের নিকট আত্মীয় এবং বন্ধু। রামপ্রসাদের পৌত্র ৺কেদার নাথ কোদালিয়ায় বাস করেন। তিনি হুগলীর ফৌজদারী আদালতে মোক্তারি করিতেন।

পিতৃমৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তারকনাথ কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। তিনি সুখ্যাতির সহিত District Sub-Registrarএর কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুত্রপৌত্রগণ সহ কলিকাতা বাগবাজারের ২৩১ নং ভবনে বাস করিতেছেন।

সমাপ্ত।



পরিশিষ্ট।

(খ)

আত্ম-নিবেদন।

দিগম্বর বাবুর জীবনী একপ্রকারে শেষ করিয়াছি। "একপ্রকারে" বলিলাম, কেননা তিনি পরোপকার করিবার জন্য যে অসম্ভব সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা নানাকারণে সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আর দিগম্বরের জীবনী শেষ হইলেও আমার সমস্ত বক্তব্য শেষ হয় নাই, তাই উপসংহার স্বরূপে আরও যৎকিঞ্চিৎ এই স্থলে সন্নিবিষ্ট হইল।

তারক আমা অপেক্ষা ৬।৭ বৎসরের ছোট, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তারক "আদরিণী" মাসিক পত্রিকা প্রচার করে; আমি তাহার নিয়মিত লেখক ছিলাম। সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার আলাপ ও পরিচয়। জানিনা তেমন আলাপ ও পরিচয় জগতে কয় জনার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। এ জগতে তাহার মত বন্ধু আমি পাই নাই। সুখে দুঃখে, অশনে ব্যসনে সে আমার চির সঙ্গী, চির সাথী, পরম হিতৈষীও চির শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার সহোদর ভ্রাতা বা একমাত্র আত্মজের নিকট আমি যে স্নেহ যত্ন, যে মায়া মমতা, আশা করিয়াও পাই নাই; তারকের কাছে তাহা অযাচিত ভাবে পাইয়াছি।

ভ্রাতাদের জন্য আমি পুলিশ ইন্সপেক্টারী ছাড়িতে বাধ্য হইয়া জীবন সংগ্রামে আর্ত্তস্বরে হা হা করিয়া বেড়াই। শেষে কেহ হতভাগার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। কিন্তু তারক নিজ ব্যয়ে নিজের প্রেস হইতে আমার "কৃষকসন্তান" "ইন্দ্রনাথ" প্রভৃতি গ্রন্থ ছাপিয়া দিয়া এক দিন জীবন ধারণের উপায় করিয়া দিয়াছিল। একবার বহুমূত্র রোগে

দেশে শয্যাশায়ী হইয়া জীবনের আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলাম। অর্থশূন্য, ভ্রাতাদের সাহায্যে বঞ্চিত, ঔষধ দূরে থাক্, আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত ছিলনা। সে বিপদে আমায় কোলে টানিয়া লয় তারক! আমার সকল অভাব মোচন করিয়া জগতে প্রকৃত বন্ধুর অকৃত্রিম স্নেহ যে কি পরম পদার্থ তাহা আমার শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত করিয়া দিয়া ছিল। একবার স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার অচল, ভীষণ বিভীষিকা মুখব্যাদানে আমাকে বিত্রস্ত করিয়াছিল। তখন অমার একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র B A পড়িতে ছিল। সব যায়—আমি যাই, স্ত্রী কন্যা যায়, পুত্রের আর শিক্ষা হয় না। এমন সময় তারকের পত্র পাইলাম যে তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্র নাথ Oriental Life Insurance আফিসে আমার একটী ৭৫৲ টাকা বেতনের চাকরী স্থির করিয়াছে। জিতেন্দ্র উক্ত আফিসের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি এবং সর্ব্বেসর্ব্বা। মহা বিপদে রক্ষা পাইয়া তারক ও তাহার পুত্রদের কত আশীর্ব্বাদ করিলাম। প্রায় একবৎসর সেই চাকরী করি। কিন্তু প্রবল বাতরোগে আক্রান্ত হওয়ায় সে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলাম। আমার জীবন চিরদিন হাহাকারে পূর্ণ। শুনিয়াছিলাম 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুঃখানি চ দুঃখানি চ' কিন্তু আমার ভাগ্যে এটা মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। "অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়" এই কথাই ঠিক ঘটিয়াছে।

তারক যখন শিয়ালদহের সব্‌রেজিষ্ট্রার তখন নিত্য আমরা উভয়ে মিলিত হইতাম। আমি তখন "বসুমতীর" সহকারী সম্পাদক। আমাদের মিলনস্থান ছিল জোড়াসাঁকোয় সাহিত্যিক প্যারীমোহন হালদারের বাসায়। আমাদের আর একটী প্রিয় বন্ধু তথায় নিত্য আসিতেন, তাঁহার নাম ডাক্তার সুরেন্দ্র কুমার দে L. M. S. বসুমতীর সংস্রব ছাড়িয়া 'বঙ্গবাসীতে' লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আর লিখিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু—

বাসীর বরদাবাবু আমায় নিয়মিতরূপে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ভগবান তাঁহাকে সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন। আর একটীর নাম করিব, তিনি এখন আরামবাগের ফৌজদারি আদালতের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীমান রাধিকাপ্রসাদ শেঠ। রাধিকা আমার ছাত্র। তাহার মত কৃতজ্ঞতা জ্ঞান অধুনা বিরল। রাধিকার ঋণ আমার অপরিশোধনীয়।

তারক নাথের পুত্রেরা আমায় জেঠামশায় বলিত। আমি একবারে তাদের সত্যিকার জেঠাই ছিলাম। তেমন আদর যত্ন আর সহৃদয়তা আমি কখন কোথাও খুঁজিয়া পাই নাই। আমাকে পাইলে যেন তাহারা কৃতার্থ হইত, আমিও সেইরূপ হইতাম।

আমার চির দারিদ্রের সংসার, ভাল মন্দ বিচার ক'রয়া খাইবার অবস্থা আমায় ঈশ্বর দেন নাই, তাই মুখ বদ্‌লাইতাম তারকের বাটীতে। অন্ন পূর্ণাস্বরূপিনী আমার সুহৃদপত্নী, আমায় কত কি খাদ্যসামগ্রী যত্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন। তারক চিরদিন ভাল খায়, বড় বাপের বেটা, তায় আবার পত্নী সঙ্গতিপন্ন পিতার একমাত্র কন্যা। উভয়পক্ষে কুল-সম্বন্ধ খুব উচ্চ। সুতরাং রন্ধন কার্য্যের নিপুণতা যদি সেখানে না থাকিবে, তবে আর কোথায় থাকিবে?

এই তারকনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিবার সাধ আমার বহুদিনের। কিন্তু তারক তাহা চায় না। বঙ্গবাসী "বঙ্গ ভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে তাহার জীবনী প্রকাশিত করিতে চাহিয়া তাহাকে বারংবার পত্র লিখিলেন, উত্তর পাইলেন না। বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার বি, এ, তাহার জীবনী প্রকাশ করিতে চাহিয়া কত পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই একই ভাব। শেষে জন্মভূমিতে তাহার জীবনী প্রকাশিত হয়। কে লিখিয়াছিলেন তাহা ঠিক জানিনা, তবে বোধ হয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ লাহিড়ী মহাশয়। অন্যও কত লোক তারককে কত পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী পত্র

নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের জীবনী প্রভৃতি লেখক রংপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

Dr. H. C Chakrabarty. RANGPUR.

24-7-16

সবিনয় নিবেদন—

বহুদিন পূর্ব্বে আপনাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাই নাই। আমি আপনার লেখার চির পক্ষপাতী। কিশোর বয়স হইতে মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর সহিত আমি পরিচিত কিন্তু মহাশয়ের পরিচয় জানিতে চেষ্টা করিয়াও এতদিন সম্যক অবগত হইতে পারি নাই। আমার ইচ্ছা আপনার "জীবনকথা" প্রকাশ করি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনার জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। আপনার নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিলে আশা করি আমার বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হইবে। আপনি দয়া করিয়া আমায় সাহায্য করিবেন কি?

আপনি ঢাকার "রিভিউ ও সম্মিলনে" বঙ্কিম বাবু সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। এই প্রবন্ধগুলি সাময়িক সাহিত্যের অতীব উপযোগী হইয়াছে, এজন্য আমার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পত্রোত্তরে চরিতার্থ করিবেন, এই প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি।

বিনীত

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

উক্ত পত্রখানি পাঠাইয়া দিয়া তারক নাথ আমায় লিখিয়াছিল—"সাহিত্য চর্চ্চায় আবার গৌরব কি, মনে হয় সেটি একটি কর্ত্তব্য কাজ। সুতরাং সে কার্য্যের জন্য আমার জীবনচরিত লেখা কেন? যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে লোকের অভাব ছিল, যখন সাহিত্যসেবা গৌরবের কার্য্য ছিলনা, বাঙ্গালা পুস্তক দেখিলে শিক্ষিত সমাজ নাসিকা সঙ্কুচন করিতেন, তখন

আমার বাসনা,আমার প্রবৃত্তি আমায় তৎকার্য্যে লিপ্ত করিত। এখন আর সে অভাব নাই। অনেক সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমি সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। কালে তাঁহাদের নাম অক্ষয় হইবে, আমরা ভাসিয়া যাইব। তথাপি কেহ যদি আমার জীবনচরিত লিখিতে চান, তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে ত পারিব না। এই ভদ্র লোকটী আমায় কয়েক খানা পত্র লিখিয়াছেন, এখন যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিও।"

পত্রের উদ্দেশ্য বোধ হয় আমি তাহাব জীবন কথা যত জানি তত আর কেহ জানে না। যদি ইচ্ছা হয় আমি যেন তাঁহাকে উপাদান প্রদান করি। আমার সে অবকাশ ঘটে নাই। তাই জীবনের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী দেখিয়া তারকের কেবল মাত্র সাহিত্য সেবাসম্বন্ধে নিম্নে যৎ কিঞ্চিৎ লিখিলাম।

তের চোদ্দ বৎসর বয়স হইতে তারক বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই তাহার বাঙ্গালা রচনায় বেশ অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্ব-প্রথম "সাধারণীর" বর্দ্ধমানের সংবাদ দাতা ছিলেন, তাহার পর উক্ত পত্রি-কায় যখন "ধূর্জ্জটীর প্রতি ভগবতী" এবং "ভগবতীর প্রতি ধূর্জ্জটী" এই রকমের তর্জ্জার লড়াই হয়, তখন উভয় পক্ষ সমর্থন করিয়া তারক অনেক গুলি কবিতা লেখেন। তখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে না। তারকের পিতা তাহাকে সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন, এবং ভাল কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিলে ১০।২০ টাকা পুরস্কারও দিতেন।

তারক ক্রমে সংবাদ পত্র ছাড়িয়া সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ, কবিতা ও উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। বান্ধব, আর্য্য-দর্শন, কল্পদ্রুম, ও নবজীবনেই বেশী লিখিতেন। তৎপরে পুস্তক প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার প্রথম পুস্তক "গিরিজা" (উপন্যাস)। তখনকার

সকল সংবাদ পত্রেই ইহার সমালোচনা বাহির হয়, এবং সকলেই সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে ইহার পূর্ণ তিন পৃষ্ঠা ব্যাপি সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমবাবুর মত কঠোর সমালোচকও প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই।

তখন কলিকাতা রাজকীয় গেজেটে ভাল পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে "গিরিজা" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে "This is a successful imitation of Bankim Chandra." এই সমালোচনা পাঠে বঙ্কিম বাবু একদিন তারককে বলিয়াছিলেন "কলিকাতা গেজেট তোমায় ভাল বল্লে, না গালি দিলে?" নবীন যুবক তারক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল "ভাল বলেচে বলেই মনে করি।"

তারকনাথের দ্বিতীয় পুস্তক "নৈশবিহার," ইহারও উচ্চ প্রশংসা হইয়াছিল। তারক এই পুস্তকখানি ছোটলাট ইডেন সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন। ইডেন সাহেব দারজিলিং হইতে স্বহস্তে ইহার প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রকাশিত হয় উপন্যাস "সুহাসিনী।" চুঁচুড়ায় একদিন সাহিত্যিক গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের সহিত তারকের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "Calcutta Gazetteএ তোমার সুহাসিনীর খুব বাহবা দেখ্‌লাম। নীরজার চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করেচে। আমায় একখানা বই পাঠিয়ে দিও।" বহি পাঠাইলে "সাধারণীতে" ইহার উচ্চপ্রশংসা প্রকাশিত হয়। ইহার পর হইতে তারক আর কোন পুস্তক সমালোচনার্থ কোন সংবাদ বা সাময়িক পত্রিকায় পাঠায় নাই।

তারকনাথ অনেকগুলি ভাল উপন্যাস রচনা করিয়াছে, এবং তখন কার দিনে অনেকে আগ্রহের সহিত উহা পাঠ করিতেন।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি অনিয়মিত প্রকাশ জন্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম

দেখিয়া তারক "আদর্শিনী" মাসিক পত্রিকার প্রচার করে। ইহা অতি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত এবং প্রায় দুই সহস্র গ্রাহক ছিল। তারকনাথ এ পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক লিখিয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	পুস্তকের নাম	সংস্করণ সংখ্যা	মূল্য
১।	গিরিজা (উপন্যাস)	সপ্তম	॥০
২।	নৈশবিহার (প্রবন্ধ) প্রথমভাগ	পঞ্চম	।০
৩।	ঐ দ্বিতীয়ভাগ	ঐ	।০
৪।	সরোজকানন (নীতিকাব্য) প্রথমভাগ	ঐ	১৲
৫।	ঐ দ্বিতীয়ভাগ	চতুর্থ	॥০
৬।	মহামায়া (উপন্যাস)	পঞ্চম	॥০
৭।	কমলা ঐ	ঐ	৸০
৮।	কুসুমকুমারী ঐ	ষষ্ঠ	।০
৯।	কমলকুমারী ঐ	পঞ্চম	॥০
১০।	বিরজা ঐ	চতুর্থ	৸০
১১।	সুহাসিনী ঐ	পঞ্চম	১৲
১২।	বিজয়সিংহ ঐ	পঞ্চম	১৲
১৩।	রমণী ঐ	চতুর্থ	।০
১৪।	কুসুমিকা ঐ	ঐ	।০
১৫।	প্রবন্ধলতিকা (প্রথমভাগ)	তৃতীয়	॥০
১৬।	ঐ (২য় ভাগ)	চতুর্থ	॥০
১৭।	নারীসঙ্গীত (পদ্য)	দ্বিতীয়	।০

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি "তারকনাথ গ্রন্থাবলী" প্রথমভাগ নামে সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই সময় হইতে কয়েক বৎসর তারকের গ্রন্থরচনা বন্ধ থাকে, এবং পুস্তকগুলিও নিঃশেষভাবে বিক্রয় হইয়া যাওয়ায় পুস্তক বিক্রয়ও একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। তারকনাথ চাকরীতে প্রবেশ করিয়া আবার পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলেন।

তারকের চাকরী করিবার ইচ্ছা প্রথম হইতেই ছিলনা, বলিত "আমি কাহারও কথা সহ্য করিতে পারিনা, সুতরাং আমার দ্বারা কি উপরওয়ালার মন যোগান চলিবে।" কিন্তু শেষে দায়ে পড়িয়া চাকরী করিতে হয়। তাহার চাকরী জীবনের প্রারম্ভটা তাহারই লিখিত বঙ্কিম প্রসঙ্গ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা আফ্‌তাপ চাঁদ মহাতপ্ বাহাদুরের রাজ্য প্রাপ্তি (installation) উপলক্ষে ছোট লাট ইডেন সাহেব মহারাজকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে যাইয়া আমার পিতৃদেবকে বোধ হয় তাঁহার বিশেষভাবে মনে পড়িয়াছিল, তাই তিনি আমার পিতার কয়েকটী বন্ধুকে বলেন "দিগম্বরের ছেলেরা আমার সহিত দেখা করেনা কেন?" বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ সহোদর পূজ্যপাদ পূর্ণবাবু তখন হুগলীর স্পেশাল সব্‌রেজিষ্ট্রার। তিনি ইহা শুনিয়া আমায় বলেন "তোমরা কেমন লোক হে, যাহার সহিত উপাসনা করিয়া সাক্ষাৎ হয় না, তিনি তোমাদের দেখিতে উৎসুক, অথচ দেখা কর না।" ইহার পর আমি বেল্‌ভিডিয়ারে লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি বিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে আমাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাকে চাকরী করিতে বলেন এবং চিফ্ সেক্রেটারী অনারেবল্ হোরেস কক্‌রেল সাহেবকে পত্র দেন, আমাকে ডেপুটীর চাকরী দিবার ব্যবস্থা করিতে। সে বোধ হয় ১৮৭৮ সালের কথা, তখন আমি তরুণ বয়স্কযুবক, এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। চাকরীর বাজারের বিশেষ খপর রাখি না। তাই কোন কারণে তখন চাকরী করিতে

অস্বীকার করি। সেজন্য সঞ্জীববাবু,পূর্ণবাবু ও অপরাপর পিতৃ সুহৃদ কর্ত্তৃক যথেষ্ট তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। লাট সাহেব ক্রমে শুনিলেন যে আমি চাকরী না করিয়া পুনরায় পাঠারম্ভ করিয়াছি, তখন তিনি হুগলী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল গ্রিফিথ্‌স সাহেবকে আমার উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য পত্র লেখেন। সেই পত্র পাইয়া তিনি ক্লাশে আসিয়া আমার অনুসন্ধান করেন। আমি সে দিন কলেজে যাই নাই। আমার সহপাঠী ও প্রিয় সুহৃদ্ বাবু প্যারীমোহন হালদার (অধুনা কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর এসেম্বরের হেড ক্লার্ক) আমাকে সন্ধ্যার সময় এই সংবাদ দেন। তদনীন্তন দেব প্রকৃতি সাহেবদিগের বন্ধু বাৎসল্যের ইহা একটী প্রকৃষ্ট পরিচয়। যখন চাকরী করিবার আবশ্যক বুঝিলাম তখন চাকরীর বাজার বেশ গরম। *বঙ্কিম বাবুকে বলিলাম "আমায় একটী চাকরী করিয়া দিন।" তিনি বলিলেন "আমি সাহেবদের সুপারিশ করিতে বড় নারাজ। তুমি নিজে চেষ্টা কর। যদি অকৃতকার্য্য হও বলিও আমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্তকে পত্র দিব, তিান সব্‌রেজিষ্ট্রী চাকরী করিয়া দিবেন। সম্প্রতি আমাব ভ্রাতুস্পুত্র শচীশের জন্য অনুরোধ করিয়াছি, তাহার চাকরী হইয়া না গেলে আর বলিতে পারিতেছি না।" কিন্তু বলিয়া দিলেন "বর্ত্তমান ছোটলাট সার ষ্টুয়ার্ট বেলির সহিত তোমার পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল,তাঁহার কাছে যাও সুবিধা হইতে পারে।" আমি একখানি পরিচয় সূচক পত্র (letter of introduction) চাহিলে বলিলেন "আমার সহিত তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় নাই।"

যাহা হউক আমি বেলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং সাক্ষাৎ কালে আমার "গ্রন্থাবলী" প্রথমভাগ উপহার দিই। তিনি সহাস্যবদনে পুস্তকখানি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন "I hope you will become second Bankim Chandra in time." বঙ্কিমবাবুর তাঁহার সহিত

বিশেষ আলাপ না থাকিলেও তিনি যে তাঁহাকে বেশ চিনিতেন, তাহা বুঝিয়াছিলাম। তখন লায়ন সাহেব, অধুনা Hon'ble P.C: Lyon, তাঁহার Private Secretary ছিলেন। বেলি সাহেব তাঁহার সহিত আমার পরিচয় করিয়া দেন। সেই পর্য্যন্ত তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ যত্ন করিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিতেন।

এই প্রথম সাক্ষাতেই আমি চাকরীর উমেদারী করিয়া ফেলিয়া ছিলাম, সেই ডেপুটীগিরির জন্য। বলিয়াছিলাম আমি ত বহুপূর্ব্বেই enroll হইয়াছিলাম, তবে কেন এখন পাইবনা। তাহাতে তিনি বলেন "Those day are gone by, and the times are very hard now-a-days. You very foolishly forgot to strike the iorn while it was hot, and allowed to slip off your brightest opportunity."

শেষে আমায় Special Sub-Registrar করিবার জন্য গভরমেণ্ট হইতে Inspector General of Registrationকে অনুরোধ করা হয়। তখন ইন্স্‌পেক্টর জেনারেল ছিলেন মহামতি H, Holmwood সাহেব। তিনি পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশের ৬।৭টী মাত্র Special Sub-Registrar ছিলেন, আর সমস্তই ছিলেন Ex-Officio Deputy Magistrate. তাই হোমউড সাহেব বলিলেন "আর Special Sub-Registrar এর জন্য বসিয়া থাকা চলিবে না, দুই বৎসরের মধ্যেও উহা খালি হইবে কি না জানি না। তাই বলি Rural Sub-Registrar হও, পরে অন্য চেষ্টা দেখা যাবে। বেলি সাহেব চলে গেলে, তাঁর অর্ডার dead letter হয়ে যাবে।"

হোঁমউড সাহেব আমায় বড়ই ভাল বাসিতেন বলিলে যেন সে স্নেহ যত্নের কথাটা খুলিয়া বলা হয় না। ঠিক যেন আমি তাঁর পরমাত্মীয়

ছিলাম। আমার সুখ্যাতি শুনিলে তিনি যেন বিহ্বল হইয়া উঠিতেন এবং সুযোগ পাইলেই লোকের কাছে আমার প্রশংসা করিতেন। আমার গৌরবে তিনি যেন আত্মগৌরব বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যখন হাইকোর্টের জজ, তখন আমার একটী পুত্র সব্‌রেজিষ্টারি করিবার জন্য তাঁহার একটী সার্টিফিকেট লইয়া ছিল। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন "I know this youngman and his father well. The latter was appointed by me as a Special Sub-Registrur and has, as is well known, very fully justified my selection." প্রকৃত প্রস্তাবে আমি তাঁহার আমলে Special Sub Registrar হই নাই, কিন্তু সে কথা তাঁর মনেও ছিল না। লায়ন সাহেবও পত্রে আমার Special Sub-Registrar বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বোধ হয় তাঁহারও ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল।

তারক সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৬ সালে আমার স্বদেশ জাহানাবাদের সব্‌রেজিষ্ট্রার হইয়াছিল, তথাকার ইতর ভদ্র সকলেই তারককে ভালবাসিতেন ও সম্মান করিতেন। তাহার বাসায় সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত পূরা মজলিস বসিত, কোথাও "মারি পোহাবারো" কোথাও "কাবার পঞ্চাশ" ধ্বনি! কখন বা উকিল রজনীবাবু বাইজির সুরে গান ধরিতেন। বাবু অচিন্ত্যনাথ মিত্র, (অধুনা retired Sub Judge) ডেপুটী বাবু মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু নারায়ণচন্দ্র সেন S. D. O. প্রভৃতি তাহার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মত্ত হইয়া তারক কিছুদিন সাহিত্য চর্চ্চা পর্য্যন্ত একদম ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই সময় তারক যেন একটা সুখ শান্তির জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু মনে হয় সুখের অতি মাত্রাও অজীর্ণকর, তাই ভগবান একটু ভাস্কর লবণের ব্যবস্থা করিলেন।

সেই সময় প্রথম প্লেগভয়ে কলিকাতাবাসীরা পরিত্যক্ত দেশে চামচিকে বাদুড় তাড়াইয়া ভাঙ্গা বাটীতে সপরিবারে বাস করিতে ছুটিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় S. D. O. বাবু সুকুমার হালদার মফঃস্বলে, সব ডেপুটীও নাই, তারক চার্জ্জে আছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনারারি মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ নাথ মহাশয় আসিয়া বলিলেন "লোকের বড় কষ্ট, দোকানে জিনিষ কিনিতে পায় না, একটু ঠাণ্ডা জল খাইতে পায় না, পুলিশ সব তাড়াইয়া নদী পার করিয়া দিতেছে।" তারক চার্জ্জে সুতরাং হুকুম দিয়া বসিল "এমন কাজ করো না বাপু। উহারাও রাণীর প্রজা। তাহাদের রক্ষা করাই তোমার আমার কাজ।"

তারককে জাহানাবাদের অনারারি মাজিষ্ট্রেট্, মিউনিসিপাল কমিশনার, লোকাল বোর্ডের মেম্বার প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতে হইত। ডিউক, গীক, ল্যাং প্রভৃতি অনেক সাহেব তাহাকে ভাল বাসিতেন ও খাতির যত্ন করিতেন। Geake সাহেব একজন খুব বাঙ্গালানবীশ ছিলেন এবং তারকের নভেল পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। ইহারই আমলে তারক আমায় জাহানাবাদের অনারারি মাজিষ্ট্রেট্ করিয়া দিয়াছিল।

প্লেগ হাঙ্গামার সময় নূতন মাজিষ্ট্রেট্ আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ফ্রেঞ্চ সাহেব। তারকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না। তাই পুলিশ ও তাহাদের হাকিম তারকের অবিধিসঙ্গত আদেশে চটিয়া গেলেন। সংবাদ উপরে গেল, কিন্তু তারক কৈফিয়তে উত্তর দিল "যখন, তখনও কলিকাতা, plague infected area বলিয়া গেজেট হয় নাই, তখন তাহার আদেশ অসঙ্গত হয় নাই" সে তালটা কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু এই সময় ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে Segregation Camp তৈয়ার হইয়াছিল, তাহা লোকে জ্বালাইয়া দিল। জাহানাবাদেও ত ক্যাম্প আবশ্যক, সুতরাং

S D.O. মিটিং করিতে চাহিলেন। নোটীশ বাহির হইল, কিন্তু তারক সে মিটিংএ যায় নাই, সুতরাং তাহার দলেরও কেহ যান নাই। শুনিয়াছিলাম সাধারণ জন সমাগমও ভালরূপ হয় নাই। দোষ তারকের ঘাড়ে চাপাইয়া নাকি গোপন রিপোর্ট চলিয়া যায়, কারণ তারক খুব Popular ও influential man, সুতরাং সে জাহানাবাদে থাকিলে হয় ত গোল বাধিবে। তাহারই ফলে তারক টেলিগ্রাফে বদলি হইল হুগলীরই একটী কদর্য্য স্থান—শ্যামবাজারে। সেখানে ম্যালেরিয়া তাহার পাপের বিশেষ ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল।

এইবার তারক নিজে তাহার বদলী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল তাহাই নিম্নে বিবৃত করিলাম। "রামের বনবাস হইয়াছিল চতুর্দ্দশ বৎসর, আমার ততটা না হইলেও হইয়াছিল দুই বৎসরের কিছু উপর। পূজ্যপাদ রামগতি বাবু (Special Sub-Registrar) তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহাব স্থানে ছিলেন একজন মুখ বাঁকা মুসলমান, নামটা মনে পড়ে-না। আর I.G.R হোমউড সাহেবের স্থানে আসিয়াছিলেন দেলোয়ার হোসেন। রামগতি বাবু আর হোমউড সাহেব থাকিতেই আমাকে Special Sub Registrar করিবার কথা বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই আকস্মিক ঘটনা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিল। রাম উল্টা বুঝিলেন।

দিন আর যায় না। আফিসে কাজ কম, দেশে শিক্ষিত লোকের অভাব। করি কি? শেষে মনে পড়িল আবার নূতন করিয়া পুস্তক লিখিলে কি হয়। সেই উদ্যমের ফলে সাত ভাগ "তারকনাথ গ্রন্থাবলী" দ্বিতীয় সংস্করণ; আর তার তিন হাজার গ্রাহক। বেশ আয় হইয়া উঠিল। তখন কমিশনে কাজ, ছোট আফিসের আয়ে কুলায় না, তাই ভগবান নূতন উপায়ের পথ দেখাইয়া দিলেন। কার্য্যবিধিরও একটী নূতন সংস্করণ হইল। হইলে কি হয়, মন টিঁকে না। লাট বেলাট কত

দরখাস্ত করিলাম। কত মাথা কুটিলাম, বলিলাম আমার অপরাধ কি তাহা জানিতে দিন। কিন্তু confidentialএর এমনি মহিমা যে সকলে চুপ করিলেন। বুঝিলাম শ্যামবাজারের শৈবালপরিবৃত পুষ্করিণীর জল পান, আর তাঁতির মাকুর ঠক্ ঠকানিতে কান ঝালাপালা করাই আমার বিধিলিপি!

পরে বদলির আবার নূতন উদ্যম করিলাম। এবার I. G. R.কে ধরিলাম। ইতি মধ্যে কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে বলিয়াছিল আমি তাঁহাকে "Ourang Outang, টিকেওয়ালার ছেলে এবং আরও কতকি বলিয়াছি।" সুতরাং সে আশাও বিসর্জ্জন দিলাম। শেষে Mr. T. K. Ghose আমার উদ্ধার সাধন করেন। তবে অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া, সেই বিদ্‌খুটে জায়গার হাড়ভাঙ্গা ম্যালেরিয়া জ্বরের যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা সকলেই আমার অবস্থাটা বুঝিবেন। সেই জ্বরের ধমকে I. G. R টি, কে, ঘোষকে কি একটা পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে Mr P. N. Dutta পার্সনাল এসিসটেণ্ট লিখিত এইরূপ মধুর একখানি পত্র পাইলাম :—

"I am directed by the I.G.R. to call upon you to explain why you have written such an uncourteous letter to him. Do you mean to resign your appointment ?" নাও কথা! তখনও হয় ত আমার ভাল রকম জ্বর ছাড়েনি, তাই উত্তর দিলাম "When we ail, we curse our Gods, and it is no wonder that I have cursed my I.G.R.; I shall really have to resign my appointment if it be the will of I. G. to compel me to remain here any longer."

যখন ভাল সময় হয়, তখন গালাগালিও বুঝি মিষ্ট শুনায়। তাই

উত্তর আসিল "Your explanation is satisfactory. Will you accept the Spl. Sub-Registrarship of Dumka?"

তখন সে চাকরীর বেতন ছিল ৮৫৲ টাকা মাত্র, তাই রাজী হইলাম না, তবে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী এবং রেলপথের পার্শ্বে কোন আফিসে বদলী হইতে চাহিলাম। আসিলাম ডোমজুড়ে।

বেশ, কলিকাতার কাছে বটে, কিন্তু একটা উপসর্গ উপস্থিত হইল, কালা হেড্ কেরাণী। সেটা না জানে কাজ না জানে আইন, তবে জানে ভাল রকম ঘুষ লইতে। আমি চাই কাজ, সে তাহা পারে না। তখন হাবড়ার স্পেসিয়াল ছিলেন কুমার রমেন্দ্রলালা মিত্র বি, এল। ইনি রাজা রাজেন্দ্র লালা মিত্রের পুত্র। শুনিলাম তিনি আমার উপর চটিয়াছেন, কেন না আফিস join করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাই নাই। সত্য মিথ্যা জানিনা তবে কথাটা কানে আসিয়াছিল। আর সেই জন্য আমি আদৌ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। দোষ আমারই বটে; আমি দুই মাস ছুটিতে ছিলাম, বাগবাজার হইতে হাওড়া বেশী দূর নয়; একবার তাঁহাকে সেলাম দিলে দোষ ছিল না, আর সেই সঙ্গে আমলা বাবুদের ইঙ্গিতে সেলাম করিলে হয়ত আরও ভাল হইত। তবে অতটা আমার অভ্যাস ছিলনা।

অল্প দিন মধ্যেই তিনি সশরীরে আমার আফিসে যাইয়া উপস্থিত। আমি তখনও তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি নয়নগোচর করি নাই। আমি রেজিষ্ট্রী করিতেছি, আর তক্তাপোষ পাতা আমার এজলাসে যাইয়া তিনি আমার চেয়ার নাড়িয়া বলিলেন "উঠুন।" ভাবিলাম এ অসভ্যটা কে? উঠিতে বিলম্ব ও আমার মুখভাব দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন "I am the Special Sub Registrar of Howrah and want to inspect your office." বড় হাসি পেলে, ভাবিলাম রাজা রাজেন্দ্র লালা মিত্রের সন্তান B.L. পাশ করা

রমেন্দ্র লালার একি সভ্যতা, একি ধৃষ্টতা! তাই চেয়ার হইতে না উঠিয়া বলিলাম, "Very good, but you better take your seat there. Let me finish the registration work and then you will be allowed to inspect my office." Zooএর বাঁদরদের যেন কে লোহার ছড়ি দিয়া খোঁচা মারিল, তিনি তেমনি মুখ খানা বিকট করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া inspection আরম্ভ করিলেন।

কত কি লিখিয়া গেলেন। আমি যে একটা নগণ্য জীব তাহা প্রতি-পন্ন করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইলেন। তিনি যত খর্ খর্ করিয়া লেখেন, আর তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই কালাটা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। সে এক বিকট দৃশ্য।

Inspection report পাইলাম। আরে বাপ্‌রে কত লেখা, সব নীচে লেখা "Very Very Bad."

তখন Duke সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় ছিল, তিনি বলিলেন "Inspection report দেখেছি, কিন্তু ব্যাপার কি?" আমি বলিলাম ব্যাপার সামান্য, তবে ঐ গুলা আবার একবার inspection না হলে সব বুঝিতে পারিবেন না। আমার explanation তলপ করুন। তাহাই হইল। তখন সাত গ্রাম উচ্চ সুর বাঁধিয়া দেখাইয়া দিলাম যে ভুল আমার নয়, রমেন্দ্র লালের।

Duke সাহেব I.G.R. Mr. T K Ghoseকে লিখিলেন, তিনি স্বয়ং বা কোন সুদক্ষ Inspector দ্বারা ঐ সমস্ত বিষয় পুনর্ব্বার inspection করান আবশ্যক। সুইডেন সাহেব inspectionএ যাইয়া সমস্ত দোষ রমেন্দ্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন। কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

তাহার পর খুঁটিনাটী আরম্ভ হইল। আইন্দুর কত তর্ক উঠিতে লাগিল। একটির মীমাংসা কালে রেজিষ্ট্রার Le Mesurier সাহেব

লিখিয়াছিলেন "I find that both the Sub-Registrars are lawyers, but in my opinion the Rural Sub-Registrar understands law better than the Special Sub Registrar." এটা ভারি লজ্জার কথা হইলেও তাঁহার সে জ্ঞান ছিল না।

ঘরে বাহিরে রমেন্দ্র যে বদ্‌মেজাজি লোক ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাইলাম, যখন তাঁহার জননী আমারই নিকট শিয়ালদহে একটা দান পত্র রেজিষ্ট্রী করেন। তাহাতে বিদ্বান পুত্রের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার মাতৃদেবী অনেক কথা লিখিয়াছিলেন।

যাই হোক্ সে পাপিষ্ঠের হাত এড়াইয়া আমি কর্ম্ম জীবনের শেষটা শান্তি সুখ পেয়েছিলাম। রমেন্দ্র শেষে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিল, কেন তাহা আর আমি বলিব না।"

তাহার পর তারকের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—

	পুস্তকের নাম		সংস্করণ সংখ্যা	মূল্য
১৮।	চন্দ্রপ্রভা (উপন্যাস)		তৃতীয়	১৲
১৯।	অমলা	(উপন্যাস)	পঞ্চম	২৲
২০।	তরুবালা	ঐ	চতুর্থ	।০
২১।	পরলোক	ঐ	ষষ্ঠ	৸০
২২।	রাঙ্গা-বৌ	ঐ	সপ্তম	১৲
২৩।	চঞ্চলা	ঐ	তৃতীয়	৵০
২৪।	কাকাবাবু	ঐ	পঞ্চম	২৲
২৫।	সরোজবালা	ঐ	দ্বিতীয়	॥০
২৬।	স্নেহের জ্ঞান	ঐ	ঐ	।৵০
২৭।	বসন্তবালা	ঐ	তৃতীয়	১॥০
২৮।	অভিষেক	(পদ্য)	দ্বিতীয়	৵০

২৯।	ক্ষান্তমণি	(উপন্যাস)	প্রথম সংস্করণ	১৲
৩০।	লী সাহেবের কুটি	ঐ	ঐ	।০
৩১।	আমি তোমারই	ঐ	ঐ	৵০
৩২।	পরিণাম	ঐ	তৃতীয়	৸০
৩৩।	নিতাইবাবু	ঐ	দ্বিতীয়	৸০
৩৪।	প্রেম-পরিণাম (উপন্যাস)		দ্বিতীয়	৸৵০
৩৫।	গাছ ও আগাছা	ঐ	ঐ	০॥০
৩৬।	রাণা প্রতাপসিংহ	ঐ	তৃতীয়	১॥০
৩৭।	নিশিকান্তের গল্প (গল্প)		ঐ	॥০
৩৮।	সাগর যাত্রী	ঐ	দ্বিতীয়	৵০
৩৯।	চোর	ঐ	ঐ	৵০
৪০।	আইন বাজ	(গল্প)	ঐ	৵০
৪১।	নাচ	ঐ	ঐ	৵০
৪২।	জ্যোৎস্না	ঐ	ঐ	৵০
৪৩।	রাজি বাগ্‌দিনী	ঐ	ঐ	৵০
৪৪।	অভিষেক গীতি (কবিতা)		ঐ	৵০

প্রথম হইতে প্রকাশিত এই সমস্ত পুস্তক সমূহ আবার "তারকনাথ গ্রন্থাবলী" ২য় ও ৩য় সংস্করণ রূপে সাতভাগে প্রচারিত হয়। তাহার পর লিখিত হয়—

৪৫।	প্রতিবিম্ব	(উপন্যাস)	দ্বিতীয় সংস্করণ	২৲
৪৬।	বীণাপাণি	ঐ	ঐ	১॥০
৪৭।	দেবতা ও দানব	ঐ	ঐ	।০
৪৮।	স্বামী স্মৃতি	ঐ	প্রথম	।০
৪৯।	প্রায়শ্চিত্ত	ঐ	ঐ	।০

৫০।	ধর্ম্মের জয়	(উপন্যাস)	দ্বিতীয়	১৲
৫১।	নবযুগ	ঐ	ঐ	১৲
৫২।	গঙ্গা বাইজির গল্প		ঐ	৷৹
৫৩।	জহুরী জেকব	গল্প	ঐ	৶৹
৫৪।	হীরামণি	ঐ	ঐ	৶৹
৫৫।	ডাক্তার বাবু	ঐ	ঐ	৶৹
৫৬।	কাল বিড়াল	ঐ	ঐ	৶৹
৫৭।	পরপার	ঐ	ঐ	৶৹
৫৮।	লিলি	ঐ	ঐ	৶৹
৫৯।	প্রতাপ শৈবলিনী	ঐ	ঐ	৶৹
৬০।	পাঁচটী ইয়ার	ঐ	ঐ	৶৹
৬১।	পুরুষোত্তম	ঐ	ঐ	।৹
৬২।	সেই স্মৃতি	(উপন্যাস)	ঐ	।৹
৬৩।	রোজা	ঐ	ঐ	।৵
৬৪।	মহারাণী ভিক্টোরিয়া চরিত *		৪র্থ সং	২৲
৬৫।	তরুবালা (উপন্যাস)		ঐ	।৶৹

উপরোক্ত গ্রন্থনিচয় 'হিতবাদী' সংবাদপত্র পাঁচ ভাগ গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়া উপহার বিতরণ করেন। তাঁহাদিগকে কাপি রাইট দেওয়া হয় নাই। বসুমতি উপহার দেন, "অদ্ভুত নিরুদ্দেশ" এবং "পরলোক।"

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকা গুলি তারকনাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল—

৬৬।	আদরিণী	১ম ভাগ	মূল্য	২৲
৬৭।	ঐ	২য় "	"	২৲

* ইহা গ্রন্থাবলীমধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

৬৮।	আদরিণী	৩য় ভাগ	মূল্য	২৲
৬৯।	ঐ	৪র্থ „	„	২৲
৭০।	ঐ	৫ম „	„	২৲
৭১।	ঐ	৬ষ্ঠ „	„	২৲
৭২।	ঐ	৭ম „	„	২৲
৭৩।	উপন্যাস লহরী—১ম ভাগ		„	১৷৷০
৭৪।	ঐ	২য় „	„	১৷৷০
৭৫।	গোয়েন্দার গল্প	১ম ভাগ	„	১৷৷০
৭৬।	ঐ	২য় ভাগ	„	১৷৷০
৭৭।	ঐ	৩য় ভাগ	„	১৷৷০

রেজেষ্টারি বিভাগে চাকরী করিবার সময় তারকনাথ অনেকগুলি আইন পুস্তক লিখিয়াছিলেন, যথাঃ—

৭৮।	The Reference Book For. Registering Officers Vol I	মূল্য	৬৲
৭৯।	Do Do Vol II	„	৫৲

ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দুই ভাগে প্রকাশিত হয়।

৮০।	Notes on the Registration Act	মূল্য	২৲
৮১।	The Registration Guide	„	২৲
৮২।	The Registration Act (Annotated)	„	৩৲
৮৩।	The Indian Stamp Act (Do)	„	৪৲
৮৪।	The Index and Abstract of Circulars	„	১৷৷০
৮৫।	A Collection of Impoundable Documents	„	।০
৮৬।	রেজিষ্টারি কার্য্যবিধি (ত্রয়োদশ সংস্করণ)	„	৩৷৷০

এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার হইয়াছিল, এবং পূর্ব্ব বঙ্গে যখন

পরীক্ষাদ্বারা রেজিষ্ট্রী বিভাগে মোক্তার নির্ব্বাচন হয়, তখন ইহা পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন ছিন্নবঙ্গ একাঙ্গ হইয়া গেল, তখন রায় P. N. Mukherjee বাহাদুর পরীক্ষা প্রথা উঠাইয়া দিলেন। কেন তাহা ঠিক জানি না।

তবে তারক একটা বিষম ধোঁকায় পড়িয়া গিয়াছিল, পড়িবারই কথা। পরীক্ষা প্রথা যদি সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আজ আরও ২০।২৫ হাজার কাপি কার্য্যবিধি বিকাইয়া যাইত। তাই তারক ভাবিয়াছিল যে "কার্য্যবিধি" দেশের লোককে বিশুদ্ধভাবে দলিল লেখা শিক্ষা দিল,সাধারণকে এবং সব্‌রেজিষ্ট্রারদেরও সহজ উপায়ে আইন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান সৃষ্টি করিল, যে "কার্য্যবিধি" রেজিষ্ট্রী বিভাগের সুবিস্তৃত ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ম্যানুয়েলের উর্দ্ধতন পুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; সেই কার্য্যবিধির বহুলপ্রচারে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাধা দিলেন কেন? তবে কি ইহার মধ্যে কোন গূঢ়ভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে? আর এরূপ ভাবিবার একটু কারণও ছিল। আমি তারকের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম ঠিক সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিলাম;—

"প্রিয়বাবু যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি তখন একবার আমার আফিসে গিয়াছিলেন। আমি তখন শিয়ালদহের সব্‌ রেজিষ্ট্রার। কাজকর্ম্ম প্রায় শেষ করিয়া আমি খাস কামরায় তামাক খাইতে গিয়াছি মাত্র, এমন সময় আমার চাপরাশী আনিল তাঁর কার্ড, তার তারই উপর পেনসিলে "আমি বড় ব্যস্ত, শীঘ্র আমার কাজটা শেষ করিয়া দিলে সুখী হইব" লেখা। প্রিয়বাবু I.G. হইবার কথা তখন হইতেই জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। আমার তখনি আসা উচিত ছিল, কিন্তু ভাবিলাম প্রিয়বাবুর এত তাড়া কেন? বড় চাকুরে বলে কি, না তিনি I. G. হইবেন ইহা ভাবিয়া আমি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কার্য্যটা শেষ করিয়া দিই

কিনা তাই দেখিতে। ভাবিলাম তাঁহার ঘোড়ার লাগাম যদি ছিঁড়িয়া যাইত, যদি হাল্‌কাটা ভাঙ্গিত, তাহা হইলে তঁাহার আসিবার বিলম্ব জনিত দোষ কাহার উপর দিতেন? আরও মনে হইল, আমার এই ক্ষুদ্র চাকরীর কথা। আমি একটু বড় হইলে এমন ভাবে তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন কি? ভাবিতে ভাবিতে আমার তামাকটা পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল। তখন তাড়াতাড়ি আমার ভবিষ্যৎ I. G.R. মহোদয়কে এজ্‌লাসে বসাইয়া কি করি কি করি ভাবিবার মধ্যেই তাঁহাকে in anticipation congratulate করিলাম, খাতির করিলাম, আদর করিলাম, আপ্যায়ন করিলাম। তাহার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই, সুতরাং সেই সুন্দর চেহারাটী দেখিয়া physiognomyতে আমার বিশেষ জ্ঞান না থাকিলেও সাব্যস্ত করিয়া লইলাম যে, যাঁর এমন প্রশান্ত মূর্ত্তি, তিনি নিশ্চয় একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আলিপুরের ডিষ্টিক্ট সব্‌রেজিষ্ট্রার আমার প্রিয়বন্ধু বাবু তারাপদ ঘোষ বলিলেন "সে দিন প্রিয়বাবু তোমার আফিসে গিয়েছিলেন, তাঁকে অত দেরী করে রেজিষ্ট্রী করে দিলে কেন?" কি উত্তর দিলাম মনে নাই, কিন্তু ভাবিলাম "তাইত।" ইহারই কিছুদিন পরে আমি হইলাম কলিকাতার একটীন্ সব্‌রেজিষ্ট্রার। সেখানে যাইয়া দেখি মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারীরা বিনা খরচায় সার্চ্চ করিতে পান। বেশ, কিন্তু একটী প্রথা আমার ভাল লাগল না। তাঁহারা সেক্রেটারী প্রিয়বাবু বা তাঁহার এসিষ্টেণ্টের স্বাক্ষরিত একটী ফর্ম্ম লইয়া আসিয়া আপিসে তাহা পূরণ করিয়া দেন। ভাবিলাম ইহারা অল্প বেতনের কর্ম্মচারী, মিউনিসিপালিটির দোহাই দিয়া অপরের কার্য্য যদি করে তাহার উপায় কি? তাই বলিলাম আপনারা আফিস হইতে পুরা দস্তুর পত্র লেখাইয়া খামের মধ্যে পুরিয়া এখানে আনিবেন। কে

তাহা শোনে, বিশেষতঃ অত বড় মিউনিসিপালিটীর লোক। তাঁহারা যথা পূর্ব্ব তথা পরং প্রথার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। আমারও দুর্ম্মতি সেই পত্রের অপর পৃষ্ঠায় আমার মন্তব্য লিখিয়া ফেরত দিলাম, সার্চ্চ করিতেও দিলাম না। দুই তিনবার এইরূপে ফেরৎ দিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমার কথায় কর্ণপাত ত করিলেনই না, অধিকন্তু (Good) গুড্ সাহেব (ডেপুটী চেয়ারম্যান) স্বাক্ষরিত এক পত্র একাম্যক গভর্ণমেণ্টে গেল। তাহাতে আমার ধৃষ্টতার কথা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। আমার ফাঁসি কি শূলি হইবে এই চিন্তায় মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা সম্ভবতঃ ব্যস্ত রহিলেন, কিন্তু আমার বাল্যসুহৃদ বাবু A C Bose (পার্সনাল এসিষ্টেণ্ট) আমার সঙ্গে দেখা হইবা মাত্র একদম বলিয়া বসিলেন 'আ ছি ছি, করেচ কি, তোমার জ্বালায় গেলাম।" অমনি আমায় টানিয়া লইয়া গেলেন তখনকার I G., সরল হৃদয় নবাব সৈয়দ মহম্মদের নিকট। তিনিও আমায় দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "আরে কেয়া কিয়া তারকবাবু।" দেখিলাম তাঁহারা আমার চিন্তায় বিব্রত, তাই বলিলাম "আমার জন্য ভাবিবেন না, আমার কৈফিয়ত তলব হউক। তখন দেখা যাবে।"

তাহাই হইল। আমি আবার যখন শিয়ালদহে গেলাম,তখন কৈফিয়ৎ দিলাম। সোয়ান (Swan) সাহেব তখন আলিপুরের রেজিষ্ট্রার, তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন, একটু প্রশংসাও করিলেন। তখন "হাতি বলে মুই জল শুষ্‌বো, জল বলে মুই আগুন নিভাব" গোছ হইয়া উঠিল। গভরমেণ্ট বলিলেন—সব্‌রেজিষ্ট্রার ঠিক করেচে। এখন থেকে মোড়া খামের মধ্যে খোদ Secretary মহাশয় স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া যাইতে হইবে। সব মিটিয়া গেল।

তাই যখন রেজিষ্ট্রী আফিসের মোক্তারি পরীক্ষার মূলে প্রিয়বাবু পরশুরামের মত শানিত কুঠারাঘাত করিলেন, তখন বলিতে কি মনে

উদয় হইয়াছিল "ঠিক হয়েচে, হবেনা, বড়র সঙ্গে ক্ষুদ্রের সংঘর্ষণে ছোটই বিনষ্ট হয়।"

কিন্তু শেষে তাঁহাকে যখন ভাল করিয়া চিনিলাম, তখন বুঝিলাম তা নয়। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ যত্ন করিতেন এবং প্রিয় বন্ধুর মত দেখিতেন। আমিও তেমনি ভাবে তাঁহার কাছে যে কত আবদার ও জুলুম করিয়াছি তাহা বলিবার নয়।

তারকনাথের অন্যান্য পুস্তকের নাম :—

৮৭।	সংক্ষিপ্ত রেজিষ্টারি কার্য্যবিধি	২য় সংস্করণ	”	৸৹
৮৮।	ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্প আইন	৪র্থ সং	”	১৲
৮৯।	Emperor George and Empress Mary (জীবন চরিত)	৪র্থ সং	”	১৲
৯০।	ইন্দুর বর (উপন্যাস)	প্রথম সং		৵৹
৯১।	ভাইবোন (উপন্যাস)	এগুলির ছাপা এখনও শেষ হয় নাই।		
৯২।	শেষ সম্রাট্ (নাটক)			
৯৩।	পরলোক-তত্ত্ব (প্রবন্ধ)			
৯৪।	অদ্ভুত নিরুদ্দেশ (ডিটেক্‌টিভ গল্প)		২য় সং	১৷৹
৯৫।	স্বর্ণ কুমারী ঐ		৩য় সং	৸৹
৯৬।	সুশীলা সুন্দরী ঐ		২য় সং	৷৹
৯৭।	সাত জুতো (ব্যঙ্গ কাব্য)		২য় সং	৵৹
৯৮।	আনার কলি (নাটক)		২য় সং	১৲
৯৯।	মডেল ভ্রাতা (উপন্যাস)		২য় সং	১৲
১০০।	রস সংগ্রহ (কবিতা)		ঐ	৵৹
১০১।	স্নেহের জান (গল্প)		ঐ	।৹
১০২।	রত্নাঞ্জলি (উপন্যাস)		২য় সং	১৲
১০৩।	বঙ্গীয় মহিলা (প্রবন্ধ)		৩য় সং	৷৹

১০৪।	বঙ্গীয় রহস্য (প্রথম ভাগ)	২৲
১০৫।	ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)	১॥০
১০৬।	The Registration Journal	১ভাগ ২৲
১০৭।	Do	২য় ভাগ ২৲
১০৮।	Do	৩য় ভাগ ২৲

উক্ত জার্নেলের প্রভূত গ্রাহক হইয়াছিল। ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ রেজিষ্টারি কর্ম্মচারী ও অনেক উকিল ইহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাঁ বাহাদুর আওলাদ হোঁসেন সাহেব ইহার প্রচার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা গভরমেণ্ট তারকনাথকে ইহার সম্পাদন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। কেবল মাত্র লেখার অভাবে ইহার প্রচার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহা সব্-রেজিষ্ট্রারদিগের মুখপত্র ছিল এবং ইহাতে রেজেষ্ট্রি বিভাগের দোষগুণের সমালোচনা বাহির হইত।

তারকনাথের গিরিজা ও চঞ্চলা উপন্যাস-দ্বয় উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং লক্ষ্ণৌ নিবাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পণ্ডিত মুরলীধর শর্ম্মা হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন "পরিণাম" "কাকাবাবু" "অমলা" প্রভৃতি ৮।৯ খানি গ্রন্থ। উর্দ্দু ভাষাতেও তাহার "অমলা" উপন্যাস অনূদিত হইয়াছে, আরও কিছু হইয়াছে কিনা সংবাদ পাই নাই। ভাগলপুর বা মুঙ্গেরের একটী উকীল "সুহাসিনী" উপন্যাস ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি লইয়াছিলেন, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহা জানি না।

"Emperor George and Empress Mary" পুস্তকখানি Director of Public Instruction দ্বারা বঙ্গদেশে Prize এবং লাইব্রেরী বহিঁরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং অধুনা বেহার অঞ্চলে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তদানিন্তন ছোটলাট সার

উইলিয়েম ডিউক সাহেব, এই পুস্তকখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

আমি তারকনাথের পুস্তকের সমালোচনা করিব না, কেন না তাহাতে আত্ম-প্রশংসাই করা হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে তাঁহার রচিত "পরলোক" "কাকাবাবু" "অমলা" প্রভৃতি পুস্তক সাহিত্য-সংসারে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

সাহিত্য সেবায় প্রাণ বিভোর না হইলে কাহার সাধ্য এতগুলি পুস্তক রচনা করে। তারকনাথ পুস্তক বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। "Reference Book for Registering Officers" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ দুই হাজার কাপি ছাপা হয় এবং পুস্তক ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাঁচ শত গ্রাহক হইয়াছিল। মূল্য ছিল ৬৲ টাকা। বঙ্গদেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজ প্রদেশেই ইহার বিক্রয়াধিক্য হইয়াছিল। তৎকালে মান্দ্রাজের রেজিষ্টারি কর্ম্মচারীরাই সমধিক শিক্ষিত ছিলেন। যে মাসে উক্ত পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়, সেই মাসেই ৩৫০০৲ টাকার পুস্তক বিক্রয় হইয়া যায় এবং অল্প দিন মধ্যেই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার আবশ্যক হইয়া উঠে। শেষবারে ইহা দুইভাগ বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক ভাগের মূল্য ৫৲ টাকা হিসাবে নির্দ্ধারিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকও নিঃশেষ ভাবে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

তারক জাহানাবাদ, অধুনা আরামবাগ হইতে শ্যামবাজারে গিয়াছিল। সেখান হইতে ডোমজুড়ে আসে। ডোমজুড় হইতে বদলী হইয়া উলুবেড়িয়ায় যায়। উলুবেড়িয়া হইতে কিছু দিন নৈহাটীতে কার্য্য করার পর বদলী হয় শিয়ালদহে। এখানে প্রায় ছয় বৎসর থাকিতে হইয়াছিল। শিয়ালদহ হইতে গিয়াছিল বারুইপুরে। তাহার পর ডায়মণ্ডহারবারে বদলি হইয়াছিল।

ডিষ্ট্রিক্ট. সব্রেজিষ্ট্রার হইয়া প্রথম নিয়োগ হয় জলপাইগুড়িতে। সেখানে বেশ আনন্দে নাকি দিন কাটিত। কিন্তু বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট কুকসাহেব একজন এমন জবরদস্ত লোক চাহিলেন, যিনি সদর অফিস ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। তারকের ভাগ্যে তাই বাঁকুড়ায় বদলী ঘটিল। যে কুকসাহেবের নামে সকলে ভীত, ত্রস্ত, সে কুকসাহেবও তারকের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রিয় বাবু প্রথমতঃ ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তারককে বাহবা দেন। কুক সাহেব ছুটী লইয়া বিলাত গেলে তথায় আসেন Vas (ভাস) সাহেব। তিনি তারককে বিশেষরূপে বিশ্বাস ও খাতির করিতেন এবং রেজিষ্ট্রী বিভাগের সমস্ত ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

এই সময় বৰ্দ্ধমান হইতে মাজিষ্ট্রেট Waddell সাহেব লিখিলেন বৰ্দ্ধমান আফিস একদম্ খারাপ হইয়া গিয়াছে, তিনি এক জন "Strong man with administiative abilities" চান। ভার পড়িল তারকের উপর। তারকের কার্য্যে তিনি সবিশেষ প্রীত ছিলেন। কিন্তু তারক বলিত এরূপভাবে বদ্লি করা কেবল তাহাকে সাধারণের বিরক্তি ভাজন হইবার জন্য। কড়া হইতে গেলে লোকপ্রিয় হওয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও তারক সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। এই বৰ্দ্ধমান হইতেই তারক ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

তারক নাথের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে হোমউড্ সাহেব বিদায় গ্রহণ করিবার পর এযাবৎ অনেকগুলি ইন্সপেক্টর জেনারেলের উদয় ও অস্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামই উল্লেখ-যোগ্য। তেমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও আইনজ্ঞ লোক নাকি বিরল। তিনি সকলকেই মিষ্ট সম্ভাষণে প্রীত করিতেন।

রেজিষ্ট্রী ও ষ্ট্যাম্প আইন খুব ভালই বুঝিতেন। অনেকে বলেন এ ছুটা চোতা আইন, বুঝা কি কঠিন? কিন্তু তারক বলিত যাহারা মাথা ঘামাইতে পারে তাহাদের পক্ষে কঠিন বটে, এবং তাহার নিকট যে সকল Probationerরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা আজিও সাক্ষ্য দিবেন যে সে কথা সত্য। তারক অতি যত্ন করিয়া তাঁহাদের শিক্ষা দিতেন, এবং সেই শিক্ষার বলে তাঁহারা পরীক্ষায় First, Second হইতেন। ইহা দেখিয়া প্রিয় বাবু একদিন তারককে বলিয়াছিলেন "আপনাকে Probationerদের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।" তারকবাবু বলেন প্রিয় বাবু রেজিষ্ট্রী বিভাগের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সদানন্দময় সদাশিবের মত ছিলেন, তবে সদাশিবের সঙ্গে যেমন ভূত প্রেত থাকে, তাঁহা সঙ্গেও সেইরূপ নন্দী ভৃঙ্গি ও অন্যান্য ভূত প্রেত বিহার করিত এবং মধ্যের মধ্যে দুই একটা ভূতের দন্ত বিকাশের বিকট শোভাও দেখা যাইত।

তারকের চাকরী জীবনও রহস্য পূর্ণ। তাহা প্রকাশ করিলে নিতান্ত সুখ পাঠ্য হইত এবং নবীন কর্ম্মচারীদের বিশেষ উপদেশ সূচকও হইত, কিন্তু সে অবসর আর আমার নাই।

Waddell সাহেবের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, যে তারক বাবু আরও এক বৎসর কার্য্য করেন। সে জন্য বিশেষভাবে ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অনুরোধও করেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। প্রিয়বাবু আশা দিয়াও শেষে প্রতিশ্রুতি রাখিতে পারেন নাই। কেন তাহা ঠিক জানি না।

তারকবাবু শেষে এ সংবাদ জানিতে পারেন, এবং একটু নাড়া চাড়াও দেন। সুযোগ বুঝিয়া Councilএ পর্য্যন্ত question হইয়া গেল যে দুই একটী Dt. Sub-Registrar দুই তিনটী extension পাইয়াছেন, অতএব জানিতে বাসনা যে তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিলে কি আর গভরমেণ্টের

কাজ চলিবে না। কিন্তু ইহা জানিয়াও Under Secretary মহোদয় তাঁহাকে extension পাইবার জন্য আবার একটী নূতন দরখাস্ত দিতে বলেন। কিন্তু শুনিতে পাই প্রিয়বাবুর উপর অভিমান করিয়াই তারকবাবু নাকি তাহা করেন নাই। কে জানে ভিতরে কোন কথা ছিল কি না।

তারকের বাল্য বন্ধু রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী বাবু অবিনাশচন্দ্রবসু রায় বাহাদুর বহুদিন I.G.র পার্সনাল এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। বরং P.A.ছিলেন না বলিয়া তিনিই I G ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু Mr P.N. Mukherjeeর সময়ে তাঁহার সে প্রভাব কিছু কমিয়া যায়। এক আকাশে নাকি দুই চন্দ্রের উদয় সম্ভবে না, তাই অবিনাশচন্দ্র সুধাকরত্ব হারাইয়া আবার নক্ষত্ররূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। তারকবাবুর মুখে শুনিয়াছি অবিনাশ বাবুর পিতা ৺ দুর্গাদাস বসু মহাশয়ের সহিত, তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি খুব ভালরূপ ইংরাজি জানিতেন এবং জজ সাহেবের translator ছিলেন। বর্দ্ধমানে তাঁহার খাতির প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল।

রেজিষ্ট্রী বিভাগের অনেক নামজাদা লোকের সহিতই তারক নাথের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে এই কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—খাঁ বাহাদুর সৈয়েদ আওলাদ হোসেন। রায় সাহেব তারাপদ ঘোষ, রায় সাহেব আনন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্ত, বাবু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতার রেজিষ্ট্রার), বাবু ধনদা চরণ মিত্র, মৌলভি মতিউদ্দিন, এবং বাবু সুশীল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি অনেক দিন ইন্সপেক্টর জেনারলের P. A. ছিলেন। তেমন মিষ্ট ভাষী কর্ম্মপটু লোক নাকি কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাপ্ত